



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
February 2020

"মিষ্টি বাচ্চারা — এই শরীর রূপী বস্ত্রকে এখানেই ত্যাগ করতে হবে, সেইজন্য এর প্রতি আকর্ষণ মিটিয়ে ফেল, কোনও মিত্র-সম্বন্ধ যেন স্মরণে না আসে"

প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের যোগবল আছে, তাদের চিহ্ন কি ?

উত্তরঃ - -- কোনো ব্যাপারেই সামান্যতম ধাক্কাও তাদের কাছে আসবে না, কোথাও তাদের অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না । মনে করো আজ কেউ শরীর ত্যাগ করেছে তার জন্য দুঃখ হবে না, কেননা সে জানে যে ড্রামাতে তার এতটুকুই ভূমিকা (পার্ট) ছিল । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে ।

ওম্ শান্তি । এই জ্ঞান বড়ো গুপ্ত, এতে নমস্কার করার প্রয়োজন পড়ে না । লৌকিক দুনিয়াতে নমস্কার অথবা রাম-রাম ইত্যাদি বলে থাকে । এখানে এসব কথা চলে না। কেননা এটা হলো একটা পরিবার । পরিবারে একে অপরকে নমস্কার বা গুডমর্নিং করবে এটা শোভা পায় না । ঘরে কেউ খাওয়া-দাওয়া করে অফিসে যায়, তারপর ফিরে আসে, এটাই স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে, এর মধ্যে নমস্কার করার প্রয়োজন পড়ে না । গুডমর্নিং করার ফ্যাশন ইউরোপিয়ানদের কাছ থেকে এসেছে । নয়তো এর আগে এসব ছিল না । কোনও সতৃপ্ত মিলিত হলে একে অপরের সাথে নমস্কার বিনিময় করে, পা ছোঁয় । মাথা নত করে পা ছোঁয়ার এই রীতি নম্রতার জন্য শেখানো হয় । এখানে তো বাচ্চারা, তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে । আত্মা, আত্মাকে কি বলতে পারে ? তবুও বলতে হয় । যেমন বাবাকে বলবে - বাবা নমস্কার । বাবাও বলেন — আমি সাধারণ ব্রহ্মা শরীর দ্বারা তোমাদের ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রদান করি, এর দ্বারা স্থাপনা করাই । কিভাবে ? যখন বাবা সামনে আসেন তখন বোঝান, নয়তো সবাই বুঝবে কিভাবে । বাবা সামনে বসে বোঝান তবেই বাচ্চারা বোঝে । দুজনকেই নমস্কার করে বলে — বাপদাদা নমস্কার । বাইরের কেউ শুনলে অবাক হবে যে কি বলছে "বাপদাদা" । ডাবল নাম তো অনেক মানুষের হয়, তাইনা । যেমন লক্ষী-নারায়ণ অথবা রাধা-কৃষ্ণ যদিও এরা পুরুষ স্ত্রী একত্রিত । আর এখানে একজন বাপদাদা । এই বিষয় বাচ্চারা তোমরাই বুঝবে । বাবা নিশ্চয়ই বড় হবেন । ঐ নাম যদিও ডাবল কিন্তু একজনই না ! দুটো নাম ওরা কেন রাখবে ? তোমরা জান এটা ভুল । কেউ বাবাকে চিনতে পারে না । তোমরা বল নমস্কার বাপদাদা । বাবাও তারপর বলেন নমস্কার শারীরিক আত্মিক বাচ্চারা । এতো দীর্ঘ অভিবাদন যথাযথ বলে মনে হয় না কিন্তু শব্দ তো ঠিকই আছে । তোমরা এখন শরীর ধারী আবার আত্মিকও । শিববাবা সব আত্মাদের পিতা আবার প্রজাপিতাও অবশ্যই আছেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা ভাইবোন । এটি প্রবৃত্তি মার্গ । তোমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । ব্রহ্মাকুমার কুমারী হলে প্রজাপিতাও প্রমাণ হয়ে যায়। এর মধ্যে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনও প্রশ্নই নেই । তোমরা বল ব্রহ্মাকুমার -ব্রহ্মা কুমারীরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে । ব্রহ্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত করে না , ব্রহ্মাও শিববাবার সন্তান । সুস্ম বতন নিবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এরা হলো রচনা । এদের রচয়িতা শিব । শিবের জন্য একথা বলতে পারবে না যে, এনার রচয়িতা কে ? শিবের রচয়িতা কেউ হয় না । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর শিববাবার রচনা । সবার উপরে শিব, সব আত্মাদের পিতা । এখন প্রশ্ন উঠবে ক্রিয়েটর যখন কবে ক্রিয়েট করেছেন ? এ হলো অনাদি । এতো আত্মাদের কবে ক্রিয়েট করেছেন এ প্রশ্ন উঠতে পারে না । এই অনাদি ড্রামা এভাবেই চলে আসছে । যার কোনো শেষ নেই । এ বিষয়েও তোমরা বাচ্চারা নম্ররানুসারে বুঝে থাক । বিষয় অতি সহজ । এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কারও সাথে যেন এটাচমেন্ট না থাকে, কেউ মরে যাক বা বেঁচে থাকুক । গাওয়াও হয়ে থাকে — মায়ের মৃত্যু হলেও হালুয়া থেও (আত্মা মরে তো ভী হলুআ থানা) কেউ মারা গেলে চিন্তার কিছু নেই কেননা এই ড্রামা অনাদি । ড্রামানুসারে তাকে এই সময় যেতেই হবে, এখানে কিই-বা করার আছে । ন্যূনতম দুঃখীত হওয়ার কিছুই নেই । এটাই হলো যোগবলের শক্তি । নিয়ম বলছে সামান্যতম ধাক্কাও তোমাদের আসা উচিত নয় । সবাই অভিনেতা, অভিনেত্রী তাইনা । নিজ -নিজ ভূমিকা (পার্ট) পালন করছে । বাচ্চারা তোমরা জ্ঞান অর্জন করেছে।

ওরা আহ্বান করে বাবাকে বলে — হে পরমপিতা পরমাত্মা তুমি এসে আমাদের নিয়ে যাও । এতো সব শরীরের বিনাশ ঘটিয়ে সব আত্মাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া, এতো অনেক বড় কাজ। এখানে কেউ মারা গেলে ১২ মাস কাঁদতে থাকে । বাবা তো সঙ্গে করে এতো অসংখ্য আত্মাদের নিয়ে যাবেন । সবাই এখানে শরীর ত্যাগ করবে । বাচ্চারা জানে মহাভারত লড়াই শুরু হলে মশার মতো আত্মারা যেতে থাকবে । প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বদলে দেবে । এখন ইংল্যান্ড, রাশিয়া ইত্যাদি কত বড় বড় দেশ । সত্যযুগে কি এসব ছিল ? দুনিয়াতে এটা কারও বুদ্ধিতে আসেনা যে

আমাদের রাজ্যে এরা কেউ ছিল না। একটাই ধর্ম, একটাই রাজ্য ছিল। তোমাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে বুদ্ধিতে সঠিকভাবে ঢুকবে। যদি সঠিক ধারণা হয়ে তবে সেই ঈশ্বরীয় নেশা সবসময় উষ্ণ থাকবে। শুধুমাত্র কয়েকজনই এই নেশা বজায় রাখে কঠিনতার সাহায্যে। মিত্র-সম্বন্ধ ইত্যাদি সবদিক থেকে মনকে সরিয়ে এনে এক অনন্ত খুশিতে স্থিত হয়ে যাওয়া, অতি চমতকার বিষয়। তবে হ্যাঁ, এটাও অস্তিত্বে গিয়ে হবে। শেষে গিয়েই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। শরীর থেকেও দেহভান ছিন্ন হয়ে যায়। আমি এখন চললাম, এটাই সাধারণ বিষয় হয়ে যাবে। যেমন নাটকের কুশীলবরা অভিনয় শেষ করে ঘরে ফিরে যায়। এই দেহরূপী বস্ত্র তো তোমাদের এখানেই ত্যাগ করতে হবে। এই বস্ত্র এখানেই ধারণ করতে হয়, এখানেই ছেড়ে যেতে হয়। এসব নতুন বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আর কারও বুদ্ধিতে নেই। অল্ফ (ঈশ্বর, বাবা) আর বে (স্বর্গের বাদশাহী)। অল্ফ সবচেয়ে উপরে। বলাও হয়ে থাকে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ, বিষ্ণু দ্বারা পালনা। আচ্ছা, শিবের কাজ তবে কি? উষ্ণ থেকে উষ্ণতর শিববাবাকে কেউ জানেনা। বলে দেয় উনি সর্বব্যাপী। সবকিছুই ওনার রূপ। সম্পূর্ণ দুনিয়ার বুদ্ধিতে এটাই দৃঢ়তর হয়ে গেছে, সেইজন্যই সব তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা বলেন— সম্পূর্ণ দুনিয়া দুর্গতি প্রাপ্ত, আমিই এসে সবাইকে সন্নতি প্রদান করি। যদি সর্বব্যাপী হই তবে কি সবাই ভগবান? একদিকে বলে সবাই ভাই, তারপর বলে সবাই ফাদার্স, কিছুই বোঝেনা। এখন বাচ্চারা, অসীম জগতের পিতা তোমাদের বলছেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের এই দাদাকে বা মাম্মাকেও স্মরণ করার প্রয়োজন নেই।

বাবা বলেন, না মাম্মা, না বাবা (ব্রহ্মা) কারো মহিমা কিছুই নয়। শিববাবা না থাকলে ব্রহ্মা কি করত? ব্রহ্মাকে স্মরণ করে কি হবে? তবে হ্যাঁ, তোমরা জানো যে ব্রহ্মা দ্বারাই আমরা শিববাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি, এনার দ্বারা নয়। ইনিও শিববাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেন, সুতরাং স্মরণ শিববাবাকেই করতে হবে। ইনি তো মাঝখানে দালাল। একটি ছেলে আর মেয়ের যখন আশীর্বাদ হয় তখন তো একে অপরকে স্মরণ করবেই তাইনা। বিবাহ করান যিনি তিনি তো এদের মাঝখানে দালাল। ব্রহ্মা দ্বারা বাবা এনগেজমেন্ট নিজের সাথে তোমরা আত্মাদের করিয়ে থাকেন সেইজন্য মহিমাও হয়ে থাকে দালালের মাধ্যমে সঙ্গুরু প্রাপ্ত হয়েছে। সঙ্গুরু কোনও দালাল নন। সঙ্গুরু তো নিরাকার। যদিও গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু বলে থাকে কিন্তু ওনারা কোনও গুরু নন। সঙ্গুরু এক বাবাই যিনি সবাইকে সন্নতি প্রদান করেন। বাবা তোমাদের শিখিয়েছেন তবেই তোমরা অন্যদেরও রাস্তা বলে দাও আর বল যে কোনও কিছু দেখেও দেখো না। বুদ্ধি যেন এক শিববাবার প্রতিই থাকে। এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ সব কবরস্থ হবে। স্মরণ এক শিববাবাকেই করতে হবে, নাকি ব্রহ্মা বাবাকে। বুদ্ধি বলে ব্রহ্মার কাছ থেকেও কিছু উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। উত্তরাধিকার তো বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হবে, যেতেও হবে বাবার কাছে। স্টুডেন্ট, স্টুডেন্টকে কেন স্মরণ করবে। স্টুডেন্ট তো টিচারকে স্মরণ করবে তাইনা। স্কুলে যারা বিচক্ষণ বাচ্চা হয় তারা অন্যদেরও উল্লিখিত করতে চেষ্টা করে। বাবাও বলে থাকেন এক-দুজনকে উত্তোরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর কিন্তু ভাগ্যে নেই সেইজন্যই পুরুষার্থও করেনা। অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তাদের বোঝান উচিত প্রদর্শনীতে অনেক আত্মারা আসে, অনেককে বোঝালে প্রভূত উল্লিখিত হয়। নিমন্ত্রণ করেও নিয়ে আসা হয়। অনেক বড়ো বড়ো বিচক্ষণ ব্যক্তির আসেন। বিনা নিমন্ত্রণেও কিছু মানুষ চলে আসে। কত কি অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে থাকে। রয়্যাল মানুষদের চাল-চলনও রয়্যাল হয়। রয়্যাল মানুষ রয়্যালটির সাথেই ভিতরে প্রবেশ করবে। তাদের আচরণের মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য থাকে। তাদের চলা এবং বলার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। মেলায় সব রকমের মানুষ আসে, কাউকে নিষেধ করা যায় না সেইজন্য যে কোনো প্রদর্শনীতে নিমন্ত্রণ কার্ড দিয়ে আমন্ত্রণ জানালে রয়্যাল এবং ভালো ভালো মানুষ আসবে। তারপর তারা অন্যদেরও শোনাবে। কোথাও কোথাও মহিলাদের জন্য প্রোগ্রাম রাখলে শুধুমাত্র মহিলারাই এসে দেখবে কেননা অনেক মহিলাই পর্দার আড়ালে থাকে। সুতরাং শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য প্রোগ্রাম করা উচিত। কোনও পুরুষ যেন না আসে। বাবা বুঝিয়েছেন সর্বপ্রথম তোমাদের এটাই বোঝাতে হবে যে শিববাবা নিরাকার। শিববাবা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা দুজনেই বাবা। কিন্তু দুজনেই তো একরকম হতে পারেন না, যে দুই বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। উত্তরাধিকার দাদা অথবা বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত হবে। দাদার সম্পত্তির প্রতি সবার অধিকার থাকে। যেমনই সন্তান হোক কুপুত্র হলেও দাদার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এসব রীতি এখানকার জন্য। বোঝাও যায় কুপুত্রের হাতে টাকাপয়সা পড়লে এক বছরের মধ্যেই সব উড়িয়ে শেষ করে দেবে। কিন্তু গভর্নমেন্টের নিয়ম এমনই যে দিতেই হবে। গভর্নমেন্ট কিছুই করতে পারেনা। বাবা তো অনুভাবী (ব্রহ্মা)। এক রাজার সন্তান এক কোটি টাকা ১২ মাসের মধ্যে শেষ করে দিয়েছিল। এমনটাও হয়। শিববাবা তো বলবেন না যে আমি এমনটা হতে দেখেছি। এই দাদা (ব্রহ্মা) বলেন আমি এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখেছি। এই দুনিয়া বড় দুর্গন্ধময়। এ হলো পুরানো দুনিয়া, পুরানো ঘর। পুরানো ঘরকে সবসময় ভেঙে ফেলতে হয়। এই লক্ষী-নারায়ণের বাদশাহী ঘর দেখ কত চমতকার।

এখন তোমরা বাপদাদার দ্বারা বুম্বতে পারছ এবং তোমরাই নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠো । এই হলো সত্যনারায়ণের কথা। তোমরা বাচ্চারা এটা বুঝেছ। তোমরাই এখন সম্পূর্ণ ফুল তৈরী হচ্ছে, এতে ভীষণ সত্যতা থাকা উচিত । তোমরা প্রতিদিন উত্তরণের পথে এগিয়ে চলেছ। ফুল তৈরি হচ্ছে ।

বাচ্চারা তোমরা ভালবেসে বলে থাকো — "বাপদাদা", এটাও তোমাদের নতুন ভাষা, যা মানুষের বুদ্ধিতে আসতে পারে না । বাবা যেখানেই থাক না কেন বাচ্চারা বলবে বাপদাদা নমস্কার । বাবাও বলবেন রুহানী শরীরের বাচ্চাদের নমস্কার । কেউ শুনলে বলবে এতো নতুন কথা, বাপদাদা একসাথে কিভাবে বলতে পারে । বাবা আর দাদা দুজন কখনও এক হয় নাকি ? নামও দুজনের আলাদা । শিববাবা, ব্রহ্মা বাবা, তোমরা এই দুজনেরই সন্তান । তোমরা জান এনার ভিতরে (ব্রহ্মা বাবা) শিববাবা বসে আছেন। আমরা বাপদাদার সন্তান । এটাও বুদ্ধিতে স্মরণ থাকলে খুশির মাত্রা উদ্ভগামী থাকবে । ড্রামার প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত । মনে কর কেউ শরীর ত্যাগ করেছে, এরপর অন্য শরীর ধারণ করে দ্বিতীয় কোনও ভূমিকা পালন করবে। প্রত্যেক আত্মা অবিনাশী ভূমিকা পেয়েছে, এর মধ্যে বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই । তাকে দ্বিতীয় কোনও ভূমিকা পালন করতে হবে । তাকে তো আর ডেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না । ড্রামা তাইনা । এতে কান্নাকাটি করার কোনো প্রয়োজন নেই । এমনই স্থিতিশীলতা সম্পন্নরাই নির্মোহী রাজা হবে । সত্যযুগে সবাই নির্মোহী (মোহহীন) হয়। এখানে কেউ মারা গেলে কত কান্নাকাটি করে । বাবাকে পেয়েছি যখন আর তো কান্নাকাটি করার প্রয়োজন নেই । বাবা কত সুন্দর পথ বলে দিয়েছেন । কন্যাদের জন্য তো খুব ভালো । তোমাদের লৌকিক পিতা অযথা কত পয়সা খরচ করে আর তোমরা গিয়ে নরকে পড়। বরং বলো যে আমি এই পয়সা দিয়ে রুহানী ইউনিভার্সিটি বা হাসপাতাল খুলব । অনেকের কল্যাণ করলে তোমাদেরও পুণ্য, আমারও পুণ্য হবে । বাচ্চারা নিজেরাই উৎফুল্ল থাকে এইভাবে যে আমরা ভারতকে স্বর্গ বানাবার জন্য তন-মন-ধন সব উৎসর্গ করব । এমনই ঈশ্বরীয় নেশা থাকা উচিত। দিতে হলে দাও, না দিতে হলে দিও না। তোমরা নিজেদের কল্যাণ আর অনেকের কল্যাণ করতে চাও না ? এতোটাই খুশি থাকা উচিত । বিশেষ করে কুমারীদের তো এগিয়ে আসা উচিত । আচ্ছা !

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের আচার আচরণে রয়্যালটি থাকা উচিত । সুন্দর আচরণের সাথে কথা বলা উচিত। নম্রতার গুণ ধারণ করতে হবে ।

২) এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ সব কবরস্থ হবে, সেইজন্য সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করে থাকা উচিত । এক শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে । কোনও দেহধারীকে নয়।

বরদানঃ:- — বিশেষত্ব রূপী সঞ্জীবনী ঔষধি দ্বারা অচেতনকে সচেতন করে তুলতে সমর্থ স্বরূপ বিশেষ আত্মা ভব* প্রতিটি আত্মাকে শ্রেষ্ঠ স্মৃতির, বিশেষত্ব রূপী সঞ্জীবনী ঔষধ সেবন করলে সেই আত্মা অচেতন থেকে সচেতন হয়ে উঠবে । বিশেষত্ব স্বরূপের দর্পণ তাদের সামনে রাখ। অন্যদের স্মরণ করিয়ে দিলে তোমরা নিজেরাই বিশেষ আত্মা হয়ে উঠবে । যদি তোমরা কারো দুর্বলতা সম্পর্কে বল তবে তারাও আড়াল করার চেষ্টা করবে, আর যদি তাদের বিশেষত্ব তুলে ধর তবে তারা নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতা স্পষ্ট অনুভব করবে । এমনই সঞ্জীবনী ঔষধি দ্বারা অচেতনকে সচেতন করে উড়ে চল আর উড়িয়ে নিয়ে চলো ।

স্লোগানঃ:- — সঙ্কল্পেও নাম - যশ -সম্মানের সুযোগ ত্যাগ করাই হলো মহান ত্যাগ ।*

ভগবানের ভাগ্যবান বাচ্চাদের লক্ষণ

বাপদাদা সব বাচ্চাদের ললাটভাগে ভাগ্যরেখা দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার ললাটে ভাগ্যের রেখা অঙ্কিত, কিন্তু কোন বাচ্চার রেখা স্পষ্ট আর কোন কোন বাচ্চার রেখা স্পষ্ট নয়, যখন থেকে তোমরা ভগবান-বাবার হয়েছ, ভগবান অর্থাৎ ভাগ্যবিধাতা। ভগবান অর্থাৎ দাতা বিধাতা, সেইজন্য বাচ্চা হওয়ায় ভাগ্যের অধিকার অর্থাৎ অবিনাশী উত্তরাধিকার সব বাচ্চার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেই উত্তরাধিকার জীবনে ধারণ করা, সেবার উপযোগী করে তা' শ্রেষ্ঠ এবং স্বচ্ছ বানাতে তোমরা নম্বর অনুক্রমিক হও, কারণ এই ভাগ্য যত নিজের জন্য এবং সেবার জন্য কার্যে প্রয়োগ কর ততই বাড়ে অর্থাৎ রেখা স্পষ্ট হয়। বাবা এক এবং তিনি সবাইকে একরকমই দেন। বাবা নম্বর অনুক্রমে অর্থাৎ বাচ্চাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগ্য বিতরণ করেন না, কিন্তু যারা ভাগ্য গঠন করবে অর্থাৎ যারা ভাগ্যবান হবে তারা এত বড় ভাগ্য প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে যথাশক্তি হওয়ার কারণে নম্বরানুক্রমে হয়ে যায়, সেইজন্য কারও রেখা স্পষ্ট, আর কারও রেখা স্পষ্ট নয়। যে বাচ্চাদের রেখা স্পষ্ট তারা নিজেরাও সর্বকর্মে নিজের ভাগ্যবান অনুভব করে, সেইসঙ্গে তাদের চেহারা আর আচার-আচরণ দ্বারা অন্যদেরও ভাগ্য অনুভূত হয়। আরও অনেকে এমন ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখে ভাবে আর বলে যে এই আত্মারা খুব ভাগ্যবান, এদের ভাগ্য সদা শ্রেষ্ঠ। নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, সর্বকর্মে নিজেকে কি ভগবানের বাচ্চা ভাগ্যবান অনুভব করি? ভাগ্য তোমার অবিনাশী উত্তরাধিকার, এই উত্তরাধিকার কখনও প্রাপ্ত হবে না, এমন তো হতেই পারে না। ভাগ্যকে অবিনাশী উত্তরাধিকার রূপে অনুভব কর, নাকি পরিশ্রম করতে হয়? উত্তরাধিকার সহজে প্রাপ্ত হয়, পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। জাগতিক স্তরেও বাবার ধন সম্পত্তি তথা উত্তরাধিকার নিজে থেকেই বাচ্চার প্রাপ্ত হয়। আর তুরীয় আনন্দ থাকে যে বাবার উত্তরাধিকার সে লাভ করেছে। তোমাদের এমন ভাগ্যে তুরীয় অবস্থার আনন্দ আছে, নাকি কখনো চড়ে, আবার কখনো পড়ে? যখন উত্তরাধিকার অবিনাশী তো কতো তুরীয়ানন্দে থাকা উচিত! এক জন্ম তো শুধু নয়, অনেক জন্মের জন্মসিদ্ধ অধিকারের ভাগ্য। কতো আনন্দোচ্ছলতার সাথে বর্ণন করো। ভাগ্যের বলকানি সদা প্রত্যক্ষরূপে অন্যদেরও দেখতে দাও। দ্যুতি এবং আধ্যাত্মিক নেশা এই দুইই আছে তোমাদের? মার্জরূপে আছে নাকি ইমার্জ রূপে আছে? ভাগ্যবান আত্মাদের লক্ষণ হল তারা- হয় সদা কোলে লালিত-পালিত হয়, নয় গালিচায় হাঁটে, বা দোলায় দোলে, কাদামাটিতে কখনও পা রাখে না আর পা কখনও ময়লা হয় না। তারা গালিচায় হাঁটে আর তোমরা বুদ্ধিরূপী পা ভূমিতে রাখার পরিবর্তে সদা ফুরিস্তা-দুনিয়ায় রাখো। এই পুরানো ধূলামলিন দুনিয়ায় তোমাদের পা রাখ না অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধি মলিন হতে দাও না। ভাগ্যবান মাটির খেলনা দিয়ে খেলে না। সদা রত্ন দ্বারা খেলা করে। ভাগ্যবান সদা সম্পন্ন থাকে, সেইজন্য 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' স্থিতিতে থাকে। ভাগ্যবান আত্মা সদা মহাদানী পুণ্য আত্মা হয়ে অন্যেরও ভাগ্য তৈরি করতে থাকে। ভাগ্যবান আত্মার সদা মুকুট, সিংহাসন এবং তিলক থাকে। ভাগ্যবান আত্মা যতখানি ত্যাগ করে ততখানিই সে ভাগ্য অধিকারী হয়। *ত্যাগ ভাগ্যের লক্ষণ।* ত্যাগ তোমার ভাগ্যকে সুস্পষ্ট করে। ভাগ্যবান আত্মা, সদা ভগবান সমান নিরাকারী, নির্বিকারী এবং নিরহঙ্কারী। এমন আত্মারা এই তিন গুণসমূহে পরিপূর্ণ। এই সব লক্ষণ নিজের মধ্যে অনুভব কর? ভগবানের লিস্টে তো আছই, তাই না! কিন্তু তুমি যথাশক্তি নাকি সর্বশক্তিমান? তুমি মাস্টার, তাই নয় কি? বাবার মহিমায় কখনও বলা হয় না যে তিনি যথাশক্তি বা তিনি নম্বরানুক্রমিক; তোমরা বলো, তিনি সদা সর্বশক্তিমান। যদি তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান তাহলে কেন যথাশক্তি হও? তোমরা সদা শক্তিমান। যথা শব্দের পরিবর্তন করে সদা শক্তিমান হও আর বানাও। বুঝেছ!

কোন জোন এসেছে? বরদান ভূমিতে পৌঁছে সবাই বরদানে ঝুলি পূর্ণ করছ, তাই না! বরদান ভূমির প্রত্যেক চরিত্র, কর্ম বিশেষ বরদানে পরিপূর্ণ। যজ্ঞভূমিতে এসে তুমি সবজিই কাটো বা শস্য পরিষ্কার কর, সেটাও যজ্ঞ সেবার বরদানে পূর্ণ। যেমন, মানুষ তীর্থযাত্রায় গিয়ে মন্দির সাফ-সুতরো করাও পুণ্য মনে করে। এই মহাতীর্থ বা বরদান ভূমির প্রতিটা কর্মে প্রতিটা পদক্ষেপে শুধুই বরদান ভরা আছে। কতো ঝুলি তোমরা পূর্ণ করছ? সম্পূর্ণরূপে ঝুলি পরিপূর্ণ করে ফিরে যাবে নাকি যথাশক্তিমাত্র? যে যেখান থেকেই এসেছ, মেলা উদযাপন করতে এসেছ। মধুবনে একটাও সঙ্কল্প বা এক সেকেন্ডও ব্যর্থ হতে দিও না। সমর্থ হওয়ার এই অভ্যাস নিজ-স্থানেও সহযোগ দেবে। পঠন-পাঠন আর পরিবার - পার্ঠেরও লাভ নাও আর পরিবারেরও বিশেষ অনুভব কর। বুঝেছ!

বাপদাদা সব জোনের সবাইকে সদা বরদানী, মহাদানী হওয়ার অভিনন্দন জানাচ্ছেন। লোকজনের উৎসব শেষ হয়েছে

কিন্তু তোমাদের উৎসব সदा উৎসাহে ভরা । সदाই বড়দিন, সেইজন্য প্রতিদিনই অভিনন্দন আর অভিনন্দন । মহারাষ্ট্র সदा মহান হয়ে অন্যকে মহান তৈরি করার বরদানে ঝুলি পূর্ণ করে । যারা কর্ণাটক থেকে তারা সदा হর্ষান্বিত মুখে নিজেও সदा হাসিখুশি থাকে এবং অন্যদেরও সदा হর্ষিত বানায় । সदा ঝুলি পূর্ণ করতে থাক । তোমরা যারা ইউ. পি'র তারা কি করবে ? সदा শীতল নদীসম শীতলতার বরদান দিয়ে শীতলাদেবী হয়ে অন্যদের শীতলা দেবী বানাও । শীতলতা দিয়ে সदा সকলের সবরকম দুঃখ দূর কর । এইভাবে বরদানে ঝুলি পরিপূর্ণ কর । আচ্ছা !

সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্পষ্ট সেবাধারী, সদা বাবা সমান সর্বশক্তিসম্পন্ন, সম্পূর্ণ স্থিতিতে স্থিত থাকে, সদা ঈশ্বরীয় ঝলক আর ভাগ্যের আধ্যাত্মিক নেশা বজায় রাখে, সর্বকর্ম দ্বারা ভাগ্যবান হয়ে ভাগ্যের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে অন্যদের সমর্থ বানায়, এমন মাস্টার ভগবান শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বড় দাদীদের সঙ্গে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

আদি থেকে এখন পর্যন্ত যারা প্রতিটা কার্যে একসাথে চলে আসছে, তাদের বিশেষত্ব এই - ব্রহ্মাবাবা যেমন প্রতি পদে অনুভাবী হয়ে অনুভবের অথরিটি দ্বারা বিশ্ব-রাজ্যের অথরিটি নেন, ঠিক তেমনই বহুকাল যাবৎ তোমাদের সকলের সবরকমের অনুভবের অথরিটির কারণে অনেক কালের রাজ্য-অথরিটিতেও তোমরা সাথী হবে । যারা আদি থেকে সঙ্কল্প করেছে যে তাদের যেখানে বসানো হবে, যেভাবে চালানো হবে সেই অনুযায়ী চলেই তারা বাবার সঙ্গে ফিরে যাবে । সুতরাং একসঙ্গে যাওয়ার প্রথম প্রতিজ্ঞা বাপদাদাকে পূরণ করতেই হবে । ব্রহ্মা বাবারও সাথে তোমরা থাকতে যাচ্ছ । রাজ্য পরিচালনেও সাথে থাকবে, ভক্তিতেও সাথে থাকবে । এই সময় তোমাদের বুদ্ধি যতখানি তাঁর সঙ্গে থাকে, সেই অনুযায়ী রাজ্যেও সदा তাঁর সাথে থাকবে । যদি এখন অল্পদূরে হও তো কোনও জন্মে দূরের হয়ে যাবে, কোন জন্মে কাছেই হবে । কিন্তু যাদের বুদ্ধি সदा বাবার সাথে থাকে তারা ওখানেও তাঁর সাথে থাকবে । সাকারে তো তোমরা সবাই ১৪ বছর সাথে থেকেছ, সপ্তমযুগের ১৪ বছর অনেক বছরের সমান হয়ে গেছে ! সপ্তমযুগের এত দীর্ঘ সময় সাকার রূপে থেকেছ, এও অনেক বড় ভাগ্য ! তারপর আবার বুদ্ধি দ্বারা সাথে আছ, ঘরেও সাথে হবে আর রাজ্য শাসনেও সাথে হবে । যদিও বা সিংহাসনে স্বল্পসংখ্যকই বসে, তবুও রয়্যাল ফ্যামিলির কাছেই সম্বন্ধে, সারাদিনের দিনচর্যায় সাথে থেকে তারা তাদের পার্ট অবশ্যই পালন করে । তাইতো আদি থেকে বাবার সঙ্গে থাকার প্রতিজ্ঞা সারা কল্পই চলতে থাকবে । ভক্তিতেও তোমরা দীর্ঘ সময় একসাথে থাকবে । এই শেষের জন্মে কেউ কেউ অল্পদূর, কেউ কেউ কাছেই, কিন্তু তাও সারা কল্প ধরে কোন না কোনও রূপে তোমরা বাবার সাথে থাকবে । তোমরা এমন প্রতিজ্ঞাই করেছিলে, তাই না ? তাহলে, কোন নজরে সবাই তোমাদের দেখবে ! বাবার রূপে ! ভক্তিতে একেই তারা বলে থাকে- 'এরা সবাই ঈশ্বরের রূপ !' কারণ তোমরা বাবা সমান তৈরি হও, তাই না ! তোমাদের রূপের মধ্যেই বাবা প্রতীয়মান হন এবং এই কারণে তারা বলে, তোমরা বাবার রূপ । যারা বাবার সাথে থাকে তাদের এটাই বিশেষত্ব হবে যে তোমাদের দেখে বাবাকে স্মরণ করবে, তাদের স্মরণ করবে না, কিন্তু বাবাকে স্মরণ করবে । তাদের থেকে বাবার চরিত্র, বাবার দৃষ্টি, বাবার কর্ম সব অনুভব হবে । তারা নিজেরা দৃশ্যগোচর হবে না । কিন্তু তাদের দ্বারা বাবার কর্ম বা দৃষ্টি অনুভব হবে । এটাই অনন্য তথা সমান বাচ্চাদের বিশেষত্ব । তোমরা সবাই তো এইরকমই, তাই না ! অন্যেরা তোমাতে আটকে পড়ে না তো ! তারা এমন বলে না তো যে 'অমুকে খুব ভালো', না ! বাবা এনাকে খুব ভালো তৈরি করেছেন । বাবার দৃষ্টি, বাবার লালন-পালন এনাদের মাধ্যমেই লাভ হয় । বাবার মহাবাক্য এনাদের থেকেই শুনতে পাই । এটাই তাঁদের বিশেষত্ব । একে বলা হয়, প্রিয় হয়েও স্বতন্ত্র । সবার প্রিয় হলেও কিন্তু অন্যদের বন্ধনজালে আটকাও না । বাবার পরিবর্তে যেন তোমাদের স্মরণ না করে, বাবার শক্তি নিতে, বাবার মহাবাক্য শুনতে যেন তোমাদের স্মরণ করে । একে বলে, 'প্রিয় অথচ স্বতন্ত্র হওয়া ।' এইরকমই গ্রুপ, তাই না ! কিছু তো বিশেষত্ব হবে, নয় কি ! সাকারের লালন-পালন যে লাভ করেছে - বিশেষত্ব তো হবেই, হবে না ? তারা তোমাদের কাছে এলে কি জিজ্ঞাসা করবে, বাবা কি করতেন, কীভাবে চলতেন..... এটাই তো স্মরণে আসবে, তাই না ! তোমরা এইরকম বিশেষ আত্মা । একে বলে, ডিভাইন ইউনিটি । ডিভাইনের স্মৃতি জাগিয়ে তোমরা তাদের ডিভাইন তৈরি কর, আর সেই কারণে 'ডিভাইন ইউনিটি ।' ৫০ বছর তোমরা অবিনাশী থেকেছ, সুতরাং অবিনাশী হওয়ার জন্য অভিনন্দন । অনেকে এসেছে, অনেকে পরিক্রমণে গেছে, কিন্তু তোমরা তো অনাদি অবিনাশী হয়ে গেছ । অনাদি স্বরূপেও বাবার সাথে, আবার আদিতেও তোমরা বাবার সাথে । যদি বাবার সাথে সূক্ষ্ম বতনে থাক, তবে সেবা কীভাবে করবে ! তোমরা সামান্য আরাম তো কর, কিন্তু বাবার আরামেরও আবশ্যকতা নেই । এর থেকেও বাপদাদা বিমুক্ত হয়েছেন । আব্যক্তের আরামের আবশ্যকতা নেই, ব্যক্ত অর্থাৎ সাকার রূপে আরামের আবশ্যকতা আছে । যদি তোমরা এইরকম হয়ে যাও, তাহলে সব কাজ শেষ হয়ে যায় । তবুও দেখ যখন কোনও সেবার চান্স থাকে তখন তোমরা বাবা সমান শ্রান্তিরহিত (অক্লান্ত) হয়ে যাও । তারপরে তোমরা

ক্লান্ত হও না। আচ্ছা !

দাদীজীর সাথে : (৩০-০৩-৮৫)

শৈশব থেকেই বাবা তোমাকে মুকুটধারী বানিয়েছেন। আসার সাথে সাথেই বাবা সেবার দায়িত্বের মুকুট পরিয়েছেন তোমায় এবং সময় সময়ে যে পাটই অভিনীত হয়েছে অর্থাৎ যে ভূমিকাই পালিত হয়েছে, এমনকি তা' বেগারি পাটই হোক বা মহা আনন্দের পাট, ড্রামা অনুসারে সব পরিস্থিতিতে সব পাটে দায়িত্বের মুকুট তুমি ধারণ করে এসেছ, সেইজন্য অব্যক্ত পাটেও নিমিত্ত মুকুটধারী হয়ে গেছ। সুতরাং তোমার এই বিশেষ পাট আদি থেকেই। সদা দায়িত্বশীল। বাবা যেমন দায়বদ্ধ, দায়িত্বের মুকুটধারী হওয়ার বিশেষ পাট তোমার, অল্পেও তিনি তাঁর দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে যে মুকুট, তিলক সবকিছু দিয়ে গেছেন, সেইজন্য তোমার স্মরণিক যেটা হবে তাতে অবশ্যই মুকুট থাকবে। যেমন, কৃষ্ণকে শৈশব থেকেই মুকুট সহ দেখানো হয়, সেইজন্য স্মরণিকেও তারা মুকুটধারী শৈশবরূপ পূজা করে। আর অন্যান্য সকলে সাথী, কিন্তু তোমরা মুকুটধারী।

সাহচর্যের দায়িত্ব তো সবাই পালন করে, কিন্তু সমান রূপে সাহচর্যের দায়িত্ব পালন করছে, এর মধ্যে তারতম্য আছে।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

কুমারদের প্রতি - কুমার অর্থাৎ নির্বন্ধন। সবচেয়ে বড় বন্ধন মনে ব্যর্থ সঙ্কল্পের। এর থেকেও নির্বন্ধন হও। কখনো কখনো এই বন্ধন তোমাদের বেঁধে ফেলে না তো? কারণ সঙ্কল্প শক্তি প্রতি পদে উপার্জনের আধার। স্মরণের যাত্রা কোন আধারে কর? সঙ্কল্প শক্তির আধারেই তো বাবার কাছে পৌঁছাও, তাই না! অশরীরী হয়ে যাও। তাইতো মনের শক্তি বিশেষ। ব্যর্থ সঙ্কল্প মনের শক্তি দুর্বল করে দেয়, সুতরাং এই বন্ধন থেকে মুক্ত থাক। কুমার অর্থাৎ সদা তীর পুরুষার্থী, কারণ যে নির্বন্ধন হবে সে স্বতঃই তীরগতি হবে। যাদের বোঝা আছে তারা ধীরগতি হবে। সময় অনুসারে, এখন পুরুষার্থের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন তীর পুরুষার্থী হয়ে তোমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে।

২) কুমার, তোমরা ব্যর্থের পুরানো খাতা সমাপ্ত করেছ? নতুন খাতা শক্তিশালী খাতা। পুরানো খাতা ব্যর্থ। সুতরাং পুরানো হিসেব সব সমাপ্ত হয়েছে। কার্যতঃ, ব্যবহারিক জীবনেও দেখ কখনো পুরানো খাতা রাখা হয় না, পুরানো হিসেব সমাপ্ত করে এগিয়ে যায় আর নতুন খাতা বাড়াতে থাকে। সেইরকম এখানেও, পুরানো খাতা সমাপ্ত করে প্রতি পদে সদা সবচেয়ে নতুনতম, শক্তিশালী (সমর্থ) হও। প্রতিটা সঙ্কল্প শক্তিশালী হতে দাও। যেমন বাবা, তেমন বাচ্চা। বাবা শক্তিশালী আর সেইজন্য বাচ্চারও ফলো ফাদার করে সমর্থ হয়ে যায়।

মাতাদের সাথে - মাতা-রা কোন্‌ এক গুণে বিশেষভাবে অনুভাবী? সেই বিশেষ গুণ কি? (ত্যাগ, সহনশীলতা) আর কোনও গুণ আছে? মাতারা দয়াবতী হয়। অসীম জগতের মাতারা, তোমাদের অসীম জগতের আত্মাদের প্রতি দয়া অনুভূত হয়? কি কর, যখন দয়া অনুভব হয়? যারা সহৃদয় হয় তারা সেবা ব্যতীত থাকতে পারে না। যখন সদয় হও তখন অনেক আত্মার আপনা থেকেই কল্যাণ হয়েই যায়, সেইজন্য মাতাদের কল্যাণীও বলা হয়। কল্যাণী অর্থাৎ যে অন্যের কল্যাণ করে। যেমন, বাবাকে বিশ্ব কল্যাণকারী বলা হয় ঠিক সেইরকমই তোমরা সব মাতাকে বাবা সমান কল্যাণকারী হওয়ার বিশেষ টাইটেল দেওয়া হয়েছে। এমন উদ্যম আছে তোমাদের? কি থেকে তোমরা কী হয়েছে! স্ব-পরিবর্তনের সাথে অন্যদের জন্যও তোমরা উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুভব কর। সীমিত পরিসরের আর অসীম জগতের সেবার ব্যালেন্স আছে তোমাদের? সেই সেবার দ্বারা তো তোমাদের হিসেব-নিকেশ চুকে যায়, আর অন্য সেবা হদের। তোমরা অসীম জগতের সেবাদারী। সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা নিজের মধ্যে যত হবে ততই সফলতা হবে।

২) মাতা-রা নিজেদের ত্যাগ আর তপস্যা দ্বারা বিশ্ব-কল্যাণের নিমিত্ত হয়েছে। মাতাদের মধ্যে ত্যাগ আর তপস্যার বিশেষত্ব আছে। এই দুই বিশেষত্বের সাথে সেবার নিমিত্ত হয়ে অন্যদেরও বাবার বানানোয় বিজি থাক? সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণের কাজই সেবা করা। ব্রাহ্মণ সেবা ব্যতিরেকে থাকতে পারে না। যেমন নামধারী ব্রাহ্মণ জমায়েতে কথা-কাহিনী অবশ্যই শোনাতে, সেইরকম এখানেও কথা-কাহিনী বলা অর্থাৎ সেবা করা। সুতরাং জগন্মাতা হয়ে জগতের জন্য ভাবো। অসীম জগতের বাচ্চাদের জন্য ভাবো। শুধু ঘরে বসে থেকো না, অসীম জগতের সেবাদারী হয়ে সদা সামনে এগিয়ে চলো।

সীমিত পরিসরে তোমরা ৬৩ জন্ম অতিবাহিত করেছ ; এখন অসীম জগতের সেবায় অগ্রচালিত হও ।

বিদায়কালে সব বাচ্চার প্রতি স্মরণ-স্নেহ

চতুর্দিকের স্নেহী সহযোগী বাচ্চারা বাপদাদার বিশেষ স্নেহ-সম্পন্ন স্মরণ স্বীকার কর । আজ বাপদাদা সব বাচ্চাকে সদা নির্বিঘ্ন হয়ে, বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে বিশ্বকে নির্বিঘ্ন বানানোর কার্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন । প্রত্যেক বাচ্চা এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প করে, সেবায় সদা এগিয়ে যেতে, এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প সেবায় সদা এগিয়ে যেতে তাদের সমর্থ বানায় এবং এইরকমই করতে থাকবে । সেবার সাথে সাথে স্ব-উন্নতি আর সেবার উন্নতির ব্যালেন্স রেখে এগিয়ে চলো, তাহলে বাপদাদা এবং সকল আত্মা দ্বারা যাদের নিমিত্ত হও, তাদের হৃদয়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকবে । সুতরাং সদা ব্যালেন্স দ্বারা প্রতিনিয়ত ব্লেসিং নিয়ে অগ্রচালিত হও । স্ব-উন্নতি এবং সেবার উন্নতি একসাথে হলে সদা সহজে সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে । সবাই যেন নিজের নিজের নামে বিশেষ স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করে । আচ্ছা ! ওম্ শান্তি ।

বরদান:- সবাইকে খোশ-খবর শুনিয়ে খুশির খাজানায় পরিপূর্ণ ভান্ডার ভব*
সদা নিজের এই স্বরূপ সামনে রাখ যে তোমরা খুশির খাজানায় পরিপূর্ণ ভান্ডার । অগণিত আর অবিনাশী যে ভান্ডারই তোমরা লাভ করেছ সেই সমুদায় ভান্ডার স্মৃতিতে নিয়ে এসো । এই সমগ্র ভান্ডার স্মৃতিতে আনীত হলে খুশি হবে আর যেখানে খুশি থাকে সেখানে সদাকালের জন্য দুঃখ দূর হয়ে যায় । সমগ্র খাজানার স্মৃতিতে আত্মাও খুশি থাকে আর অন্যদেরও সুসংবাদ শোনায়ে ।

স্লোগান:- যোগ্য হতে হলে, কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স রাখ ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের কর্তব্য হলো ঘরে-ঘরে বাবার সমাচার পৌঁছে দেওয়া, যেকোনো অবস্থাই হোক যুক্তিসহকারে প্রত্যেককে বাবার পরিচয় অবশ্যই দাও"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ একটি বিষয়ে শখ থাকা উচিত?

উত্তর:- নতুন নতুন যেসব পয়েন্টস্ বেরোয়, সেগুলিকে নিজেদের কাছে নোট করে রাখার শখ থাকা উচিত। কারণ এতসব পয়েন্টস্ মনে রাখা মুশকিল। নোট করে নিয়ে পুনরায় তা কাউকে বোঝাতে হবে। এমনও নয় যে, লিখে (নোট করে) নিয়ে পরে তা খাতাতেই পড়ে থাকবে। যে বাচ্চারা ভালোভাবে বোঝে, তাদের নোট করার শখও থাকবে অতিমাত্রায়।

গীত:- দুনিয়ার হাজার হাজার মানুষ যতই হৃদয়ে তালা দিয়ে দিক, তুমিও ভুলবে না, আমিও ভুলব না তোমায়

.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা এই গান শুনেছে। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চা - এই শব্দটি একমাত্র বাবাই বলতে পারেন। আধ্যাত্মিক পিতা ব্যতীত কখনো কেউ কাউকে আত্মা-রূপী (রুহানী) সন্তান বলতে পারেনা। বাচ্চারাও জানে যে, সকল রুহ অর্থাৎ আত্মাদের পিতা হলেন একজনই, আর আমরা সকলে হলাম ভাই-ভাই। ভাতৃস্ববোধের(ব্রাদারহুড) গায়নও রয়েছে, তথাপি মায়া এমনভাবে প্রবেশ করে রয়েছে যে, পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেয় তাহলে তো ফাদারহুড হয়ে যায়। রাবণ-রাজ্য পুরানো দুনিয়াতেই হয়। নতুন দুনিয়াকে রাম-রাজ্য বা ঈশ্বরীয়-রাজ্য বলা হয়। এ হলো বুদ্ধবার মতন বিষয়। দুটি রাজ্য অবশ্যই রয়েছে -- ঈশ্বরীয়-রাজ্য আর আসুরী-রাজ্য। নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়া অবশ্যই বাবা রচনা করবেন। এই দুনিয়ায় মানুষ নতুন দুনিয়াকে আর পুরানো দুনিয়াকেও জানে না। অর্থাৎ কিছুই জানে না। তোমরাও কিছুই জানতে না, অবুঝ ছিলে। নতুন সুখের দুনিয়া কে স্থাপন করেন পুনরায় পুরানো দুনিয়ায় দুঃখ কেন হয়, স্বর্গ থেকে নরক কীভাবে হয়, তা কেউই জানেনা। এসব কথা তো মানুষই জানবে, তাই না। দেবতাদের চিত্রও রয়েছে, তাহলে অবশ্যই আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এইসময় আর তা নেই। এখন হলো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। বাবা ভারতেই আসেন। মানুষের একথা জানা নেই যে, শিববাবা ভারতে এসে কি করেন? নিজেদের ধর্মকেই ভুলে গেছে। তোমাদের এখন ত্রিমূর্তি আর শিববাবার পরিচয় দিতে হবে। ব্রহ্মা দেবতা, বিষ্ণু দেবতা, শঙ্কর দেবতা, পুনরায় বলে যে, 'শিব পরমাত্মাঃ নমঃ' তাহলে বাচ্চারা, তোমাদের ত্রিমূর্তি শিবেরই পরিচয় দিতে হবে। এমন-এমনভাবে সার্ভিস করতে হবে। যেকোনো অবস্থায় যদি বাবার পরিচয় পাও তাহলে বাবার উত্তরাধিকার(বর্সা) নিয়ে নাও। তোমরা জানো যে, আমরা এখন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। আরও অনেককেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। আমাদের উপর দ্বায়িত্ব রয়েছে যে, ঘরে-ঘরে গিয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার জ্ঞান দান করতে হবে। মুখ্য হলো ত্রিমূর্তি শিব, এঁনারই রাজ-চিহ্ন (কোট অফ আর্মস) বানানো হয়েছে। গভর্নমেন্ট যথার্থভাবে এর অর্থ জানে না। এরমধ্যে চক্রও রয়েছে চরকার মতন আর তাতে লেখা রয়েছে 'সত্যমেব জয়তে'। এর অর্থ তো কিছুই বেরোয় না বা স্পষ্ট হয় না। এ হলো সংস্কৃত অক্ষর। এখন বাবা তো হলেনই সত্য। ওরা বোঝায়, এর দ্বারা তোমরা সমগ্র বিশ্বের উপর বিজয় প্রাপ্ত কর। বাবা বলেন, আমি সত্য বলি, তোমরা এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সত্যিকারের নারায়ণ হও। ওরা সব কি-কি রকমের অর্থ বের করতে থাকে। সেকথাও ওদের জিজ্ঞাসা করা উচিত। বাবা তো অনেকরকমভাবে বোঝান। যেখানে-যেখানে মেলা(সঙ্গমে) হয়, সেখানে গিয়ে নদীর উপরেও বোঝাও। গঙ্গা তো পতিত-পাবনী হতে পারে না। সমস্ত নদীই সাগর থেকে নির্গত হয়। সে তো জলসমুদ্র। তার থেকেই জলের নদীগুলি নির্গত হয়। জ্ঞান-সমুদ্র থেকে জ্ঞান-নদী নির্গত হবে। মাতারা, তোমাদের মধ্যে এখন জ্ঞান রয়েছে, গোমুখে যাও, সেই মুখ থেকে জল নির্গত হয়, মনে করে এই জল তো গঙ্গার। মানুষ এত শিক্ষিত হয়েও বোঝে না যে, এখানে গঙ্গার জল কোথা থেকে বেরোবে। শাস্ত্রতেও রয়েছে যে, তীর নিষ্ক্ষেপনের ফলে গঙ্গা নির্গত হয়েছে। এখন এ হলো জ্ঞানের কথা। এমনও নয় যে, অর্জুন তীর নিষ্ক্ষেপ করেছে আর গঙ্গা আবির্ভূত হয়েছে। কত দূরে-দূরে তীর্থ করতে যায়। কথিত আছে, শঙ্করের জটা থেকে গঙ্গা আবির্ভূত হয়েছে, যাতে স্নান করলে মানুষ পরী হয়ে যায়। মানুষ থেকে দেবতা হওয়া, এও তো পরীরই অনুরূপ, তাই না।

বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে বাবার-ই পরিচয় দিতে হবে তাই বাবা এই চিত্র তৈরী করেছেন। ত্রিমূর্তি শিবের চিত্রের মধ্যেই সমগ্র নলেজ রয়েছে। ওদের (লৌকিক) ত্রিমূর্তির চিত্রে শুধু জ্ঞানদাতার(শিবের) চিত্র নেই। জ্ঞান গ্রহনকারীর চিত্র রয়েছে।

তোমরা এখন ত্রিমূর্তি শিবের চিত্র উপর বোঝাও। উপরে হলেন জ্ঞানদাতা (শিব)। ব্রহ্মা ঐনার থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করেন, পরে তিনি তা বিস্তৃত করেন। ঐনাকেই বলা হয় ঈশ্বরের ধর্ম স্থাপনের যন্ত্র। এই দেবী-দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখ প্রদান করে। বাচ্চারা, তোমরা এখন নিজেদের সত্য ধর্মের পরিচয় পেয়েছ। তোমরা জানো, আমাদের ভগবান পড়ান। তোমরা কত খুশী হও। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের তো খুশীর সমুদ্রের কূল-কিনারা পাওয়া উচিত নয় কারণ তোমাদের স্বয়ং ভগবান পড়ান। ভগবান হলেন নিরাকার শিব, কৃষ্ণ নয়। বাবা বসে বোঝান যে, সকলের সঙ্গতিদাতা একজনই। সঙ্গতি সত্যযুগকে বলা হয়, দুর্গতি কলিযুগকে বলা হয়। নতুন দুনিয়াকে নতুন, পুরানো দুনিয়াকে পুরানোই বলা হবে। মানুষ মনে করে যে, এখনও দুনিয়া পুরানো হতে ৪০ হাজার বছর লাগবে। কত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পিতা ব্যতীত এইসমস্ত কথা আর কেউ বোঝাতে পারে না। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে রাজ্য-ভাগ্য দিয়ে, বাকী সকলকে ঘরে নিয়ে যাই। যে আমার মতাদর্শনুসারে চলে, সে দেবতা হয়ে যায়। বাচ্চারা, এইসমস্ত কথা কেবল তোমরাই জানো, নতুন কেউ কী আর বুঝবে !

তোমাদের অর্থাৎ মালীদের কর্তব্য হলো বাগিচা তৈরী করা। উদ্যানপালক তো ডায়রেকশন দেন। এমনও নয় যে, বাবা কোনো নতুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে জ্ঞান দেবেন। এই কার্য মালীদের। মনে কর, বাবা কলকাতায় গেছেন তখন বাচ্চারা মনে করে, আমরা নিজেদের অফিসারকে, অমুক মিত্রকে বাবার কাছে নিয়ে যাবো। বাবা বলেন, তারা তো কিছুই বুঝবে না। যেন নির্বোধ-কে সম্মুখে নিয়ে এসে বসানো হয়েছে, তাই বাবা বলেন, নতুনদের এখন বাবার সম্মুখে এনো না। এ তো তোমাদের অর্থাৎ মালীদের কার্য, উদ্যানপালকের নয়। মালীদের কার্য হলো বাগিচা তৈরী করা বা দেখ-ভাল করা। বাবা ডায়রেকশন দেন -- এমন-এমনভাবে করো তাই বাবা কখনো নতুনদের সঙ্গে দেখা করেন না। কিন্তু কখনো-কখনো (তারা) অতিথি হয়ে ঘরে চলে আসে আর বলে, দর্শন করবো। আপনি আমাদের (বাবার সঙ্গে) কেন দেখা করতে দিচ্ছেন না ? শঙ্করাচার্যাদির কাছে কত (মানুষ) যায়। আজকাল শঙ্করাচার্যের অনেক মহিমা। তিনি শিক্ষিত, কিন্তু তথাপি জন্ম তো বিকারের মাধ্যমেই হয়, তাই না। (মন্দিরের) ট্রাস্টীরা যেকোনো কাউকেই গদিতে বসিয়ে দেয়। সকলেরই নিজ-নিজ মতামত আছে। বাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদেরকে নিজের পরিচয় দেন, আমি প্রতি কল্পে এই পুরানো শরীরেই আসি। ইনিও নিজের জন্মকে জানেন না। শাস্ত্রে তো কল্পের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ এতবার জন্ম নিতে পারে না, পুনরায় জানোয়ারাদিরও যোনী মিলিয়ে ৮৪ লক্ষ করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ যা-ই শোনে তাতেই সত্য-সত্য করতে থাকে। শাস্ত্রে যেসব কথা রয়েছে তা ভক্তিমার্গের। কলকাতায় দেবীদের অত্যন্ত সুশোভিত, সুন্দর মূর্তি তৈরী করা হয়, সুসজ্জিত করা হয়। পুনরায় তাঁদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এরাও তো পুতুল-পূজা করা সেই বাচ্চাই হয়ে গেলো, তাই না। সম্পূর্ণ ইনোসেন্ট। তোমরা জানো যে, এ হলো নরক। স্বর্গে তো অগাধ সুখ ছিল। এখনও কেউ মারা গেলে, তখন বলা হয় অমুকে স্বর্গে গেছে, তাহলে অবশ্যই কোনো সময় স্বর্গ ছিল, এখন নেই। নরকের পর পুনরায় স্বর্গ অবশ্যই আসবে। এই কথাও তোমরা জানো। মানুষ তো এর সামান্যতমও জানে না। তাহলে নতুন কেউ বাবার সম্মুখে বসে কী করবে? তাই মালী চাই যারা পুরোপুরি দেখাশোনা(যন্ত্র) করবে। এখানে তো মালীও চাই অনেক-অনেক। মেডিকেল কলেজে যদি নতুন কেউ গিয়ে বসে তখন সে কিছুই বুঝতে পারবে না। এই নলেজও নতুন। বাবা বলেন, আমি এসেছি সকলকে পবিত্র করতে। আমাকে স্মরণ কর তবেই পবিত্র হয়ে যাবে। এইসময় সকলেই হলো তমোপ্রধান আত্মা, তবেই তো বলে যে, আত্মাই পরমাত্মা, সকলের মধ্যেই পরমাত্মা বিরাজমান। তাই বাবা এদের কাছে বসে কী মাথা কুটে, না তা করবে না। এ তো তোমাদের অর্থাৎ মালীদের কার্য -- কাঁটা থেকে ফুলে পরিনত করা।

তোমরা জানো যে, ভক্তি হলো রাত, জ্ঞান হলো দিন। গায়নও করা হয় -- ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। যখন প্রজাপতি ব্রহ্মার, তখন (তাঁর) বাচ্চারাও তো থাকবে, তাই না। কারণ এতটুকুও বুদ্ধি নেই যে জিজ্ঞাসা করে, এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে, এদের ব্রহ্মা কে ? আরে! প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো বিখ্যাত, ঐনার দ্বারাই ব্রাহ্মণধর্ম স্থাপিত হয়। বলাও তো হয় যে, ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ। বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ব্রাহ্মণ বানিয়ে পুনরায় দেবতায় পরিনত করেন।

যে নতুন-নতুন পয়েন্টস্ বেরোয়, বাচ্চাদের তা নিজেদের কাছে নোট করে রাখার শখ থাকা উচিত। যে বাচ্চারা ভালভাবে বোঝে, তাদের নোট করে রাখার শখ অতিমাত্রায় থাকে। কারণ এত পয়েন্টস্ স্মরণে রাখা মুশকিল। নোটস্ নিয়ে পুনরায় কাউকে বোঝাতেও হবে। এমন নয় যে, লিখে তা খাতাতেই পড়ে রইলো। যখন নতুন-নতুন পয়েন্টস্ প্রাপ্ত হতে থাকে তখন পুরানো পয়েন্টস্ খাতাতেই পড়ে থাকে। স্কুলেও যখন পড়তে যায়, তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও পূর্ব ক্লাসের বই পড়েই থাকে। যখন তোমরা বোঝাবে, তখন শেষে এটাও বোঝাবে যে, 'মন্মানভব'। বাবাকে আর সৃষ্টি-চক্রকে স্মরণ কর। মুখ্য কথা

হলো, মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ কর, একেই যোগাল্লি বলা হয়। ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর, আর মানুষ হলো শাস্ত্রের সাগর। বাবা কোনো শাস্ত্রের কথা শোনান না, তিনিও যদি শাস্ত্রের কথাই শোনাবেন তবে ভগবান আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি রইলো ? বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে এই ভক্তিমাগীয়া শাস্ত্রের সারমর্ম বোঝাই।

ওরা অর্থাৎ যারা মুরলী (বীণ) বাজিয়ে সাপ ধরে তারা ওদের(সাপ) দাঁত উপড়ে ফেলে। বাবাও তোমাদেরকে বিষ পান করা থেকে বিরত করেন। এই বিষের জন্যই মানুষ পতিত হয়ে গেছে। বাবা বলেন, এগুলোকে (বিষ) পরিত্যাগ কর, তাও ত্যাগ করে না। বাবা গৌরবর্ণে (সুন্দর) রূপান্তরিত করেন তথাপি অধঃপতনে গিয়ে মুখ কালো করে ফেলে। বাচ্চারা, বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞান-চিতায় বসাতে। জ্ঞান-চিতায় বসে তোমরা বিশ্বের মালিক, জগৎজীত হয়ে যাও। *আচ্ছা !*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সদা যেন এই খুশী থাকে যে, আমরা সত্য ধর্মের স্থাপনায় নিমিত্ত হয়েছি। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের পড়ান। আমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখ প্রদান করে।

২) মালী হয়ে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণরূপে লালন-পালন করে তবেই বাবার কাছে নিয়ে যেতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে।

বরদান:- প্রতিটি শক্তিকে কার্য-ব্যবহারে প্রয়োগ করে শক্তিবর্ধনকারী শ্রেষ্ঠ ধনবান বা সুবিবেচক ভব*

ব্যাখ্যা :- সুবিবেচক বাচ্চা, প্রতিটি শক্তিকে কার্য-ব্যবহারে প্রয়োগ করার বিধি জানে। যারা যতখানি শক্তি কার্য-ব্যবহারে প্রয়োগ করে, তাদের সেই শক্তি ততখানি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহলে এমন ঈশ্বরীয় বাজেট তৈরী কর যাতে বিশ্বের প্রতিটি আত্মা তোমাদের দ্বারা কিছু না কিছু প্রাপ্ত করে তোমাদের গুণকীর্তন করে। সকলকেই কিছু না কিছু দিতেই হবে। হয় মুক্তি দাও, না হয় জীবনমুক্তি দাও। ঈশ্বরীয় বাজেট তৈরী করে সর্বশক্তিগুলিকে সুরক্ষিত করে জমা করো আর জমাকৃত শক্তি দ্বারা সর্ব আত্মাদের নিঃস্বতা থেকে, দুঃখ-অশান্তি থেকে মুক্ত করো।

স্লোগান:- শুদ্ধ সঙ্কল্পকে নিজের জীবনের মূল্যবান সম্পদ করে নাও, তাহলেই ঐশ্বর্যশালী হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এতকাল যা কিছুই পড়েছো, তা ভুলে যাও, জীবন্মুত হওয়া অর্থাৎ সবকিছু ভুলে যাওয়া, পূর্বের কোনো কিছুই যেন স্মরণে না থাকে"

প্রশ্নঃ - যে সম্পূর্ণ জীবন্মুত হয়নি, তার নিদর্শন কি ?

উত্তরঃ - সে বাবার সাথে তর্ক করতে থাকবে । শাস্ত্রের উদাহরণ দিতে থাকবে । আর যে সম্পূর্ণ জীবন্মুত হবে, সে বলবে, বাবা যা শোনান, তাই সত্য । আমি অর্ধেক কল্প যা শুনেছি তা মিথ্যাই ছিলো, তাই তা আর মুখেও আনবো না । বাবা বলেছেন -- কোনো খারাপ কথা শুনো না

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে, তোমরা যখন সকলকে শান্তিতে বসাও, যাকে নির্ণা বা মেডিটেশন নামে বলা হয়, তখন তোমাদের এই ড্রিল করানো হয় । বাবা এখন বসে তাঁর আত্মা রূপী সন্তানদের বোঝাচ্ছেন যে, যারা সম্পূর্ণ জীবন্মুত হয়েছে, যারা বলে, আমরা সম্পূর্ণ জীবন্মুত হয়েছি, যেমন মানুষ যখন মারা যায়, তখন সবকিছুই ভুলে যায়, কেবল সংস্কার থেকে যায় । তোমরাও এখন বাবার হয়ে দুনিয়ার থেকে মৃত হয়ে গেছো । বাবা বলেন যে, তোমাদের মধ্যে ভক্তির সংস্কার ছিলো, এখন সেই সংস্কার পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই তোমরা তো জীবন্মুত হচ্ছে, তাই না । মারা গেলে মানুষ তাদের পূর্বের পড়া সমস্তকিছুই ভুলে যায় তারপর পরের জন্মে নতুন করে পড়তে হয় । বাবাও বলেন, তোমরা যা কিছুই পড়েছো, তা ভুলে যাও । তোমরা তো বাবার হয়েছো, তাই না । আমি তো তোমাদের নতুন কথা শোনাই । তাই তোমরা এখন বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ, জপ, তপ আদি এই সব কথা ভুলে যাও, তাই তো বলা হয়েছে -- কোনো খারাপ কথা শুনো না..... । বাচ্চারা, এ সবই তোমাদের জন্য । কেউ হয়তো অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছে, সম্পূর্ণ জীবন্মুত হয়নি, তারা অনেক অপ্রয়োজনীয় তর্ক করবে । আর যারা জীবন্মুত হয়েছে, তারা কখনো তর্ক করবে না । তারা বলবে, বাবা যা কিছুই শুনিয়েছেন, তাই সত্য, বাকি অন্য কথা আমরা মুখে কেন আনবো ? বাবা বলেন, এ সব কথা মুখেও এনো না । কোনো খারাপ কথা শুনো না । বাবা নির্দেশ দিয়েছেন -- তোমরা অন্য কোনো কিছুই শুনো না । তোমরা বোলো, এখন আমরা স্ত্রানের সাগরের সন্তান হয়েছি তাই ভক্তির কথা কেন স্মরণ করবো । আমরা এক ভগবানকেই স্মরণ করি । বাবা বলেছেন - তোমরা ভক্তিমার্গকে ভুলে যাও । আমি তোমাদের এই সহজ কথা শোনাই যে, তোমরা বীজ রূপী আমাকে স্মরণ করো তাহলে সম্পূর্ণ বৃক্ষ তোমাদের বুদ্ধিতে এসে যাবে । তোমাদের মূখ্য হলো গীতা । গীতাতেই ভগবান সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দিয়েছেন । এ হলো এখন নতুন কথা । নতুন কোনো কথায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয় । এ হলো খুবই সহজ কথা । সবথেকে বড় কথা হলো স্মরণ করার । প্রতি মুহূর্তে তোমাদের বলতে হয় যে -- "মন্মনাভব" (মন আমাতে লাগাও) । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, এই হলো গুহ্য কথা, এতেই বিদ্বান আসে । এমন অনেক বাচ্চা আছে, যারা সম্পূর্ণ দিনে দু মিনিটও স্মরণ করে না । বাবার হয়েও ভালো কর্ম না করলে, স্মরণও যদি না করে, তাহলে বিকর্ম করতে থাকে । বুদ্ধিতে না ধারণ হলে বলা হবে, এ বাবার আশ্রয়ের অনাদর হলো, পড়তেও পারবে না আর সেই শক্তিও পাবে না । জাগতিক পড়াতেও তো শক্তি পাওয়া যায়, তাই না । পড়া হলো উপার্জনের উৎস । এতে শরীর নির্বাহ হলেও তাও অল্পকালের জন্য । কেউ যদি জাগতিক পড়া পড়তে পড়তে মারাও যায়, তাহলে সেই পড়া তো সাথে করে নিয়ে যায়ই না । পরের জন্মে আবার নতুন করে পড়তে হয় । এখানে তো তোমরা যতো পড়বে, তা সাথে করে নিয়ে যাবে কেননা, তোমরা পরের জন্মে তার প্রালব্ধ ভোগ করো । বাকি তো ওই সবই হলো ভক্তি মার্গ । কি কি জিনিস আছে, তা কেউই জানে না । আত্মাদের পিতা তো তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বসিয়ে স্ত্রান দেন । এই একবারই বাবা অর্থাৎ সুপ্রীম আত্মা এসে আত্মাদের এই স্ত্রান দান করেন, যেই স্ত্রানে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । ভক্তি মার্গে স্বর্গ হয়ই না । তোমরা এখন সেই প্রভুর হয়ে গেছো । বাচ্চারা, মায়া অনেকবার তোমাদের অনাথ বানিয়ে দেয়, তোমরা ছোটো - ছোটো কথায়ও নিজেদের মধ্যে লড়াই করো । বাবার স্মরণে যদি তোমরা না থাকো, তাহলে তো অনাথ হয়ে গেলে, তাই না । অনাথ হয়ে গেলে তোমরা অবশ্যই কোনো পাপ কর্ম করে ফেলবে । বাবা বলেন, তোমরা আমার হয়ে আমার বদনাম করো না । একে অপরের সঙ্গে খুব ভালোবেসে চলতে থাকো, তোমরা উল্টোপাল্টা কথা বোলো না ।

বাবাকে এমন অনেক অহল্যা, কুন্ডা, ভিলনীদেব উদ্ধার করতে হয় । বলা হয় - ভগবান রাম ভিলনীর ঐটো খেয়েছিলেন । এখন এমনভাবে ভিলনীর ঐটো কি খেতে পারেন ? ভিলনী থেকে যখন ব্রাহ্মণ হয়ে যায়, তখন কেন খাবেন না ? তাই তো

ব্রহ্মা ভোজনের এতো মহিমা । শিববাবা তো আর খাবেন না । তিনি তো অভোক্তা । বাকি এই রথ (দেহ) তো খানই । বাচ্চারা, তোমাদের কারোর সঙ্গে তর্ক করার কোনো প্রয়োজন নেই । সর্বদাই নিজেকে সুরক্ষিত রাখা উচিত । শিববাবা বলেন - সমান্য দুই অক্ষরই তোমরা বলো । শিববাবাকেই রুদ্র বলা হয় । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞেই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো, তাই রুদ্র তো ভগবানই হলো, তাই না । কৃষ্ণকে তো রুদ্র বলা হবে না । বিনাশও কৃষ্ণ করান না, বাবাই স্থাপনা, বিনাশ এবং পালনা করান । তিনি নিজে কিছুই করেন না, তা না হলে তাঁর দোষ হয়ে যাবে । তিনি হলেন সর্বময় কর্তা । বাবা বলেন যে, আমি কখনো বলি না যে বিনাশ করো । এ সবই এই নাটকে নিহিত আছে । শঙ্কর কিছু করে কি ? কিছুই না । এ কেবল মহিমাই আছে যে, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ । বাকি বিনাশ তো ওরা নিজেরাই করছে । এ হলো অনাদি বানানো এক ড্রামা, যা তোমাদের বোঝানো হয় । রচয়িতা বাবাকেই সবাই ভুলে গেছে । সবাই বলে যে, গড ফাদার হলেন রচয়িতা, কিন্তু তাঁকে কেউই জানে না । সবাই মনে করে যে, তিনি এই দুনিয়ার সৃষ্টি করেন । বাবা বলেন যে, আমি সৃষ্টি করি না, আমি এর পরিবর্তন করি । আমি কলিযুগকে সত্যযুগে পরিবর্তন করি । আমি এই সঙ্গম যুগেই আসি, যার জন্য মহিমা আছে যে -- সুপ্রীম শুভ লক্ষণযুক্ত পবিত্র যুগ । ভগবান হলেন কল্যাণকারী, তিনি সকলের কল্যাণ করেন, কিন্তু কিভাবে আর কি কল্যাণ তিনি করেন, এসব মানুষ কিছুই জানে না । ইংরাজীতে বলা হয় লিবরেটর, গাইড, কিন্তু এর অর্থ বোঝেই না । ওরা বলে থাকে, ভক্তি করলে ভগবানকে পাওয়া যাবে, সদগতি হবে । সকলের সদগতি তো কোনো মানুষই করতে পারে না । তা না হলে পরমাত্মাকে পতিত পাবন, সকলের সদগতিদাতা, এমন মহিমা কেন করা হয় ? বাবাকে কেউই জানে না, সকলেই অনাথ । সকলেই বাবার থেকে বিপরীত বুদ্ধি । বাবা এখন কি করবেন । বাবা তো নিজেই মালিক । তাঁর শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয় । বাবা বলেন, আমি ভক্তদের ফল দিতেই আসি । আমি আসি এই ভারতেই । এখানে আসার জন্য আমার শরীর তো অবশ্যই চাই, তাই না । প্রেরণাতে তো কিছুই হবে না । আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে ঐর মুখের দ্বারা তোমাদের জ্ঞান দান করি । গোমুখের কথা তো নয় । এ তো এই মুখেরই কথা । মুখ তো মানুষের চাই, নাকি জানোয়ারের ? মানুষের বুদ্ধি এতটুকুও কাজ করে না । অন্যদিকে ভাগীরথকে দেখানো হয়, সে কিভাবে আর কখন আসে, এ কথা কেউ সামান্যতমও জানে না । তাই বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, তোমরা তো জীবন্মৃত হয়েছো তাই ভক্তি মার্গকে একদম ভুলে যাও । শিব ভগবান উবাচঃ হলো - তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । আমিই হলাম পতিত পাবন । তোমরা যখন পবিত্র হয়ে যাবে, তখন আমি সবাইকে নিয়ে যাবো । এই খবর তোমরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দাও । বাবা বলেন যে - তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । বিনাশ তো সামনে উপস্থিত । তোমরা ডেকেও থাকো, হে পতিত পাবন, এসো, পতিতকে পবিত্র বানাও, রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করে রাম রাজ্য স্থাপন করো । ওরা সকলে নিজেদের - নিজেদের জন্য চেষ্টা করে । বাবা তো বলেন, আমি এসে সকলের মুক্তি প্রদান করি । সকলেই এখন পাঁচ বিকার রূপী রাবণের জেলে পড়ে আছে, আমি সকলেরই সদগতি করাই । আমাকে বলাও হয় দুঃখহর্তা আর সুখকর্তা । এই রামরাজ্য তো অবশ্যই নতুন দুনিয়াতেই হবে ।

তোমাদের অর্থাৎ পাণ্ডবদের এখন হলো প্রীত বুদ্ধি । কারোর কারোর তো তৎক্ষণাৎ প্রীত বুদ্ধি হয়ে যায় । কারোর কারোর আবার ধীরে ধীরে হয় । কেউ তো আবার বলে, ব্যস আমি সবকিছুই বাবাকে সমর্পণ করছি । ওই একজন ছাড়া আর কেউই তো নেই । এক ভগবানই সকলের অবলম্বন । এ কতো সহজ থেকে সহজ কথা । বাবাকে স্মরণ করো, আর চক্রকে স্মরণ করো তাহলে চক্রবর্তী রাজা - রানী হয়ে যাবে । এই স্কুল হলো বিশ্বের মালিক হওয়ার, তাই তো চক্রবর্তী রাজা নাম হয়েছে । চক্রকে জানলেই চক্রবর্তী রাজা হওয়া যায় । এ কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । বাকি কোনো তর্কই করবে না তোমরা । বলো, তোমরা ভক্তিমার্গের সব কথা ছাড়ো । বাবা বলেন, তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো । মূল কথাই হলো এটা । যারা তীব্র পুরুষার্থী হয়, তারা খুব জোর এই পড়ায় লেগে যায়, যার এই পড়ার শখ থাকে সে ভোরবেলা উঠে এই পাঠ পড়তে থাকে । ভক্তি যারা করে তারাও ভোরবেলাই ওঠে । কতো মানুষ চূড়ান্ত ভক্তি করে, যখন শির কাটতে উদ্যত হয়, তখনই সাক্ষাৎকার হয় । বাবা তো এখানে বলেন, এই সাক্ষাৎকারও ক্ষতিকারক । সাক্ষাৎকারে গেলে পড়া আর যোগ দুইই বন্ধ হয়ে যায় । এতে সময় নষ্ট হয়ে যায়, তাই ধ্যান ইত্যাদির শখ তো রাখাই উচিত নয় । এও এক মারাত্মক রোগ, যাতে মায়া প্রবেশ করে । *লড়াইয়ের সময় যেমন খবর শোনানো হয়, তো মাঝে মাঝে কিছু খারাপ করে দেওয়া হয়, যাতে শুনতে না পাওয়া যায় । মায়াও অনেকের সামনে বিঘ্ন এনে উপস্থিত করে । বাবাকে স্মরণ করতেই দেয় না । তখন বোঝা যায় যে, এর ভাগ্যে বিঘ্ন আছে । দেখা হয়, মায়া তো প্রবেশ করেনি ?* বেকায়দাতে কিছু বলে দেয়নি তো, তাহলে বাবা চট করে নীচে নামিয়ে দেবে । অনেক মানুষই বলে - আমাদের যদি সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে এইসব ধন - সম্পদ ইত্যাদি আমরা আপনাকে দিয়ে দেবো । বাবা বলেন, এসব তোমরা নিজেদের কাছেই রাখো । ভগবানের, তোমাদের অর্থের কি প্রয়োজন ? বাবা তো জানেনই যে, এই পুরানো দুনিয়াতে যা কিছুই আছে, সবই ভস্ম হয়ে

যাবে। বাবা এসব নিয়ে কি করবেন? বাবার কাছে তো বিন্দু - বিন্দু করে পুকুর তৈরী হয়ে যায়। তোমরা বাবার নির্দেশে চলো, হাসপিটাল আর ইউনিভার্সিটি খোলো, যেখানে যে কেউ এসে এই বিশ্বের মালিক হতে পারে। তোমাদের তিন পদ জমিতে বসে মানুষকে নর থেকে নারায়ণ বানাতে হবে কিন্তু এই তিন পদ পৃথিবীও পাওয়া যায় না। বাবা বলেন, আমি তোমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বলে দিই। এই শাস্ত্র হলো সমস্ত ভক্তিমার্গের। বাবা এর কোনো নিন্দা করেন না। এই খেলা তো বানানোই আছে। এ কেবল বোঝানোর জন্য বলা হয়। এ তো সেই খেলাই, তাই না। এই খেলার আমরা নিন্দা করতে পারি না। আমরা বলি জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, তো ওরা তখন চন্দ্রমা ইত্যাদিতে গিয়ে খুঁজতে থাকে। ওখানে কোনো রাজস্ব রাখা আছে কি? জাপানীরা সূর্যকে মেনে থাকে। আমরা বলি সূর্যবংশী, ওরা আবার সূর্যকে বসে পূজা করে, সূর্যকে জল দান করে। বাবা তাই বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে, কোনো বিষয়ে খুব বেশী তর্ক করবে না। একটি কথাই তোমরা শোনাও, বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে। এখন এই রাবণ রাজ্যে সকলেই পতিত কিন্তু নিজেকে কেউই পতিত বলে মানেই না।

বাচ্চারা, তোমাদের *এক চোখে শান্তিধাম আর এক চোখে সুখধাম, বাকি এই দুঃখধামকে তোমরা ভুলে যাও*। তোমরা হলে *চৈতন্য লাইট হাউস*। এখন প্রদর্শনীতেও নাম রাখা হয় --- ভারত, দ্য লাইট হাউস ----- কিন্তু এ কেউ কি বুঝবে? তোমরা তো এখন লাইট হাউস, তাই না। পোর্টে লাইট হাউস স্টিমারকে পথ বলে দেয়। তোমরাও সকলকে মুক্তি আর জীবনমুক্তিধামের পথ বলে দাও। কেউ যখন প্রদর্শনীতে আসবে তখন খুব ভালোবেসে বলো -- গড ফাদার তো সকলেরই এক, তাই না। গড ফাদার অথবা পরমপিতা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে অবশ্যই তো মুখের দ্বারা বলবেন, তাই না। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, আমরা সব ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের জাগতিক ব্রাহ্মণরাও মহিমা করে --- ব্রাহ্মণ দেবতায় নমঃ। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন এক বাবা। তিনি বলেন, আমি তোমাদের উঁচুর থেকে উঁচু রাজযোগ শেখাই, যার দ্বারা তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। সেই রাজস্ব তোমাদের থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই বিশ্বের উপর ভারতেরই রাজস্ব ছিলো। ভারতের কতো মহিমা। তোমরা এখন জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে এই রাজ্য স্থাপন করছি। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) তীর পুরুষার্থী হওয়ার জন্য এই আধ্যাত্মিক পাঠের শখ রাখতে হবে। ভোরবেলা উঠে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। সাক্ষাৎকারের আশা রাখবে না, এতেও সময় নষ্ট হয়।

২) শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে, এই দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। কারোর সঙ্গে তর্ক করবে না, প্রেমের সঙ্গে মুক্তি আর জীবনমুক্তিধামের পথ বলে দিতে হবে।

বরদান:- নিমিত্ত ভাবের দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী ভব*
নিমিত্ত ভাব -- সেবাতে শীঘ্রই সফলতা প্রাপ্ত করায়। নিমিত্ত ভাব নেই তো সফলতাও নেই। শ্রেষ্ঠ সেবাধারী অর্থাৎ বাবার প্রতি পদে পদে চলা। প্রতিটি কদম শ্রেষ্ঠ মতে শ্রেষ্ঠ বানানো। যতই সেবাতে বা নিজের ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যায়, ততই সমর্থ হয়, আর সমর্থ আত্মা প্রতি পদে সফলতা প্রাপ্ত করে। সেই শ্রেষ্ঠ সেবাধারী, যে স্বয়ং সদা উৎসাহ - উদ্দীপনাত্মক থাকে আর অন্যদেরও উৎসাহ - উদ্দীপনা প্রাপ্ত করায়।

স্লোগান:- ঈশ্বরীয় সেবাতে নিজেকে অফার করো, তো শুভেচ্ছা অর্জন করতে থাকবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - পাস উইথ অনার হতে চাইলে বুদ্ধিযোগ যেন একটুও অন্যদিকে বিচলিত না হয়, কেবল বাবার স্মরণ থাকে, দেহকে যারা স্মরণ করবে তারা কখনোই ভালো পদ পাবে না"

প্রশ্ন:- সবথেকে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য কোনটি?

উত্তর:- আত্মা জীবিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে কেবল বাবার হয়ে যাবে, অন্য কারোর কথা স্মরণ করবে না, দেহ-অভিমান একেবারে চলে যাবে - এটাই হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। অবিরাম দেহী-অভিমानी অবস্থায় থাকাই সর্বোত্তম লক্ষ্য। এর দ্বারা-ই কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে।

গীত:- তুমি তো প্রেমের সাগর ...

ওম্ শান্তি। এই গীতটি তো সঠিক নয়। প্রেমের পরিবর্তে ভালোবাসার সাগর বলা উচিত। প্রেমের কলসী বলে কিছু হয়না। গঙ্গা জলের কলসী বলা হয়। ওগুলো সব ভক্তিমার্গের গুণগান। এখন ওগুলো হলো সঠিক, ওগুলো সব বৈঠক। সর্বোপরি বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। বাচ্চাদের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানও থাকে তবে তারা অনেক ভালো পদ প্রাপ্ত করবে। বাচ্চারা জানে যে এখন আমরা বাস্তবে চৈতন্য দিলওয়াড়া মন্দিরে রয়েছি। ওই দিলবড়া মন্দির তো জড় পদার্থ। এটা হলো চৈতন্য দিলবড়া মন্দির। এটাও কত আশ্চর্যজনক, তাই না? যেখানে জড় রূপে স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, সেখানেই চৈতন্য রূপে তোমরা এসে বসবাস করছ। কিন্তু মানুষ তো কিছুই বোঝে না। ভবিষ্যতে বুঝবে যে বাস্তবে এটাই হলো গড ফাদারের ইউনিভার্সিটি যেখানে স্বয়ং ভগবান এসে শিক্ষা দেন। এর থেকে বড় ইউনিভার্সিটি কোথাও নেই। এটাও মানুষ বুঝবে যে বাস্তবে এটাই হলো চৈতন্য দিলওয়াড়া মন্দির। এই দিলবড়া মন্দির তোমাদের যথায় যথায় স্মৃতিচিহ্ন। ওপরে ছাদে রয়েছে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশীরা আর নীচে আদিদেব, আদিদেবী এবং তাদের সন্তানেরা বসে আছেন। এনার নাম হলো ব্রহ্মা। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা। যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন, তাহলে নিশ্চয়ই গোপ-গোপীরাও থাকবে। ওটা হলো জড় চিত্র। যারা অজীত হয়ে গেছে, তাদের চিত্র বানিয়েছে। কেউ মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি তৈরি করা হয়। কিন্তু এদের পজিশন, বায়োগ্রাফি সম্বন্ধে তো কেউই কিছু জানে না। অক্যুপেশন যদি না লেখা থাকে তবে সেই ছবি কোনো কাজের নয়। লেখা থাকলেই বোঝা যাবে যে অমুক ব্যক্তি এই-এই কর্তব্য করেছেন। কিন্তু এতো যে দেবী-দেবতার মন্দির রয়েছে, ওদের অক্যুপেশন আর বায়োগ্রাফি সম্বন্ধে তো কেউই কিছু জানে না। সর্বশ্রেষ্ঠ শিববাবাকেও কেউ জানে না। অজীতে মূখ্য ব্যক্তি কে কে ছিলেন? সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন ভগবান। যখন শিবরাত্রি পালন করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর অবতরণ হয়েছিল। কিন্তু কখন তাঁর অবতরণ হয়েছিল, তিনি এসে কোন কর্তব্য করেছিলেন - এইগুলো কেউই জানে না। শিববাবার সাথে ব্রহ্মাও রয়েছেন। আদিদেব এবং আদিদেবী কারা? ওদের এতগুলো হাত কেন দেখানো হয়েছে? কারন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা অনেক বৃদ্ধি হয়ে যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো একশোটা কিংবা হাজারটা হাত দেখানো হয়। বিষ্ণু কিংবা শঙ্করের ক্ষেত্রে এইরকম দেখানো হয় না। ব্রহ্মার ক্ষেত্রে কি বলা হয়? এই গোটা বংশটাই ব্রহ্মার। এখানে কোনো হাতের ব্যাপার নেই। হয়তো মানুষ বলে যে ব্রহ্মার হাজারটা হাত, কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। এখন তোমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছ যে ব্রহ্মার কতগুলো হাত রয়েছে। এই হাত গুলোকে বলা হয় সীমাহীন বাহু। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে সকলেই মানে, কিন্তু তাঁর অক্যুপেশন জানে না। আত্মার তো হাত থাকে না, হাত থাকে শরীরের। যেখানে এত কোটি কোটি ভাই রয়েছে, সেখানে তাঁর বাহু কতগুলো হওয়া উচিত? কিন্তু কেউ যখন ভালোভাবে জ্ঞান বুঝে যাবে, তখনই তাকে এই সমস্ত কথা বলা উচিত। প্রথম এবং মূখ্য বিষয় হলো - বাবা বলছেন, আমাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। কতো রকমের পয়েন্ট তিনি শোনান। সব পয়েন্ট তো মনে থাকে না। কেবল সারাংশটা বুদ্ধিতে রয়ে যায়। অস্তিমে সবকিছুর সারাংশ হয়ে যায় - মন্মনা ভব। কৃষ্ণকে তো জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। তিনি হলেন রচনা। কেবল বাবা-ই হলেন রচয়িতা। বাবা-ই সবাইকে উত্তরাধিকার দেবেন, ঘরে নিয়ে যাবেন। শান্তিধাম হলো বাবা এবং সকল আত্মার নিবাসস্থান। বিষ্ণুপুরীকে বাবার নিবাসস্থান বলা যাবে না। মূলবতনকেই নিবাসস্থান বলা হয় যেখানে আত্মারা নিবাস করে। বিচক্ষণ বাচ্চারা এইসব কথাগুলো ধারণ করতে পারবে। এতো জ্ঞান অন্য কারোর বুদ্ধিতে থাকবে না। এতো কিছু কাগজে লিখে রাখাও সম্ভব নয়। যদি এই মুরলি গুলোকে এক জায়গায় জমা করা হয় তবে এই হলের থেকেও বড় হয়ে যাবে। দুনিয়ার পড়াশুনাতেও কতো বই থাকে। একবার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সারাংশটা বুদ্ধিতে থেকে যায়। ব্যারিস্টারি পাস করলে এক জন্মের জন্য ক্ষণিকের সুখ প্রাপ্ত হয়। ওটা বিনাশী উপার্জন। তোমাদেরকে এই বাবা এখন ভবিষ্যতের জন্য অবিনাশী উপার্জন করচ্ছেন। এছাড়া যত গুরু-গোসাই রয়েছে, তারা সকলেই বিনাশী

উপার্জন করায়। যত বিনাশের সময় এগিয়ে আসছে, ওদের উপার্জন কমছে। তোমরা হয়তো বলবে যে ওদের উপার্জন তো বাড়ছে। কিন্তু না, এই সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে। আগে রাজাদের রাজত্ব ছিল। এখন তো সেটাও নেই। তোমাদের উপার্জন তো অনেক সময় ধরে সঞ্চিত থাকে। তোমরা জানো যে এটা পূর্ব-নির্মিত নাটক যেটাকে দুনিয়ার কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুসারে ধারণা হয়ে থাকে। কেউ কেউ একেবারে কিছুই বোঝাতে পারে না। অনেকে বলে - আমি আমার আত্মীয়-বন্ধুদেরকে বোঝাই। কিন্তু সেটা তো অল্প সময়ের ব্যাপার। অন্যান্য প্রদর্শনীতে বোঝাও না কেন? নিশ্চয়ই ঠিকঠাক ধারণ করতে পারোনি। নিজেকে বিশাল বড় কেউকেটা মনে করা উচিত নয়। যদি সেবা করার রুচি থাকে, তবে যে ভালোভাবে বোঝাতে পারে তার কথা শুনতে হবে। বাবা তো উঁচু পদ দেওয়ার জন্যই এসেছেন। তাই পুরুষার্থও করতে হবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে শ্রীমৎ পালন করে না। তখন নিজের পদকেই খারাপ করে দেয়। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। ওখানে তো সকল প্রকার মানুষ থাকবে। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে কেউ ভালো প্রজা হবে, কেউ বা হয়তো অতটা ভালো হবে না। বাবা বলছেন- আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। দিলবড়া মন্দিরে তো রাজাদের ছবি রয়েছে। যে পূজনীয় হয়, সে-ই আবার পূজারী হয়ে যায়। রাজা-রানীর পদ মর্যাদা তো অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। তারপর যখন বামমার্গে চলে যায় তখনও রাজা কিংবা খুব ধনী ব্যক্তি থাকে। জগন্নাথের মন্দিরে সবার মুকুট দেখানো হয়েছে। প্রজাদের তো মুকুট থাকবে না। মুকুটধারী রাজাদেরকেও বিকারগ্রস্ত দেখানো হয়েছে। ওদের কাছে অনেক সুখ-সম্পদ থাকবে। হয়তো কারোর একটু কম থাকবে, কারোর একটু বেশি থাকবে। হীরার মহল আর রূপার মহলের মধ্যে তফাৎ তো আছেই। বাবা তো সর্বদাই ভালো পুরুষার্থ করে ভালো পদ পাওয়ার উপদেশ দেন। হয়তো রাজারা অধিক সুখ ভোগ করে, তবে ওখানে সকলেই সুখী থাকে। যেমন এখানে সকলেই দুঃখী। রোগ-অসুখ তো সকলেরই হয়। ওখানে সেইরকম সুখ আর সুখ। তবে পদ মর্যাদার ক্রম তো অবশ্যই থাকবে। বাবা তাই সর্বদাই বলেন - পুরুষার্থ করতে থাকো, গাফিলতি করো না। পুরুষার্থের দ্বারা-ই বোঝা যায় যে ড্রামা অনুসারে এর এতটাই সদগতি হবে। নিজের সদগতির জন্যই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। স্টুডেন্ট যদি টিচারের মতামত না শোনে তবে সেই স্টুডেন্ট কোনো কাজের নয়। সবকিছুই পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। সকলেই পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে রয়েছে। *যদি কেউ বলে যে আমি এটা করতে পারব না, তবে সে শিখবে কিভাবে? * শিক্ষা নিয়ে অন্যদের থেকে ইশিয়ার হতে হবে যাতে সবাই বলে যে ইনি খুব ভালো বোঝাতে পারেন। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হলো - জীবিত অবস্থায় কেবল বাবার হয়ে যাওয়া, কেবল বাবা ছাড়া অন্য কারোর কথা মনে আসবে না, দেহ-অভিমান চলে যাবে। সবকিছুই ভুলতে হবে। সম্পূর্ণ দেহী-অভিমानी অবস্থা হয়ে যাবে - এটাই হলো সর্বোত্তম লক্ষ্য। ওখানে তো আত্মারা অশরীরী অবস্থাতেই থাকবে। এখানে এসে দেহ ধারণ করে। এখন এই দেহতে থেকেও নিজেকে অশরীরী মনে করতে হবে। এটা খুবই কঠিন পরিশ্রম। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে কর্মাতীত অবস্থাতে থাকতে হবে। সাপেরও বুদ্ধি রয়েছে। সে তার পুরাতন খোলস ত্যাগ করে। সুতরাং তোমাদেরকে দেহ-অভিমান থেকে অনেক মুক্ত হতে হবে। মূল-বতনে তো তোমরা দেহী-অভিমानी অবস্থাতেই থাকো। এখানে দেহের মধ্যে থেকেও নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করতে হবে। দেহ-অভিমান যেন না থাকে। কত কঠিন পরীক্ষা। স্বয়ং ভগবানকে এসে শিক্ষা দিতে হয়। এইরকম তো কেউই বলবে না যে সকল দৈহিক সম্পর্ক ত্যাগ করে কেবল আমার হয়ে যাও, নিজেকে নিরাকার আত্মা রূপে অনুভব করো। কোনো বিষয়েই যেন অহং বোধ না থাকে। মায়া একে অপরের শরীরের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাই বাবা বলছেন- এই সাকার শরীরটাকেও স্মরণ করো না। বাবা বলছেন - তোমাদেরকে তো নিজের শরীরটাকেও ভুলতে হবে। কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এটা খুবই পরিশ্রমের ব্যাপার। মায়া ভালো ভালো বাচ্চাকেও নাম-রূপের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। এটা খুবই খারাপ সংস্কার। শরীরকে স্মরণ করা তো ভূতকে স্মরণ করার সমান। আমি কেবল শিববাবাকে স্মরণ করার উপদেশ দিচ্ছি, আর তোমরা ৫ ভূতকে স্মরণ করছো। দেহের প্রতি যেন একটুও আকর্ষণ না থাকে। ব্রাহ্মণীদের কাছ থেকে তো শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। না কি তার নাম রূপে আকৃষ্ট হওয়া উচিত? দেহী-অভিমानी হওয়াটাই পরিশ্রমের। *বাবার কাছে হয়তো অনেক বাচ্চাই চার্ট লিখে পাঠায়। কিন্তু বাবা সেইসব চার্ট বিশ্বাস করেন না। কেউ তো লেখে আমি কেবল শিববাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করিনা। কিন্তু বাবা জানেন বাচ্চারা একটু স্মরণ করে না। * স্মরণ করা খুবই পরিশ্রমের ব্যাপার। কোথায় কোথায় বাচ্চারা ফেসে যায়। দেহধারীকে স্মরণ করা মানে ৫ ভূতকে স্মরণ করা। এটাকেই ভূত পূজা বলা হয়। ভূতকে স্মরণ করতে থাকে। এখানে তো তোমাদেরকে কেবল শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। পূজা আচার কোনো ব্যাপার নেই। ভক্তির চিহ্নই তো আর থাকবে না। সুতরাং চিত্রকে স্মরণ করার কি দরকার? ওটাও তো মাটির জিনিস। বাবা বলছেন - এটাই ড্রামাতে হওয়ার ছিল। এখন তোমাদেরকে পুনরায় পূজারী থেকে পূজনীয় বানাচ্ছি। কেবল বাবা ছাড়া অন্য কোনো শরীরকে স্মরণ করো না। আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে পবিত্র শরীরও পাওয়া যাবে। এখন তো এই শরীরটা পবিত্র নয়। আত্মা যেভাবে সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো এবং তমো অবস্থা প্রাপ্ত করেছে, সেইরকম শরীরও পেয়েছে। এখন তোমরা আত্মারা হয়তো পবিত্র হচ্ছে, কিন্তু পবিত্র শরীর এখন পাওয়া যাবে না। এগুলো সব বোঝার বিষয়। তার বুদ্ধিতেই এইসব পয়েন্ট থাকবে যে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে অন্যকেও বোঝায়। আত্মাকেই

তো সত্যোপধান হতে হবে। সবথেকে পরিশ্রমের ব্যাপার হলো বাবাকে স্মরণ করা। কেউ কেউ তো একটুও স্মরণ করে না। পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য বুদ্ধিকে একেবারে অবিচল রাখতে হবে। কেবল বাবা-ই যেন স্মরণে থাকে। কিন্তু বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়। যত বেশি মানুষকে নিজের মতো বানাবে, তত ভালো পদ পাবে। *যারা শরীরকে স্মরণ করে, তারা কখনোই ভালো পদ পেতে পারে না। এখানে তো পাস উইথ অনার হতে হবে। পরিশ্রম না করলে ভালো পদ কিভাবে পাওয়া যাবে ? যারা শরীরকে স্মরণ করে, তারা পুরুষার্থ করতেই পারবে না।* বাবা বলছেন - যারা ভালো পুরুষার্থ করছে, তাদেরকে ফলো করো। এটাও তো পুরুষার্থ।

এই জ্ঞান বড়োই বিচিত্র। দুনিয়ার কেউই জানে না। এটা কেউই বুঝতে পারে না যে কিভাবে আত্মার পরিবর্তন হয়। এটা হলো গুপ্ত পরিশ্রম। বাবাও গুপ্ত। তোমরা কত সুন্দর ভাবে রাজস্ব পেয়ে যাও। কোনো লড়াই ঝগড়ার ব্যাপার নেই। কেবল জ্ঞান আর যোগ। আমরা কারোর সাথেই বিবাদ করি না। এখানে তো আত্মাকে পবিত্র বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। আত্মা যত পতিত হয়েছে, তত সে পতিত শরীর পেয়েছে। এখন আত্মাকে পবিত্র হয়ে ফিরতে হবে। খুবই পরিশ্রমের ব্যাপার। কারা কারা পুরুষার্থ করে সেটা তো বাবা বুঝতেই পারেন। এটা হলো শিববাবার ভান্ডার। তোমরা শিববাবার ভান্ডারে সেবা করছ। সেবা না করলে অতি তুচ্ছ পদ পাবে। বাবার কাছে সেবা করার জন্য এসেও কোনো সেবা না করলে কি ভালো পদ পাওয়া সম্ভব ? এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানে তো দাস-দাসী সব তৈরি হবে। এখন তোমরা রাবনকে পরাজিত করছো। এছাড়া কোনো লড়াইয়ের ব্যাপার-ই নেই। এইসব অতি গুহ্য বিষয়গুলোই এখানে বোঝানো হয়। তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজস্ব প্রাপ্ত করছো। তোমরা জানো যে আমরা আসলে শান্তিধামের নিবাসী। বাচ্চারা, তোমাদের তো এখন ওই সীমাহীন ঘরের কথাই স্মরণে আছে। এখানে তো আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করতে এসেছিলাম। এখন আবার নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছি। আত্মা কিভাবে ফেরত যায় সেটাও কেউ বোঝে না। ডামার প্ল্যান অনুসারে আত্মাদেরকে তো আসতেই হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কোনো দেহধারীর প্রতিই আকর্ষণ রাখা যাবে না। শরীরকে স্মরণ করা মানে ভূতকে স্মরণ করা। তাই কারোর নাম রূপে আটকে থাকা উচিত নয়। নিজের দেহকেও ভুলতে হবে।

২) ভবিষ্যতের জন্যে অবিনাশী উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে। বিচক্ষণ হয়ে জ্ঞানের পয়েন্টগুলো বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। বাবা যাকিছু বুঝিয়েছেন, সেটা নিজে বুঝে অন্যকেও বোঝাতে হবে।

বরদানঃ- সত্যতাপূর্ণ এবং পরিষ্কার হৃদয়ের ভিত্তিতে এক নম্বর স্থানাধিকারে সক্ষম দিলারামের পছন্দের সন্তান হও।* সত্যতাপূর্ণ বাচ্চাদেরকেই দিলারাম বাবা পছন্দ করেন। জাগতিক বুদ্ধি যদি নাও থাকে, কেবল সত্যতা পূর্ণ এবং পরিষ্কার হৃদয়ের দ্বারা-ই প্রথম স্থান অধিকার করতে পারবে। কারন বাবা তো এত বিশাল বুদ্ধি দিয়ে দেন যার দ্বারা রচয়িতাকে জেনে যাওয়ার মাধ্যমে রচনার আদি, মধ্য, অন্তকেও জানতে পেরে যায়। সুতরাং সত্যতা পূর্ণ এবং পরিষ্কার হৃদয়ের ভিত্তিতেই নম্বর দেওয়া হয়, সেবার ভিত্তিতে নয়। সত্যতা পূর্ণ হৃদয় নিয়ে সেবা করলে, সেই সেবা মানুষের অন্তরে পৌঁছায়। বুদ্ধিমান বাচ্চারা হয়তো সুনাম অর্জন করে, কিন্তু যাদের হৃদয় আছে, তারা আশীর্বাদ পায়।

স্লোগানঃ- সকলের প্রতি শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা রাখাই হলো সত্যিকারের পরোপকার।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন বিকারগুলি দান করো, তাহলে গ্রহণ মিটে যাবে এবং তমোপ্রধান দুনিয়া সতোপ্রধান হবে"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ কথায় কখনও বিরক্ত হওয়া উচিত নয়?

উত্তর:- তোমাদের নিজেদের জীবনের প্রতি কখনও বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ এই হীরে তুল্য জন্মের গায়ন আছে, এই জীবনের খেয়াল রাখতে হবে। সুস্থ সবল থাকলে তবেই তো নলেজ শুনতে পারবে। এখানে যত দিন বাঁচবে, উপার্জন হতে থাকবে, হিসেব-নিকেশ মিটেতে থাকবে।

গীত:- ওম্ নমঃ শিবায় ...

ওম্ শান্তি। আজ গুরুবার অর্থাৎ বৃহস্পতি বার। তোমরা বাচ্চারা বলবে সন্ধ্যার। কারণ সত্যযুগের স্থাপনাও করেন, সত্য নারায়ণের কাহিনীও শোনান প্রাক্টিক্যাল। নর থেকে নারায়ণ করেন। গায়নও আছে সর্বজনের সদগতি-দাতা, তারপরে বৃক্ষপতিও তিনি। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষকে, কল্প বৃক্ষও বলা হয়। কল্প-কল্প অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পরে আবার হুবহু রিপিট হয়। লৌকিক জগতেও বৃক্ষেরও রিপিট হয়, তাইনা। কোনো ফুল ৬ মাস ফোটার পর, মালিরা শিকড় রেখে দেয় পরে আবার লাগায় তখন ফুল ফোটে।

এবারে এই কথা তো বাচ্চারা জানে - বাবার জয়ন্তী অর্ধকল্প পালন করা হয়, অর্ধকল্প ভুলে থাকা হয়। ভক্তি মার্গে অর্ধকল্প স্মরণ করা হয়। বাবা কবে এসে গার্ডেন অফ ক্লাওয়ার স্থাপন করবেন? অনেক রকমের দশা হয় তাইনা। বৃহস্পতির দশাও হয়, অবরোহন কলার দশাও হয়। এই সময় ভারতে রাহুর গ্রহণ লেগে আছে। চন্দ্রে যখন গ্রহণ লাগে তখন আহ্বান করা হয় - দিলে দান মিটেবে গ্রহণ। এখন বাবাও বলেন - এই ৫ টি বিকারের দান করো তাহলে গ্রহণ মিটে যাবে। এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টির উপরে গ্রহণ লেগে আছে, ৫ ত্বের উপরেও গ্রহণ লেগে আছে। কারণ তমোপ্রধান হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিস অবশ্যই পুরানো হয়। নতুনকে সতোপ্রধান, পুরানোকে তমোপ্রধান বলা হয়। শিশুদের সতোপ্রধান মহাত্মাদের চেয়েও উচ্চ বলা হয়, কারণ তাদের বিকার থাকে না। ভক্তি তো সন্ন্যাসীগণ শৈশবেই করে। যেমন রামতীর্থ কৃষ্ণের পূজারী ছিলেন তারপরে যখন সন্ন্যাস নিলেন তখন পূজো অর্চনা শেষ হয়ে গেল। সৃষ্টিতে পবিত্রতার প্রয়োজন আছে। ভারত প্রথমে সবচেয়ে পবিত্র ছিল, তারপরে দেবতারা যখন বাম মার্গে গেলেন তখন ভূমিকম্প ইত্যাদিতে স্বর্গের সর্ব সামগ্রী, সোনার মহল ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যায় তারপরে নতুন করে আবার তৈরি হওয়া আরম্ভ হয়। ডিস্ট্রাকশন অবশ্যই হয়। উপদ্রব তখন হয় যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়, এইসময় সবাই হল পতিত। সত্যযুগে দেবতারা রাজত্ব করেন। অসুরদের এবং দেবতাদের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে, কিন্তু দেবতারা থাকেন সত্যযুগে। সেখানে যুদ্ধ হবে কিভাবে। সঙ্গমে তো দেবতারা নেই। তোমাদের নাম-ই হল পাণ্ডব। পাণ্ডব কৌরবদের মধ্যেও যুদ্ধ হয় না। এই সবই হল গল্প। খুব বিশাল এই বৃক্ষ। অসংখ্য পাতা আছে, সেসবের হিসেব করা সম্ভব নয়। সঙ্গমে দেবতারা নেই। বাবা বসে আত্মাদের বোঝান, আত্মা-ই শুনে মাথা নাড়ে। আমরা আত্মা, বাবা আমাদের পড়ান, এই কথাটি পাকা করতে হবে। বাবা আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করেন। আত্মাতে ই ভালো খারাপ সংস্কার থাকে তাইনা। আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা বলে বাবা আমাদের পড়ান। বাবা বলেন আমারও ইন্দ্রিয় চাই, যার দ্বারা বোঝাতে পারি। আত্মার খুশী অনুভব হয়। বাবা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসেন আমাদের জ্ঞান শোনাতে। তোমরা তো সামনে বসে আছো তাইনা। মধুবনের মহিমা আছে। আত্মাদের পিতা হলেন তিনি, সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। এখানে তোমাদের সামনে বসতে আনন্দ অনুভব হয়। কিন্তু এখানে সবাই তো থাকতে পারবে না। নিজের ব্যবসা কারখানা ইত্যাদিও দেখাশোনা করতে হবে। আত্মারা সাগরের কাছে আসে, ধারণ করে ফিরে গিয়ে অন্যদের শোনাতে হবে। তা নাহলে অন্যদের কল্যাণ করবে কিভাবে? যোগী ও জ্ঞানী আত্মাদের শখ থাকে আমরা গিয়ে অন্যদেরও বোঝাবো। শিব জয়ন্তী পালন হয় তাইনা। ভগবানুবাচ রয়েছে। ভগবানুবাচ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলা হবে না, তিনি তো হলেন দিব্য গুণধারী মানুষ। ডিটিজম বলা হয়। এবারে বাচ্চারা এই কথা তো বুঝেছে যে এখন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই, স্থাপন হচ্ছে। তোমরা এমন বলবে না যে আমরা এখন দেবী-দেবতা ধর্মের। না, এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ ধর্মের, দেবী-দেবতা ধর্মের হচ্ছে। দেবতাদের ছায়া এই পতিত সৃষ্টিতে পড়তে পারে না, এখানে দেবতারা আসতে পারেন না। তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া চাই। লক্ষ্মীর পূজো করার সময় ঘর দুয়ার খুব পরিষ্কার করতে হয়। এখন এই সৃষ্টির অনেক শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন আছে। সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। লক্ষ্মীর কাছে মানুষ ধন চায়। লক্ষ্মী ও জগদম্বার মধ্যে কে বড়? অম্বা মন্দিরও অনেক আছে। মানুষ কিছুই জানে না। তোমরা জানো লক্ষ্মী তো হলেন স্বর্গের মালিক এবং জগৎ অম্বা যাঁকে

সরস্বতী বলা হয়, তিনিই জগৎ অম্বা পরে তিনি ই হন লক্ষ্মী। তোমাদের পদ মর্যাদা উঁচুতে, দেবতাদের পদ কম। উঁচু থেকে উঁচু ব্রাহ্মণ শিখা তাইনা। তোমরা হলে সবচেয়ে উঁচুতে। তোমাদের মহিমা আছে - সরস্বতী, জগৎ অম্বা, তাঁদের কাছে কি প্রাপ্ত হয় ? সৃষ্টির বাদশাহী। সেখানে তোমরা বিত্তবান হও, বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত কর। তারপরে দরিদ্র হও, ভক্তিমার্গ শুরু হয়। তখন লক্ষ্মীকে স্মরণ কর। প্রতি বছর লক্ষ্মীর পূজাও হয়। লক্ষ্মীকে প্রতি বছর আহ্বান করা হয়, জগৎ অম্বাকে কেউ প্রতি বছর আহ্বান করে না। জগদম্বার তো সর্বদাই পূজা হতেই থাকে, যখন ইচ্ছে অম্বা মন্দিরে যায় সবাই। এখানেও যখন ইচ্ছে, জগৎ অম্বার সঙ্গে দেখা করতে পারো। তোমরাও হলে জগৎ অম্বা তাইনা। সবাইকে বিশ্বের মালিক হওয়ার পথ বলে দাও তোমরা। জগৎ অম্বার কাছে গিয়ে সবকিছু চায় মানুষ। লক্ষ্মীর কাছে শুধু ধন চায়। জগৎ অম্বার কাছে তো সর্ব কামনা রেখে দেয়, সুতরাং বর্তমানে সবচেয়ে উঁচু পদ মর্যাদা তোমাদেরই যখন তোমরা বাবার সন্তান হও। বাবা অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন।

এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, পরে হবে দৈবী সম্প্রদায়। এই সময় সর্ব মনস্কামনা ভবিষ্যতের জন্য পূরণ হয়। কামনা তো মানুষের থাকেই তাইনা। তোমাদের সর্ব কামনা পূরণ হয়। এই টি তো হল অসুরী দুনিয়া। কত সন্তান জন্ম হয় দেখো। বাচ্চারা, তোমাদের তো সাক্ষাৎকার করানো হয়, সত্যযুগে কিভাবে কৃষ্ণের জন্ম হয় ? সেখানে তো সবকিছুই নিয়ম অনুযায়ী হয়, দুঃখের নাম গন্ধ থাকে না। তাকেই বলা হয় সুখধাম। তোমরা অনেক বার সুখে পাস করেছ, অনেক বার হার স্বীকার করেছ এবং জিতও অর্জন করেছ। এখন স্মরণে এসেছে যে বাবা আমাদের পড়ান। স্কুলে নলেজ পড়া হয়। তার সাথে ম্যানার্সও শেখে তাইনা। সেখানে কেউ এই লক্ষ্মী - নারায়ণের মতন ম্যানার্স শেখে না। এখন তোমরা দিব্য গুণ ধারণ কর। মহিমাও তাঁরই গায়ন করা হয় - সর্ব গুণ সম্পন্ন তো এখন তোমাদের এমন হতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের জীবনের প্রতি কোনও বিরক্ত ভাব যেন না থাকে, কারণ এই হল হীরে তুল্য জন্ম যার গায়ন আছে। এই জীবনের খেয়াল রাখতে হবে। সুস্থ থাকলে নলেজ শুনতে থাকবে। অসুস্থতার সময়েও শুনতে পারবে। বাবাকে স্মরণ করতে পারো। এখানে যত দিন বাঁচবে সুখে থাকবে। উপার্জন হতে থাকবে, হিসেব-নিকেশ মিটেতে থাকবে। বাচ্চারা বলে - বাবা সত্যযুগ কবে আসবে ? এই দুনিয়া খুবই নোংরা। বাবা বলেন - আরে, প্রথমে কর্মাতীত অবস্থা তো বানাও। যত থানি সম্ভব পুরুষার্থ করতে থাকো। বাচ্চাদের শেখানো উচিত যে শিববাবাকে স্মরণ করো, এই হল অব্যভিচারী স্মরণ। এক শিবের ভক্তি করা, ওই হল অব্যভিচারী ভক্তি, সত্যপ্রধান ভক্তি। তারপরে দেবী-দেবতাদের স্মরণ করা, সেসব হল সত্য ভক্তি। বাবা বলেন উঠতে-বসতে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো। বাচ্চারাই আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন, হে লিবারেটর, হে গাইড ... এইসব আত্মা বলে তাইনা।

বাচ্চারা স্মরণ করে, বাবা এখন স্মরণ করাচ্ছেন, তোমরা স্মরণ করেছ - হে দুঃখ হতা সুখ কর্তা, এসে দুঃখ থেকে মুক্ত করো, লিবারেট করো, শান্তিধাম নিয়ে চলো। বাবা বলেন তোমাদের শান্তিধাম নিয়ে যাব, তারপরে সুখধামে তোমাদের সঙ্গে থাকি না। সঙ্গে এখনই থাকি। সব আত্মাদের ঘরে (পরমধাম) নিয়ে যাই। আমার সঙ্গ এখন পড়াশোনায় এবং তারপরে আত্মাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গ আমার। ব্যস, আমি নিজের পরিচয় তোমাদের অর্থাৎ আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে ভালো ভাবে বসে শোনাই। যে যেরকম পুরুষার্থ করবে সেইরকম পরে স্বর্গে প্রালব্ধ প্রাপ্ত করবে। বোধশক্তি তো বাবা যথেষ্ট প্রদান করেন। যত থানি সম্ভব আমায় স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে এবং উড়ে যাওয়ার ডানা পেয়ে যাবে। আত্মাদের যদিও কোনো তেমন ডানা বা পাখা নেই। আত্মা তো হল একটি ছোট বিন্দু। কেউ এই কথা জানে না যে আত্মাতে কিভাবে ৮৪ জন্মের পার্ট নিহিত আছে। না কেউ আত্মার পরিচয় জানে, না পরমাত্মার পরিচয় জানে। তখন বাবা বলেন - আমি প্রকৃত রূপে যেরকম, আমাকে কেউ জানতে পারে না। কেবল আমার দ্বারা-ই আমাকে এবং আমার রচনাকে জানতে পারে। বাচ্চারা, আমি-ই এসে তোমাদের নিজের পরিচয় প্রদান করি। আত্মা কি, সে কথাও বোঝাই। একেই বলা হয় সোল রিয়েলাইজেশন। আত্মা ব্রহ্ম যুগলের মধ্যখানে অবস্থিত। বলাও হয় ব্রহ্মকুটির মধ্যখানে জ্বলজ্বল করে আজব নক্ষত্র কিন্তু আত্মা কি জিনিস, সে কথা কেউ একেবারেই জানে না। যখন কেউ বলে যে আত্মার সাক্ষাৎকার হোক তো তখন তাদের বোঝাও যে তোমরা তো বলা ব্রহ্মকুটির মধ্যখানে স্টার, স্টারকে কি করে দেখবে ? তিলক-ও স্টারের উদ্দেশ্য দেওয়া হয়। চন্দ্রও স্টার দেখানো হয়। বাস্তবে আত্মা হল স্টার। এখন বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা হলে জ্ঞান স্টার্স, বাকি ওই সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি বিশ্ব কে আলো দেওয়ার জন্য আছে। তারা কোনও দেবতা নয়। ভক্তিমার্গে সূর্যকে জল অর্পণ করা হয়। ভক্তিমার্গে ব্রহ্মাবাবাও এইসব করেছেন। সূর্য দেবতায় নমঃ, চন্দ্র দেবতায় নমঃ এমন সম্বোধন করে জল অর্পণ করতেন। এইসব হল ভক্তি মার্গ। ব্রহ্মাবাবা তো খুব ভক্তি করেছেন। এক নম্বর পূজ্য তিনিই একনম্বর পূজারী হয়েছিলেন। নম্বর তো গণনা করা হবে তাইনা। রুদ্র মালারও নম্বর আছে তাইনা। ভক্তিও সবচেয়ে বেশি ইনি ই করেছেন। এখন বাবা বলেন ছোট-বড় সকলেরই হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। এখন আমি সবাইকে ফিরিয়ে

নিযে যাব তখন এখানে আর আসবে না। যদিও শাপ্তে যা দেখানো হয়েছে - প্রলয় হয়েছে, জলমগ্ন হয়েছে পরে অশ্বখ পাতায় ভেসে কৃষ্ণ এসেছেন.... বাবা বোঝান সাগরের কোনও কথা নেই। সেখানে তো হল গর্ভ মহল, যেখানে বাচ্চারা খুব সুখে থাকে। এখানে গর্ভ-জেল বলা হয়। পাপের ভোগ গর্ভে প্রাপ্ত হয়। তবুও বাবা বলেন মন্মনাভব, আমাকে স্মরণ করো। প্রদর্শনী তে কেউ জিজ্ঞাসা করে সিঁড়িতে অন্য ধর্ম কেন দেখানো হয়নি ? বলা, অন্যদের তো ৮৪-টি জন্ম নেই। সব ধর্ম বৃক্ষে দেখানো হয়েছে, সেইখান থেকে তোমরা নিজের হিসেব বের করে নাও যে কত জন্ম নিয়েছে। আমাদের তো সিঁড়ি ৮৪ জন্মের দেখাতে হয়। বাকি সব চক্রে এবং বৃক্ষে দেখানো হয়েছে। এতেই সব কথা বোঝানো হয়েছে। যেমন ম্যাপ দেখলে বুদ্ধিতে এসে যায় - লন্ডন কোথায়, অমুক শহর কোথায়। বাবা কত সহজ করে বোঝান। সবাইকে এই কথা বলা ৮৪-র চক্র এইভাবেই পরিক্রম করে। এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে তার জন্য অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে এবং তারপরে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় চলে যাবে। কষ্টের কোনও কথা নেই। যতক্ষণ সময় পাও বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই পাকা অভ্যেস হয়ে যাবে। বাবার স্মরণে থেকে তোমরা দিল্লী পর্যন্ত হেঁটে যাও তবু ক্লান্ত হবে না। প্রকৃত স্মরণ হলে তো দেহের ভান মিটেবে, তখন ক্লান্তি অনুভব হবে না। যারা পরে আসবে তারা স্মরণে আরও তীব্র হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এক পিতার অব্যভিচারী স্মরণে থেকে দেহ-ভাবকে সমাপ্ত করতে হবে। নিজের কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এই দেহে স্থিত থেকে অবিনাশী উপার্জন জমা করতে হবে।

২) জ্ঞানী আত্মা হয়ে অন্যদের সার্ভিস করতে হবে, বাবার কাছে যা কিছু শুনেন সেসব ধারণ করে অন্যদেরকে শোনাতে হবে। ৫ বিকারের দান দিয়ে রাহু-র গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে হবে।

বরদান:- মন্মা শক্তির অনুভব দ্বারা বিশাল কার্যে সদা সহযোগী ভব*
ব্যাখা: প্রকৃতির, তমোগুণী আত্মাদের ভাইব্রেশন পরিবর্তন করা এবং রক্তাক্ত বায়ুমন্ডল, ভাইব্রেশনে নিজেকে সেফ রাখা, অন্য আত্মাদের সহযোগ দেওয়া, নতুন সৃষ্টিতে নতুন রচনাটি যোগবল দ্বারা আরম্ভ করা - এই সব বিশাল কার্য গুলি সম্পন্ন করার জন্য মন্মা শক্তির আবশ্যকতা আছে। মন্মা শক্তি দ্বারা -ই নিজের অন্ত সময় সুখময় হবে। মন্মা শক্তি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প শক্তি, একের সঙ্গে লাইন ক্লিয়ার - এখন এই শক্তির অনুভবী হও তখন অসীমের কার্যে সহযোগী হয়ে অসীম বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হবে।

স্লোগান:- নির্ভয় এবং নম্র হওয়াই যোগী ও জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ।*

মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের যা কিছু শোনাচ্ছেন শুধু সেইসবই শোনো, কোনে বিকারী কথা শুনবেও না, বলবেও না, হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল...

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ নিশ্চয় বাবার দ্বারা-ই হয়েছে ?

উত্তরঃ - বাবা তোমাদেরকে নিশ্চয় করিয়েছেন যে, "আমি তোমাদের বাবাও, শিক্ষকও, এবং সঙ্গুরুও", এই স্মৃতিতে স্থির থাকার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করো, কিন্তু মায়া তোমাদেরকে এই কথাটি ভুলিয়ে দেয়। অজ্ঞান কালে তো তোমরা মায়ার সম্বন্ধে কিছুই জানতে না।

প্রশ্নঃ - দৈনন্দিন চার্ট -এ কোন্ বিষয়টি দেখার জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই ?

উত্তরঃ - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে কতটা সময় স্মরণ করতে পারছি - এই চার্ট রাখার জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই। দেহী-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । ছাত্র-ছাত্রীরা এটা বুঝে গেছে যে, শিক্ষক এসে গেছেন। এটা তো বাচ্চারা জেনে গেছে যে, তিনি আমাদের বাবাও, শিক্ষকও, আবার পরম সঙ্গুরুও । এই সমস্ত কথাগুলি বাচ্চাদের স্মৃতিতে আছে, তবে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। নিয়ম হল, যখন একবার জানা যায় যে, তিনি আমাদের শিক্ষক অথবা বাবা বা গুরু, তখন তাকে ভোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয়। অজ্ঞান কালে মায়া কখনো ভোলাতে পারেনা। লৌকিকে, বাচ্চারা কখনো ভুলতে পারে না যে, ইনি হলেন আমাদের বাবা, এটাই হলো তাঁর কাজ। বাচ্চারা এটা জেনে খুশি থাকে যে, আমরা হলাম বাবার ধন-সম্পত্তির মালিক। হয়তো নিজেই পড়ে, কিন্তু বাবার সম্পত্তি তো প্রাপ্ত হয়, তাই না! এখানে বাচ্চারা, তোমরা পড়াশোনা করে আর বাবার সম্পত্তির অধিকারী হও। তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো। বাবার দ্বারাই নিশ্চিত হও যে, আমরা বাবার আছি, বাবা-ই আমাদের সঙ্গতির রাস্তা বলে দেন। এইজন্য তিনি সঙ্গুরুও আছেন। এই সমস্ত কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যা কিছু বাবা শোনাচ্ছেন, সেটাই শুনতে হবে। এখানে যে বাঁদরের প্রতিমূর্তি দেখানো হয় - হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল..... এসব হল মানুষের কথা। বাবা বলেন যে, বিকারী কথা বলো না, শোনোও না আর বিকারী কিছু দেখবেও না। হিয়ার নো ইভিল..... প্রথমদিকে বাঁদরের মূর্তি বানিয়ে দেখানো হতো। এখন তো মানুষেরও মূর্তি বানাচ্ছে। তোমাদের কাছে নলিনী বাচ্চীর তোলা চিত্র রয়েছে (থারাপ দেখব না, থারাপ শুনব না, থারাপ বলবো না)। তাই তোমরা এমন কোনো কথা শুনবে না, যেখানে বাবার নিন্দা-গ্লানি করা হয়েছে। বাবা বলেন যে, সবথেকে বেশি নিন্দা আমারই হয়। তোমাদের জানা আছে যে, কৃষ্ণের ভক্তদের জ্বালানো ধূপের সুগন্ধ নাকে এলে রামের ভক্তরা নাক বন্ধ করে দেয়। পরস্পরের সুগন্ধও ভালো লাগেনা। পরস্পরের শত্রু হয়ে যায়। এখন তোমরা হলে রাম-বংশী। সমগ্র জগৎ হল রাবণ-বংশী। এখানে ধূপ ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। তোমরা জানো যে বাবাকে সর্বব্যাপী বলার কারণে তোমাদের কি গতি হয়েছে! নুড়ি পাথরের মধ্যে বাবাকে স্থাপন করে তোমাদের বুদ্ধিও পাথর সমান হয়ে গেছে। তাই অসীম জগতের বাবা, যিনি তোমাদের স্বর্গের আশীর্বাদ প্রদান করেন, তাঁকে কত গ্লানি করা হয়েছে। জ্ঞান তো কারোর মধ্যেই নেই। তারা কোন জ্ঞানরত্ন নয়, তারা হল পাথর সমান। এখন তোমাদেরকে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন যে, আমি যা, যেমন, যথার্থ রীতি আমাকে কেউই জানেনা। বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার আছে। বাবাকে যথার্থ রীতিতে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ। তাঁর মধ্যেই সমস্ত পার্ট ভরা আছে। বাবাকে যথার্থ রীতি জেনে স্মরণ করতে হবে, নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। যদিও আমরা হলাম বাবার সন্তান, কিন্তু এমন নয় যে, বাবার আত্মা বড় আর আমাদের আত্মা হলো ছোট। না। হয়তো বাবা নোলেজফুল আছেন, কিন্তু আত্মা কোন বড় ছোটো হয় না। তোমাদের আত্মাতেও জ্ঞান আছে, কিন্তু নম্বরের ক্রমানুসারে। স্কুলেও নম্বরের ক্রমানুসারে পাস হয় তাইনা! শূন্য নম্বর কেউই পায় না। কিছু না কিছু নম্বর তো প্রাপ্ত করে। বাবা বলেন যে, আমি যা কিছু জ্ঞান তোমাদের শোনাই, সেসব প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। তবুও চিত্র আছে, শাস্ত্র অাদিও অনেক বানানো হয়েছে। বাবা তোমাদের আত্মাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে, হিয়ার নো ইভিল..... অর্থাৎ থারাপ কিছু শুনবে না। এই দুনিয়াতে কিছুই দেখার মতো নেই। এই পুরানো ছিঃ ছিঃ নোংরা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। এখন আত্মার স্মৃতিতে এসেছে যে, এটা হল পুরানো দুনিয়া। এর থেকে কোনো যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন নেই। আত্মার স্মরণে এসেছে যে, এই দুনিয়াকে দেখেও দেখা উচিত নয়। নিজের শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। আত্মার এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে, তাই এই সমস্ত কথা চিন্তন করতে হবে। ভক্তিমাৰ্গেও সকাল সকাল উঠে মালা জপ করে। সকালের সময়টা খুব সুন্দর হয়। ব্রাহ্মণদের সময়। ব্রহ্মা ভোজনেরও

অনেক মহিমা আছে। ব্রহ্মাভোজন নয়, ব্রহ্মাভোজন। তোমাদেরকেও ব্রহ্মাকুমারীর বদলে ব্রহ্মকুমারী বলে দেয়। বোঝেনা কিছুই। ব্রহ্মার সন্তান তো ব্রহ্মাকুমার-কুমারীই হবে, তাইনা! ব্রহ্ম তো হল তত্ত্ব, থাকার স্থান, তার আবার কি মহিমা হতে পারে ! বাবা বাচ্চাদেরকে অনুযোগ করেন যে, বাচ্চারা তোমরা একদিকে পূজা করো আবার অন্যদিকে সকলকে নিন্দাও করো। নিন্দা করতে করতে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। তমোপ্রধান হতেই হয়, সৃষ্টিচক্রের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তাই না ! যখন কোন নামী-গ্রামী ব্যক্তি আসেন, তখন তাকেও এই সৃষ্টি চক্র সম্বন্ধে অবশ্যই বোঝাতে হবে। এই সৃষ্টি চক্র ৫ হাজার বর্ষের জন্য আছে, এই চিত্রের উপর খুব একাগ্রচিত্ত হতে হবে। রাতের পর দিন অবশ্যই হয়। এমন নয় যে, রাতের পর দিন আসেনা। কলিযুগের পর সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। এই বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে।

তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো, আত্মাই সব কিছু করে, অভিনয় করে। এসমস্ত কথা কারোরই জানা নেই যে, যদি আমরা অভিনয় করি, তাহলে নাটকের আদি-মধ্য-অন্তকে অবশ্যই জানতে হবে। বিশ্বের ইতিহাস ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তো এটা নাটকই হলো তাইনা। সেকেন্ডের সময় অনুসারে পুনরাবৃত্তি হবে যা পূর্ব কল্পে হয়েছিল। এই সমস্ত কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। যাদের বুদ্ধি কম তারা সর্বদাই ফেল হয়ে যায় তো, তার জন্য শিক্ষক কি করতে পারে! শিক্ষককে কি বলবে যে, কৃপা করো বা আশীর্বাদ করো। এটাও হলো পড়াশোনা। এই গীতা পাঠশালাতে স্বয়ং ভগবান রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কলিযুগ পরিবর্তিত হয়ে সত্যযুগ অবশ্যই হবে। ড্রামা অনুসারে বাবাকেও আসতে হয়। বাবা বলেন যে, আমি কল্প কল্পের সঙ্গম যুগেই আসি, আর অন্য কেউ কি এই কথা বলতে পারবে যে, আমি সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাতে এসেছি। নিজেকে "শিবোহম্" বলে দেয়, তাতে কি লাভ আছে। শিববাবা তো আসেন-ই পড়ানোর জন্য, সহজ রাজযোগ শেখানোর জন্য। কোন সাধু-সন্ত আদিকে শিব ভগবান বলা যায় না। এরকম তো অনেকেই বলে যে, আমি কৃষ্ণ, আমি লক্ষীনারায়ণ। এখন কোথায় সেই শ্রীকৃষ্ণ সত্য যুগের রাজা আর কোথায় এই কলিযুগী পতিত মানুষ। এরকম কি কেউ বলতে পারে যে, এঁনার মধ্যে ভগবান আছেন। তোমরা মন্দিরে গিয়ে জিঞ্জাসা করতে পারো যে - এঁনারা তো সত্যযুগে রাজত্ব করেছিলেন, তারপর কোথায় গেলেন? সত্য যুগের পর অবশ্যই ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগ হয়। সত্য যুগে সূর্যবংশী রাজ্য ছিল, ত্রেতাতে চন্দ্রবংশী..... এইসব জ্ঞান বাচ্চারা, তোমাদেরই বুদ্ধিতেই আছে। এত সংখ্যক ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী আছে, তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতাও থাকবেন। পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্যসৃষ্টি রচিত হয়। ব্রহ্মাকে রচয়িতা বলা যায় না। তিনিই (শিব বাবা) হলেন গডফাদার। কিভাবে রচনা করেন, সেসব তো বাবা সম্মুখে বসে তোমাদের বোঝান। এই শাস্ত্র আদি তো পরবর্তীকালে বানানো হয়েছে। যেরকম, যীশুখ্রীষ্ট যা বুদ্ধিয়েছেন, সেটা বাইবেলে লেখা হয়েছে। পরবর্তীকালে সেসবই বসে প্রার্থনা করা হয়। সকলের সঙ্গতি দাতা, সকলের মুক্তিদাতা, পতিতপাবন এক বাবা-ই আছেন, তাঁকে স্মরণ করতে থাকে আর বলে যে, হে গডফাদার - আমাকে দয়া করো। ফাদার তো একজনই হন। ইনি হলেন সমগ্র বিশ্বের ফাদার। মানুষের এবিষয়ে জানা নেই যে সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তিদাতা কে ? এখন সৃষ্টিও পুরানো, মানুষও পুরানো তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এটা হল লৌহ যুগের বিশ্ব। স্বর্ণযুগ ছিল, তা পুনরায় অবশ্যই হবে। এই সব বিনাশ হয়ে যাবে, বিশ্বযুদ্ধ হবে, প্রকৃতির দুর্যোগ হবে। এটাই হলো সেই সময়। মনুষ্য সৃষ্টি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

তোমরা বলতে থাকো যে - ভগবান এসে গেছেন। বাচ্চারা, তোমরা সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলো যে, ব্রহ্মার দ্বারা এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। ড্রামা অনুসারে সবাই শুনতে থাকে। দৈবগুণও ধারণ করতে হয়। তোমরা জানো যে তোমাদের মধ্যে কোন গুণ ছিল না। প্রথম নস্বরের অবগুণ হলো কাম বিকারের। যা আমাদের দুঃখ দেয়। মায়ার সাথে যুদ্ধ চলতেই থাকে। না চাইতেও মায়ার তুফান একদম নিচে ফেলে দেয়। এটা হল লৌহযুগ, তাইনা। মুখ কালো করে দেয়। নীল মুখ তো বলতে পারো না। কৃষ্ণের জন্যই দেখানো হয়েছে যে, সর্পদংশনের জন্য নীল হয়ে গেছে। সম্মান রাখার জন্য নীল রঙ দেখানো হয়েছে। মুখ কালো দেখালে সম্মান চলে যায়। তাই দূরদেশ, নিরাকার দেশ থেকে অতিথি এসেছেন, লৌহ যুগের দুনিয়ায়, কালো শরীরে এসে এঁনাকেও শুভ্র বানিয়ে দেন। এখন বাবা বলেন যে, তোমাদেরকে পুনরায় সত্বোপ্রধান হতে হবে। আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, আর বিষ্ণুপুরের মালিক হয়ে যাবে। এই সমস্ত জ্ঞানের কথাগুলি বুঝতে হবে। বাবা হলেন রূপ (যোগী) আবার বসন্তও (জ্ঞানী)। তেজোময় বিন্দু স্বরূপ তিনি । তাঁর মধ্যে জ্ঞানও আছে। তিনি নাম রূপ থেকে পৃথক নন। তাঁর রূপ কী, এই দুনিয়া তা জানেনা। বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, আমাকেও আত্মা বলে, শুধু পরম আত্মা। পরম আর আত্মা মিলে হয়ে যায় পরমাত্মা। তিনি বাবাও আছেন, শিক্ষকও আছেন। তিনি বলেন যে, তিনি হলেন নলেজ ফুল। তারা এটা বোঝে যে, নলেজ ফুল অর্থাৎ সকলের হৃদয়ের কথা জানতে পারেন। আর যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হয় তাহলে সবাই নলেজ ফুল হয়ে যাবে। তাহলে সেই এক-কে কেন বলা হয়? মানুষের বুদ্ধি তুচ্ছ হয়ে গেছে। জ্ঞানের কথাগুলোকে একদম বুঝতে পারে না। বাবা বসে জ্ঞান আর ভক্তির বৈষম্য প্রদর্শন করে বলেন যে - প্রথম হল জ্ঞান, দিন, সত্য যুগ আর ত্রেতা। তারপর হল দ্বাপর কলিযুগ রাত।

জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়। এই রাজযোগের জ্ঞান হঠযোগীরা বোঝাতে পারেনা। গৃহস্থীরাও বোঝাতে পারে না, কারণ তারা হল অপবিত্র। এখন রাজযোগ তাহলে কে শেখাবে? তিনি বলেন যে, মামেকম স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম হল আলাদা, তারা প্রবৃত্তি মার্গের জ্ঞান কিভাবে শোনাতে পারে? এখানে সবাই বলে যে গডফাদার ইজ টুথ। বাবা-ই সত্য কথা শোনান। আত্মার মধ্যে বাবার স্মৃতি এসেছে, এইজন্য আমরা বাবার স্মরণ করছি। বলি যে, এসে আমাদের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য সত্য নারায়ণের কথা শোনাও। আমিই তোমাদেরকে সত্যনারায়ণের কথা শোনাই, তাই না! আগে তোমরা মিথ্যা কথা শুনতে। এখন তোমরা সত্য শুনছো। মিথ্যা কথা শুনতে শুনতে কেউ নারায়ণ তো হতে পারেনি। তাহলে সেটি সত্যনারায়ণের কথা কিভাবে হবে? মানুষ কাউকে নর থেকে নারায়ণ বানাতে পারেনা। বাবা এসে স্বর্গের মালিক বানান। বাবা আসেনই ভারতে, কিন্তু কখন আসেন, এটা কেউই জানেনা। তারা তো শিব-শঙ্করকে মিলিয়ে গল্প বানিয়ে দিয়েছে। শিব পুরাণও আছে। 'গীতা'- বলা হয় কৃষ্ণের, তাহলে তো শিবপুরাণ বড় হয়ে যায়। বাস্তবে জ্ঞান তো গীতাতেই আছে। ভগবান উবাচ - মন্মনা ভব। এই শব্দটি গীতা ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্রে থাকতে পারে না। গাওয়াও হয় যে, সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো গীতা। শ্রেষ্ঠমৎ আছেই ভগবানের। প্রথম প্রথম এটাই বলতে হবে যে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই নতুন শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে। এখন হলো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়াতে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই থাকবে। এখন তো অনেক মানুষ। তাদেরজন্য বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। উত্তরাধিকার তো বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। কিছু প্রয়োজন হলে বাবার কাছেই প্রার্থনা করে। কারোর ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হলে বা বাচ্চা হলে বলে যে ভগবান দিয়েছেন। তাহলে ভগবান তো এক হলেন, তাই না। তাহলে সকলের মধ্যেই ভগবান কিভাবে হতে পারেন? এখন আমাদের বাবা বলছেন যে, আমাকে স্মরণ করো। আত্মা বলে যে আমাকে পরমাত্মা জ্ঞান প্রদান করেছেন, যে জ্ঞান আমরা পুনরায় ভাইদের প্রদান করছি। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে কতটা সময় স্মরণ করছি, এই চার্ট রাখার জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই। দেহী অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। জ্ঞান তো হল খুবই সহজ। বাকি নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলেই নিজের উন্নতি হবে। এই চার্ট বিরলই কেউ রাখতে পারে। দেহী অভিমানী হয়ে বাবার স্মরণে থাকলে, কখনো কাউকে দুঃখ দিতে পারবে না। বাবা আসেন-ই সুখ প্রদান করার জন্য, তাই বাচ্চাদেরকেও সবাইকে সুখ দিতে হবে। কখনো কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবাকে স্মরণ করলেই সব ভূত বেরিয়ে যাবে। এটাই হলো গুপ্ত পরিশ্রম। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আমাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই বিকারী নোংরা দুনিয়ার দিক থেকে নিজের চোখ বন্ধ করে নিতে হবে। এটা হল পুরানো দুনিয়া। এর সাথে কোনো রকমের যোগাযোগ রেখোনা। এই জগতের কোনোকিছু দেখেও দেখো না।

২) এই অসীম জগতের নাটকের মধ্যে আমি হলাম অভিনেতা। এই নাটকটি প্রত্যেক কল্পে সেকেন্ড বাই সেকেন্ড পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যেটা পূর্বের কল্পে হয়েছিলো, সেটাই পুনরায় হবে... এই কথাগুলি স্মৃতিতে রেখে প্রত্যেক বিষয়ে পাশ হতে হবে। এর জন্য অনন্য বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।

বরদানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ আচরণ দ্বারা অন্যদের আচরণকে পরিবর্তন করে সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ ভব*

ব্যখ্যা :- সিদ্ধি স্বরূপ হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ আচরণ দ্বারা অন্যদের আচরণকে, সংকল্পের দ্বারা অন্যান্যদের সংকল্পকে পরিবর্তন করার কাজ করো, গবেষণা করো। যখন এই সেবাতে ব্যস্ত হয়ে যাবে, তখন এই সূক্ষ্ম সেবা সততঃই কোন দুর্বল সংস্কার থেকে তোমাদেরকে পার করে দেবে। এখন এরই প্ল্যান তৈরি করো, তো জিজ্ঞাসু আত্মাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের অর্থনৈতিক আয়ও অনেক বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় ভবন আদি প্রাপ্ত হবে - এইসব সিদ্ধি সহজেই হয়ে যাবে। এই বৃদ্ধি তোমাদের সিদ্ধি স্বরূপ বানিয়ে দেবে।

স্লোগানঃ- সময়কে সফল করতে থাকো, , তাহলে সময়ের প্রতারণা থেকে বেঁচে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই আধ্যাত্মিক হাসপিটাল তোমাদের অর্ধ- কল্পের জন্য এভার হেল্পী করে রাখতে সক্ষম, তোমরা এখানে দেহী-অভিমাত্রী হয়ে বসো"

প্রশ্নঃ - ব্যবসা ইত্যাদি করেও কোন্ ডায়রেকশন বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা উচিত ?

উত্তরঃ - বাবার ডায়রেকশন হলো, তোমরা কোনো সাকার বা আকারকে স্মরণ করো না, এক বাবার স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এর জন্য কেউ বলতে পারবে না যে, সময় নেই। সব কিছু করেও স্মরণ করতে পারবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি বাবার গুডমর্নিং। গুডমর্নিং করে নিয়ে বাচ্চাদের বলা হয় বাবাকে স্মরণ করো। ডাকেও - হে পতিত পাবন এসে পবিত্র করে তোলো, তাই সর্ব প্রথমেই বাবা বলেন - আত্মাদের পিতাকে স্মরণ করো। আত্মাদের পিতা তো সকলেরই এক। ফাদারকে কখনো সর্বব্যাপী বলে মানা হয় না। তাই বাচ্চারা, যতটা সম্ভব প্রথম দিকেই বাবাকে স্মরণ করো, এক বাবা ব্যতীত আর কোনো সাকার বা আকারকে স্মরণ করো না। এটা তো একদম সহজ হলো, তাই না! মানুষ বলে আমি বিজি (ব্যস্ত) থাকি, অবসর নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে তো অবসর সবসময়ই থাকে। বাবা যুক্তি হিসেবে বলেন- এটাও জানো যে বাবাকে স্মরণ করলেই আমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। ব্যবসাপত্র ইত্যাদির কোনো নিষেধ নেই। সেই সব কিছু করেও শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এটা তো বোঝো যে আমরা হলাম পতিত, সাধু-সন্ত ঋষি-মুনি ইত্যাদি সকলে সাধনা করে। সাধনা করা হয় ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না ওঁনার সাথে পরিচয় হবে, ততক্ষণ মিলিত হওয়া যায় না। তোমরা জানো যে বাবার পরিচয় দুনিয়ার কারোর কাছে নেই। দেহের পরিচয় তো সবার আছে। বড় জিনিসের পরিচয় শীঘ্রই হয়ে যায়। আত্মার পরিচয় তো যখন বাবা আসেন তখন বোঝান। আত্মা আর শরীর দুইটি জিনিস। আত্মা এক স্টার আর খুবই সূক্ষ্ম। তাকে কেউ দেখতে পারে না। তাই যখন এখানে এসে বসো তো দেহী- অভিমাত্রী হয়ে বসতে হবে। এটাও যে এক হাসপিটাল- অর্ধ-কল্প এভার হেল্পী হওয়ার। আত্মা তো হলো অবিনাশী, কখনো বিনাশ হয় না। সমগ্র পার্টই হলো আত্মার। আত্মা বলে যে আমার কখনো বিনাশ প্রাপ্তি ঘটে না। এতো সমস্ত আত্মারা হলো অবিনাশী, কখনো বিনাশ ঘটে না। শরীর হলো বিনাশী। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এটা বসে আছে যে আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম অবিনাশী। আমরা ৮৪ জন্ম নিই, এটা হলো ড্রামা। এর মধ্যে ধর্ম সংস্থাপক কারা কবে আসে, কতো জন্ম গ্রহণ করছে এটা তো জানো। ৮৪ জন্মের যে কথা গাওয়া হয় সেটা অবশ্যই কোনো একটি ধর্মের হবে। সকলের তো হতে পারে না। সব ধর্ম তো এক সাথে আসে না। আমরা বসে অপরের হিসেব কেন বের করতে যাব ? জানা আছে অমুক-অমুক সময়ে ধর্ম স্থাপন করে এসেছে। ওর আবার বুদ্ধি হতে থাকে। সব তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তো হতেই হবে। দুনিয়া যখন তমোপ্রধান হয় তখন আবার বাবা এসে সতোপ্রধান সত্যযুগের রচনা করেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে আমরা এই ভারতবাসীরাই আবার নূতন দুনিয়াতে এসে রাজ্য করবো, আর কোনো ধর্ম সেখানে আসবে না, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে যাদের উচ্চ উদ্দেশ্য থাকে, তারা বেশী স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করে আর সংবাদেও লেখে যে বাবা আমি এতোটা সময় স্মরণে থাকি। কেউ তো আবার সম্পূর্ণ সংবাদ লজ্জায় পড়ে দেয় না। মনে করে বাবা কি বলবেন। কিন্তু জানতে তো পারা যায় যে না! স্কুলেও টিচার স্টুডেন্টকে বলে যে যদি তুমি না পড়ো তো ফেল করবে। লৌকিক মা - বাবাও বাচ্চার পড়াশুনা দেখেই বুঝতে পারে যায়, এটা তো অনেক বড় স্কুল। কিন্তু এখানে তো নম্বর অনুসারে বসানো যায় না। তবে বুদ্ধি দিয়ে তো বুঝতে পারা যায়, এ হলো অনেক বড় স্কুল। এখানে তো নম্বর অনুযায়ী বসানো হয় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারা যায়, নম্বর অনুযায়ী তো হয়েই থাকে। বাবা এখন ভালো- ভালো বাচ্চাদের কোথায় পাঠিয়ে দেন, তারা আবার চলে গেলে তো দ্বিতীয় জন লিখতে থাকে আমাদের মহারথী চাই, তো অবশ্যই মনে করে যে তারা হলো আমাদের থেকে সচেতন নামি-দামী। নম্বর অনুযায়ী তো হয় যে না। প্রদর্শনীতেও অনেক প্রকারের আসে তাই গাইডস্ও দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নিরীক্ষণ করার জন্য। যে রিসিভ করে সে তো জানে ইনি কোন প্রকারের মানুষ। তো তাকে আবার ইশারা করা চাই যে একে তুমি বোঝাও। তুমিও বুঝতে পারো ফার্স্ট গ্রেড, সেকেন্ড গ্রেড, থার্ড গ্রেড সব আছে। ওখানে তো সকলকে সার্ভিস করতেই হবে। কেউ বড় মাপের মানুষ থাকলে তো অবশ্যই তাকে সকলে খাতির করে। এটা হলো কায়দা। বাবা অথবা টিচার ক্লাসে বাচ্চাদের মহিমা করে, এটাও হলো সবচেয়ে বড় খাতির করা। নাম বের হয় যে বাচ্চাদের তাদের মহিমা অথবা খাতির করা হয়। ইনি হলেন অমুক ধনবান, রিলিজিয়াস মাইন্ডেড, এটাও তো খাতির করা হলো, তাই না! তোমরা এখন এটা জানো যে

উচ্চতমেরও উচ্চ হলো ভগবান। বলাও হয় তিনি হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ। কিন্তু আবার তাঁর বায়োগ্রাফী বলতে বলা তো বলে দেবে তিনি সর্বব্যাপী। ব্যাস একদম নীচু করে দেয়। তোমরা এখন বুঝতে পারো সবার থেকে- উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন ভগবান, তিনি হলেন মূলবতনবাসী। সূক্ষ্মবতনে আছেন দেবতারা। এখানে থাকে মানুষ। তাই দাঁড়ালো যে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান হলেন নিরাকার।

তোমরা এখন জানো যে, আমরা যে হীরে তুল্য ছিলাম তারাই আবার কড়ি তুল্য হয়ে পড়েছি, আবার ভগবানকে নিজেদের চেয়েও বেশী নীচে নিয়ে গিয়েছি। চিনতেই পারে না। তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের পরিচয় প্রাপ্তি ঘটে আবার পরিচয় হ্রাস হয়ে যায়। তোমরা এখন বাবার পরিচয় সকলকে দিতে থাকো। বাবার পরিচয় অনেকের প্রাপ্ত হবে। তোমাদের মূখ্য চিত্রই হলো এই ত্রিমূর্তি, ঘোলা (সৃষ্টিচক্র), ঝাড় (কল্পবৃক্ষ)। এইসবের মধ্য দিয়ে কতো আলো প্রকট হয়। এটা তো যে কেউই বলবে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিলেন। আচ্ছা, সত্যযুগের পূর্বে কি ছিলো? এটাও তোমরা এখন জানো। এখন হলো কলিযুগের শেষ আর হলোই প্রজারও প্রজার উপর রাজ্য। এখন তো রাজত্ব নেই, কতো পার্থক্য। সত্যযুগের প্রথমেই রাজারা ছিলো আর এখন কলিযুগেও রাজারা আছে। যদিও সেখানে কেউ পবিত্র নেই কিন্তু কেউ পয়সা দিয়েও টাইটেল নিয়ে নেয়। মহারাজা তো কেউ নেই, টাইটেল (পদবী) কিনে নেয়। যেমন- পাটিয়ালা মহারাজা, যোধপুর, বিকানীরের মহারাজা...নাম তো নেয়, তাই না! এই নাম অবিনাশী ভাবে চলে আসছে। প্রথমে পবিত্র মহারাজারা ছিলো, এখন হলো অপবিত্র মহারাজারা। রাজা মহারাজ শব্দ গুলো তো চলে আসছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য বলবে এরা সত্যযুগের মালিক ছিলো, কে রাজত্ব নিল? এখন তোমরা জানো রাজত্বের স্থাপনা কীভাবে হয়। বাবা বলেন আমি তোমাদের পড়াই- ২১ জন্মের জন্য। তারা তো পড়াশুনা করে এই জন্মেই ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। তোমরা এখন পড়াশুনা করে ভবিষ্যতে মহারাজা-মহারানী হও। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে নূতন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। এখন হলো পুরানো দুনিয়া। যদিও কতো ভালো-ভালো বড় মহল আছে কিন্তু হীরে জহরতের মহল তৈরী করার ক্ষমতা কারোরই নেই। সত্যযুগে এই সব হীরে জহরতের মহল তৈরী হয়। তৈরী করতে কি আর দেরী হয়! এখানেও ভূমিকম্প (আর্থকোয়েক) ইত্যাদি হলে অনেক কারিগরকে নিযুক্ত করে দেয়, এক দুই বছরে সমস্ত শহর দাঁড় করিয়ে দেবে। নয়তো দিল্লী তৈরী করতে প্রায় ৮-১০ বছর লেগেছে, কিন্তু এখানকার শ্রমিক আর সেখানের শ্রমিকদের মধ্যে অনেক পার্থক্য! আজকাল তো নূতন নূতন ইনভেনশন বের হচ্ছে। বাড়ী তৈরীর সায়েন্সেরও জোর আছে, সব কিছু তৈরী পাওয়া যায়, কতো তাড়াতাড়ি প্লট তৈরী হয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরী হয় বলে এই সব তো সেখানে কাজে আসে যে না। এই সমস্ত সঙ্গে যায়। সংস্কার তো থেকে যায়। এই সায়েন্সের সংস্কারও যাবে। বাবা তাই এখন বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন, পবিত্র হতে চাও তো বাবাকে স্মরণ করো। বাবাও গুডমর্নিং করে আবার শিক্ষা প্রদান করেন। বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসেছে কি? চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। কারণ জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা মাথার উপরে। সিঁড়ি দিয়ে আবরোহন করতে করতে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। এখন আবার এক জন্মে আরোহণের কলা হয়। বাবাকে যতো স্মরণ করতে থাকবে তত খুশীও হবে, শক্তি প্রাপ্ত করবে। অনেক বাচ্চা আছে যাদের প্রথম দিকের নম্বরে রাখা হয় কিন্তু স্মরণে একদমই থাকে না। যদিও প্রথর স্তান থাকে কিন্তু স্মরণের যাত্রা নেই। বাবা তো বাচ্চাদের মহিমা করেন। ইনিও নম্বর ওয়ান, তাই তিনি অবশ্যই পরিশ্রমও করে থাকেন। এটাও তো শিখতে হয় যে না। তবুও বলে বাবাকে স্মরণ করো। কাউকে বোঝানোর জন্য চিত্র আছে। ভগবান বলাই হয় নিরাকারকে। তিনি এসে শরীর ধারণ করেন। এক ভগবানের বাচ্চা সকল আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। এখন এই শরীরে বিরাজমান। সকলেই হলো অকালমূর্তি অর্থাৎ মৃত্যুহীন। ক্রকুটির মধ্যবর্তী স্থানে আত্মা বিরাজমান হয়, একে বলা হয় অকালতন্তু। অকালতন্তু অকালমূর্তির অর্থাৎ অবিনাশী আত্মার অবিনাশী মহাসন। আত্মারা সব হলো অকাল, কতো সূক্ষ্ম। বাবা তো হলেন নিরাকার। তিনি নিজের আসন কোথা থেকে এনেছেন? বাবা বলেন আমারও এই আসন আছে। আমি এসে এই আসনকে লোন নিই। ব্রহ্মার সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে অকালতন্তু এসে বসি। এখন তোমরা জেনে গেছো সকল আত্মার আসন এইটি। মানুষেরই কথা বলা হচ্ছে, জানোয়ারের কথা না। প্রথমে যেসব মানুষ জানোয়ার থেকেও খারাপ হয়ে গেছে, তারা তো সংশোধিত হবে। কোনো জানোয়ারের কথা জিজ্ঞাসা করলে, বলা প্রথমে তো নিজেকে সংশোধন করো। সত্যযুগে তো জানোয়ারও বড় ফার্স্টক্লাস হবে। আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। কিং এর মহলে পায়রা ইত্যাদির আবর্জনা থাকলে শাস্তি দেবে। সামান্যতমও আবর্জনা হবে না। সেখানে খুবই সাবধানতা থাকে। পাহাড়ায় থাকে, কখনো কোনো জানোয়ার ইত্যাদি ভিতরে যেন না ঢোকে। খুবই পরিচ্ছন্নতা থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরেও কতো পরিচ্ছন্নতা থাকে। শঙ্কর-পার্বতীর মন্দিরে পায়রা দেখানো হয়। তো অবশ্যই মন্দিরকেও অপরিচ্ছন্ন করে। শান্ত্রে তো অনেক কথার কথা লিখে দেয়।

এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান, তার মধ্য থেকেও খুব কমই ধারণা করতে পারে। বাকীরা তো কিছু বোঝে না। বাবা

বাচ্চাদের কতো ভালোবেসে বোঝান- বাচ্চারা খুবই মধুর হও। মুখ থেকে সর্বদা রস্ন নিগত করতে থাকো। তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের মুখ থেকে পাথর নিগত হওয়া উচিত নয়। আত্মারই মহিমা হয়ে থাকে। আত্মা বলে- আমি হলম প্রেসিডেন্ট, আমি অমুক...। আমার শরীরের নাম হলো এই। আত্মা, আত্মারা কার বাচ্চা? এক পরমাত্মার। তাই অবশ্যই ওনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তিনি আবার সর্বব্যাপী কীভাবে হতে পারেন ! তোমরা মনে করো আমিও আগে কিছু জানতাম না। এখন বুদ্ধি কতো খুলেছে। তোমরা যে কোনো মন্দিরে গেলে, বুমতে পারবে এই সব চিত্র তো হলো মিথ্যা। ১০ হাতের, হাতীর শুঁড় আছে এমন কোনো চিত্র হতে পারে কি! এই সব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। বাস্তবে ভক্তি হওয়া উচিত শিববাবার, যিনি সকলের সঙ্গতি দাতা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে- এই লক্ষ্মী-নারায়ণও চুরাশি জন্ম নেয়। আবার উচ্চতমেরও উচ্চ বাবা এসে সকলকে সঙ্গতি দেন। ওনার থেকে বড় কেউ হয় না। এই জ্ঞানের কথা তোমাদের মধ্যেও নশ্বর অনুযায়ী ধারণ করতে পারে। ধারণা না করতে পারলে এছাড়া কোন কাজের রইলো। কেউ তো অন্ধের লাঠি হওয়ার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে যায়। যে গরু দুধ দেয় না তাকে গোয়ালে বেঁধে রাখা হয়। এক্ষেত্রেও তাই, জ্ঞানের দুধ দিতে পারে না। অনেকে আছে যারা কোনো পুরুষার্থ করে না। বোঝে না যে আমি কিছু হলেও তো কারোর কল্যাণ করতে পারি! নিজের ভাগ্যের খেয়ালই থাকে না। ব্যাস, যেটুকু পেয়েছে সেটাই ভালো। তাই বাবা বলেন, এর ভাগ্যে নেই। নিজের সঙ্গতি করার পুরুষার্থ তো করা উচিত। দেহী-অভিমानी হতে হবে। বাবা কতো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, আর আসেন দেখো কীভাবে পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে। ওনাকে ডাকাই হয় পতিত দুনিয়ায়। রাবণ যখন দুঃখ দেয় তো একদমই ব্রষ্ট অর্থাৎ বিনষ্ট করে দেয়, তখন বাবা এসে শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। যারা ভালো পুরুষার্থ করে তারা রাজা-রাণী হয়ে যায়, যে পুরুষার্থ করে না সে গরীব হয়ে যায়। ভাগ্যে না থাকলে তো পরিকল্পনা করতে পারে না। কেউ তো খুব ভালো ভাগ্য তৈরী করে নেয়। প্রত্যেকে নিজেকে দেখতে পারে যে আমি কি সার্ভিস কলছি। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) রূপ-বসন্ত হয়ে মুখ থেকে সর্বদা রস্ন নিগত করতে হবে।খুবই মধুর হতে হবে। কখনো পাথর অর্থাৎ কটু বচন নিগত করতে নেই।

২) জ্ঞান আর যোগে তীক্ষ্ণ হয়ে নিজের আর অপরের কল্যাণ করতে হবে। নিজের উচ্চ ভাগ্য তৈরী করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। অন্ধের লাঠি হয়ে উঠতে হবে।

বরদান:- প্রবৃত্তির বিস্তারে থেকেও ফরিস্তা অবস্থার সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম সাক্ষাৎকার মূর্তি ভব*
প্রবৃত্তির বিস্তারে থেকেও বিস্তারকে গুটিয়ে নিতে আর পৃথক থাকার অভ্যাস করো। এখনই স্থূল কার্য করছো, এখনই অশরীরী হয়ে গেছো- এই অভ্যাস ফরিস্তা- স্বভাবের সাক্ষাৎকার করাবে। উচ্চ স্থিতিতে থাকার সময় ছোটো-ছোটো ঘটনা ব্যক্ত ভাবের অনুভব হবে। উঁচুতে যাওয়ার জন্য নিচু স্বভাব নিজে থেকেই চলে যাবে। পরিশ্রম করার থেকে বেঁচে যাবে। সময়ও বাঁচবে, সেবাও দ্রুত গতিতে হবে। বুদ্ধিও এতো প্রসার হয়ে যাবে যে একই সময়ে অনেক কাজ করতে পারবে।

স্লোগান:- সর্বদা খুশীতে থাকার জন্য আত্মা রূপী দীপে জ্ঞানের ঘৃত রোজ ঢালতে থাকো।*

সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের অনন্য, মনোরম, শ্রেষ্ঠ সংসার

আজ ব্রাহ্মণদের রচয়িতা বাবা নিজের ছোট, আলোক-সুন্দর তথা অলৌকিকতার সংসার দেখছেন। এই ব্রাহ্মণ সংসার সত্যযুগী সংসার থেকেও অতি অনুপম আর অতি মনোরম। এই অলৌকিক সংসারের ব্রাহ্মণ আত্মারা কতো শ্রেষ্ঠ আর বিশেষ ! দেবতা স্বরূপ থেকেও এই ব্রাহ্মণ স্বরূপ বিশেষ। এই ব্রাহ্মণ সংসারের মহিমা এর স্বতন্ত্রতা। এই সংসারের প্রত্যেক আত্মা বিশেষ। প্রত্যেক আত্মাই স্বরাজ্যধারী রাজা। প্রত্যেক আত্মা স্মৃতির তিলকধারী, অবিনাশী তিলকধারী, স্বরাজ্য তিলকধারী, পরমাত্ম হৃদয়-সিংহাসনাসীন। সুতরাং সব আত্মাদের এই সুন্দর সংসারের মুকুট সিংহাসন আর তিলক থাকে। এমন সংসার সারা কল্পে কখনো শুনেছ বা দেখেছ ! যে সংসারের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার এক বাবা, একই পরিবার, একই ভাষা, একই নলেজ অর্থাৎ জ্ঞান, জীবনে একই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, একই বৃত্তি, একই দৃষ্টি, একই ধর্ম এবং একই ঈশ্বরীয় কর্ম ! এমন সংসার যেমন ছোট তেমনই মনোমুগ্ধকর। এইভাবে, তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মা তোমাদের মনে গীত গাও, আমাদের ছোট এই সংসার অতি অনুপম, অতি মনোহর। এই গীত গাও তোমরা ? এই সঙ্গমযুগী সংসার দেখে উৎফুল্ল হও ? কতো অনন্য সংসার ! এই সংসারের দিনচর্যাই স্বতন্ত্র। নিজের রাজ্য, নিজের নিয়ম, নিজের রীতি-নীতি, কিন্তু রীতিও উচ্চমার্গীয়, প্রীতিও অসামান্য। এইরকম সংসারবাসী ব্রাহ্মণ আত্মা তোমরা, তাই না ! এই সংসারেই তো থাক তোমরা, নয় কি ? কখনো নিজের সংসার ছেড়ে পুরানো সংসারে চলে যাও না তো ? এই কারণেই পুরানো সংসারের লোক বুঝতে অপারগ এইসব ব্রাহ্মণ কারা ! তারা তো বলে যে ব্রহ্মাকুমারীদের আচার-আচরণ তাদের নিজস্ব। জ্ঞান তাদের নিজস্ব। তোমাদের সংসারই যখন নতুন তখন সবকিছুই নতুন আর অনুপমই তো হবে, তাই নয় কি ! তোমরা সবাই নিজের দিকে দেখ, নতুন সংসারের জন্য নতুন সঙ্কল্প, নতুন ভাষা, নতুন কর্ম আছে তোমাদের ? এইরকম পর্যায়ে অনন্য সাধারণ হয়েছ তোমরা ? কোনো রকম পুরানো ভাব থেকে যায়নি তো ! সামান্যতমও পুরানো ভাব থাকলে পুরানো দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট করবে আর উঁচু সংসার থেকে নিচের সংসারে চলে যাবে। উঁচু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে তারা স্বর্গকে উঁচু দেখায় আর নরককে নিচু। সঙ্গমযুগী স্বর্গ সত্যযুগী স্বর্গ থেকেও উঁচু, কারণ এখন তোমরা উভয় দুনিয়ার নলেজফুল হয়েছ। এখানে, সবকিছু দেখে এবং জেনে তোমরা পৃথক হয়েও প্রিয় হয়েছ, সেইজন্য তোমরা মধুবনকে স্বর্গ মনে কর। তোমরা তো বলো, স্বর্গ দেখতে চাইলে এখন দেখ। ওখানে স্বর্গের বর্ণন তোমরা করবে না। এখন বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা তোমরা বলো যে আমরা স্বর্গ দেখেছি ! তোমরা লোককে চ্যালেঞ্জ করো যে স্বর্গ দেখতে চাইলে এখানে এসে দেখ। এইভাবেই তো তোমরা বলো, তাই না ! আগে তোমরা ভাবতে, শুনতে যে স্বর্গের পরীরা খুব সুন্দর হয়, কিন্তু কেউ তাদের দেখেনি। স্বর্গে এই এই হয়, এর সম্বন্ধে তোমরা অনেক শুনেছ কিন্তু এখন নিজেই স্বর্গের সংসারে পৌঁছে গেছ। নিজেই স্বর্গের পরী হয়ে গেছ। শ্যাম থেকে সুন্দর হয়ে গেছ, তাই না ! ডানা তো পেয়েছ, না ? জ্ঞান আর যোগের এমন অপরূপ পাখা পেয়েছ যা দিয়ে তোমরা তিন লোকে ভ্রমণ করতে পার। এমনকি সাইকিটিস্টদের কাছেও এমন তীব্রগতির সাধন নেই। সবাই তোমরা পাখা পেয়েছ ? কেউ বাকি থেকে যায়নি তো ! এই সংসারেরই গায়ন আছে - 'অপ্রাপ্ত কোনও বস্তু নেই ব্রাহ্মণ সংসারে।' এই কারণে গায়ন আছে, এক বাবাকে পেয়ে সবকিছু পেয়ে গেছি। শুধুমাত্র এক দুনিয়াই নয়, বরং তিন লোকের মালিক হয়ে যাও। এই সংসারের গায়ন আছে, সকলেই সদা দোলায় দুলতে থাকে। দোলায় দোলা ভাগ্যের লক্ষণ, এমন বলা হয়। এই সংসারের বিশেষত্ব কি ? কখনো অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দোলে, কখনো খুশির দোলায় দোলে, কখনো শান্তির দোলায়, কখনো জ্ঞানের দোলায় দোলে। পরমাত্ম-কোলের দোলায় দোলে। পরমাত্ম-কোল অর্থাৎ স্মরণে আত্মহারা অবস্থার দোলা। ঠিক যেমন পরমাত্ম স্মরণে তোমরা তন্ময় হয়ে যাও, নিমজ্জিত হও। এই অলৌকিক কোল সেকেন্ডে অনেক জন্মের দুঃখ বেদনা ভুলতে তোমাদের সমর্থ করে তোলে। এইভাবে তোমরা সবাই দোলায় নিরন্তর দুলতে থাক।

কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিলে যে এইরকম সংসারের অধিকারী হবে ! বাপদাদা আজ তাঁর নিজের প্রিয় সংসার দেখছেন। এই সংসার পছন্দ হয় ? তৃপ্তিদায়ক লাগে ? কখনো এক পা সেই সংসারে, এক পা এই সংসারে রাখ না তো ? ৬৩ জন্ম ওই সংসার দেখে নিয়েছ, অনুভব করেছ। কি পেয়েছ ? কিছু লাভ করেছ নাকি হারিয়েছ ? তন খুইয়েছ, মনের সুখ-শান্তি হারিয়েছ আর ধনও খুইয়েছ। সমস্ত সম্বন্ধ তোমরা হারিয়ে ফেলেছ। বাবা যে সুন্দর তন দিয়েছিলেন, তা' কোথায় হারিয়েছ ! যদি তোমরা ধনও একত্রিত কর তো সেটা কালোধান। স্বচ্ছ ধন কোথায় গেল ? যদি কিছু থাকেও তো তা' কাজের নয়। বলো তো কোটিপতি কিন্তু তা' দেখাতে পার ? তাহলে তো সবকিছুই হারিয়েছ, তবুও যদি তোমাদের বুদ্ধি সেদিকেই টানে, তবে কি বিচক্ষণ বলবে ! অতএব, নিজের এই শ্রেষ্ঠ সংসারকে সদা স্মৃতিতে রাখ। এই সংসারের এই

জীবনের বিশেষত্ব সदा স্মৃতিতে রেখে সমর্থ হও । স্মৃতিস্বরূপ হও, তাহলে নিজে থেকেই নষ্টমোহ হয়ে যাবে । পুরানো দুনিয়ার কোনও জিনিস বুদ্ধিতে স্বীকার ক'রনা । স্বীকার করা অর্থাৎ প্রবঞ্চিত হওয়া । প্রবঞ্চিত হওয়া অর্থাৎ দুঃখ নেওয়া । সুতরাং, কোথায় থাকতে হবে ? শ্রেষ্ঠ সংসারে নাকি পুরানো সংসারে । প্রভেদ সदा স্পষ্টতঃ ইমার্জ রূপে বজায় রাখ, সেটা কি আর এটা কি !

এইরকম ছোট এবং অসামান্য সংসারে থাকা ব্রাহ্মণ আত্মাদের, সदा সিংহাসনাসীন আত্মাদের, সदा দোলায় দোদুল্যমান আত্মাদের, সदा স্বতন্ত্র এবং পরমাত্ম অনুরাগী বাচ্চাদের পরমাত্ম-স্মরণ, পরমাত্ম-স্নেহ আর নমস্কার ।

সেবাধারী টিচার বোনেদের সাথে:- সেবাধারী অর্থাৎ ত্যাগী তপস্বী আত্মা । সেবার ফল তোমরা সदाই লাভ করো, কিন্তু ত্যাগ আর তপস্যার দ্বারা তোমরা অগ্রচালিত হতে থাকবে । লক্ষ্য ঠিক রাখ, সदा নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে সেবা করতে হবে এবং সেবার প্রমাণ দিতে হবে । লক্ষ্য যত দৃঢ় হবে বিল্ডিংও ততই মজবুত হবে । সুতরাং নিজেদের সেবাধারী মনে করে নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলো । যেমন বাবা তোমাদের সম্বন্ধে নির্বাচন করেছেন, ঠিক সেভাবেই তোমরাও প্রজাদের নির্বাচন কর । নিজেরা সदा নির্বিল্ল হয়ে সেবাকেও নিরন্তর নির্বিল্ল বানাও । সেবা তো সবাই করে কিন্তু সেবা নির্বিল্ল হওয়া উচিত, আর এতেই তোমরা নম্বর প্রাপ্ত কর । তোমরা যেখানেই থাক, সেখানে তোমরা সব স্টুডেন্টের বিল্ল থেকে বিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন, সেখানে বিল্ল-তরঙ্গ উৎপন্ন হতে দিও না । বাতাবরণ শক্তিশালী হতে দাও । একেই বলে, নির্বিল্ল আত্মা । এই লক্ষ্য রাখ, স্মরণের এমন বাতাবরণ হবে যে কোনরকম বিল্ল আসতে পারবে না । সুতরাং নির্বিল্ল হয়ে বিল্ল-বিমুক্ত সেবাধারী হও ।

বিভিন্ন গ্রুপের সাথে :- ১) "সেবা করো আর সন্তুষ্টি নাও" । শুধুমাত্র সেবা নয়, বরং এমনভাবে সেবা করো যাতে সন্তুষ্টি থাকে এবং সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় । আশীর্বাদ-পূর্ণ সেবা সহজেই তোমাদের সফলতা লাভ করায় । প্ল্যান অনুযায়ী সেবা তো করতে হবেই আর অনেক কর । খুশির সাথে, উদ্যমের সাথে কর, কিন্তু এই খেয়াল অবশ্যই রাখ, যে সেবা আমি করেছি তা'তে কি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে ? নাকি শুধুই পরিশ্রম করেছি । যেখানে আশীর্বাদ থাকবে সেখানে পরিশ্রম হবে না । সুতরাং এখন লক্ষ্য রাখ, যার সাথেই তোমরা সম্পর্কে আসবে তার থেকে অবিরত আশিস নিতে হবে । যখন সবার আশীর্বাদ নেবে তখন অর্ধেক কল্প তোমাদের জড় চিত্র নিরন্তর আশীর্বাদ দিয়ে যাবে । তোমাদের ছবির কাছে তারা আশীর্বাদই তো নিতে আসে, তাই না ? দেবী-দেবতার মূর্তির কাছে তারা আশীর্বাদ নিতে যায়, যায় না ? এই সময় তোমরা প্রত্যেকের থেকে আশীর্বাদ জমা করো, তবেই তো তোমাদের ছবির মাধ্যমে নিরন্তর আশীর্বাদ দিতে থাকো । ফাংশন করো, র্যালি (rally) করো... ভি. আই. পি.দের, আই. পি.দের সার্ভিস করো, সবকিছু করো কিন্তু আশীর্বাদ থাকবে এমন সেবা করো ।

(আশীর্বাদ নেওয়ার সাধন কি ?)'হাঁ জী'র পাঠ অর্থাৎ 'সর্বক্ষেত্রে সदा প্রস্তুত'-এর পাঠ মজবুত হতে দাও । কখনও কাউকে না না ব'লে সাহসহীন বানিও না । যেমন ধর, যদি কেউ ভুলও (রং) হয়, তৎক্ষণাৎ তাকে বলোনা, 'তুমি ভুল' । প্রথমে তাকে আশ্বাস দাও, সাহস দাও । তাকে হাঁ ব'লো আর তারপরে তাকে বোঝাও সে বুঝে যাবে । যদি প্রথম থেকেই তাকে 'না' ব'লো তবে তার যে সামান্যও সাহস হবে সেটাও শেষ হয়ে যাবে । রং হতেও পারে, কিন্তু যদি তুমি তাকে ব'লো তুমি রং, সে কখনো নিজেকে রং ভাবে না, সেইজন্য প্রথমে তাকে হাঁ ব'লো, সাহস বাড়াও, আর তখন সে নিজেই নিজের জাজমেন্ট করে নেবে । রিগার্ড দাও । এই বিধি শুধু আপন করে নাও । যদি রং হয়ও প্রথমে 'ভালো' ব'লো, প্রথমে তার সাহস আসতে দাও । কেউ যদি ভূপতিত হয়, তবে কি তাকে আরও ধাক্কা দেবে নাকি উঠাবে ?...তাকে সাহচর্য দিয়ে আগে দাঁড় করাও । একেই বলে উদারতা । যারা সহযোগী হবে তাদের সবসময় সহযোগী বানাও । তুমিও সামনে, আমিও সামনে । একসাথে এগিয়ে চলো । হাতে হাত মিলিয়ে চললে সফলতা হবে আর সন্তুষ্টিতার আশীর্বাদ তোমরা লাভ করবে । এমন আশীর্বাদ নিতে মহান হও, তবে সেবায় স্বতঃই মহান হয়ে যাবে ।

সেবাধারীদের সাথে :- সেবা করতে করতে নিজেদের কর্মযোগী স্থিতিতে স্থিত হওয়ার অনুভব কর ? নাকি কর্ম করাকালীন স্মরণ কম হয়ে যায় আর কর্মে বুদ্ধি বেশি থাকে ! কারণ স্মরণে থেকে কর্ম করলে সেই কর্ম করতে কখনো ক্লান্তি অনুভূত হয় না । যারা স্মরণে থেকে কর্ম করে তারা সদাসর্বদা খুশির অনুভব করবে । কর্মযোগী হয়ে কর্ম কর অর্থাৎ সেবা কর, তাই না ? কর্মযোগী হওয়ার অভ্যাসে রত সকলেই সदा প্রতি পদে তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ বানায় । ভবিষ্যৎ-খাতা সदा পরিপূর্ণ এবং বর্তমানও সदा শ্রেষ্ঠ । এইরকম কর্মযোগী হয়ে তোমাদের সেবার পাট প্লে কর, ভুলে যাও না তো ? মধুবনে সেবাধারী রয়েছে আর তাই মধুবন নিজে থেকেই বাবাকে স্মরণ করায় । সর্বশক্তির ভান্ডার সঞ্চয়

করেছ তো, তাই না ! এত সঞ্চয় করেছ যে তোমরা সদা ভরপুর থাকবে । সঙ্গমযুগে তোমাদের ব্যাটারী সবসময় চার্জড থাকে । দ্বাপর থেকে ব্যাটারী দুর্বল হতে থাকে । সঙ্গমে সদা পরিপূর্ণ, সদা চার্জড । সুতরাং মধুবনে ব্যাটারী ভরতে আস না, মিলন উদযাপন করতে আস । বাবা আর বাচ্চাদের মধ্যে স্নেহ আছে, সেইজন্য পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়া, তাঁর থেকে শোনা, এটা সঙ্গমযুগের উৎসব-উল্লাস । আচ্ছা ।

ইয়ুথ র্যালীর সফলতার জন্য বাপদাদার বরদানী মহাবাক্য

তোমরা ইয়ুথ উইং তৈরি করতে পার । যাই করো, সন্তুষ্টতা এবং সফলতা যেন থাকে, আর তো সেবার জন্যই জীবন । নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনায় যদি কেউ কার্য করে, তবে তা'তে কোনও বাধা নেই । প্রোগ্রাম আছে, তোমরা মনে করছ তোমাদের করতে হবে তখন সেটা অন্যরকম হয়ে যায় । কিন্তু নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনায় কেউ যদি কার্য করতে চায় তো কোনও লোকসান নেই । যেখানেই যাবে সেখানে যার সাথেই সাক্ষাৎ হবে, অন্য যে কেউ দেখবে, সেটাতেই সেবা । শুধুমাত্র কখনই সেবা হয় না, তোমাদের চেহারা যেন সদা উৎফুল্ল থাকে । লক্ষ্য রাখ, উৎসাহ-উদ্দীপনায় খুশির সাথে আধ্যাত্মিক খুশির ঝলক প্রদর্শন করে এগিয়ে যেতে হবে । শুধুমাত্র বাধ্যবাধকতায় যেন কেউ সেবা ক'রনা । প্রোগ্রাম হয়ে আছে, সুতরাং করতেই হবে, এইরকম ব্যাপার নয়, তারা নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যদি করে তাহলে তো সেটা ভালোই ।

যদি কারও মধ্যে উদ্যম না থাকে তবুও করতে হবে, তেমন ব্যাপার নয়, তাদের করার দায়বদ্ধতা নেই । কার্যতঃ গোল্ডেন জুবিলির আগে পর্যন্ত সব এরিয়া কভার করার যে লক্ষ্য ছিল, আর তাই, যারা পায়ে হেঁটে তাদের গ্রুপে আসবে, ঠিক তেমনই যারা বাসে আসে তারাও যেন সেখানে থাকে । বাসে করে প্রত্যেক জোন বা প্রত্যেক এরিয়ায় সেবা করে তারা দিল্লি পৌঁছাতে পারে । দু'রকম গ্রুপ বানাও । একটা গ্রুপ যারা বাসে করে আসার পথে সেবা করে আসে, আরেকটা গ্রুপ পায়ে হেঁটে । ডবল হয়ে যাবে । তোমরা তো ইয়ুথ, করতে পার, পার না তোমরা ! তাদের শক্তি কোথাও তো প্রয়োগ করতে হয়ই, এটা বরং ভালো হবে যদি সেই শক্তি সেবাতে লাগে । তখন উভয় অভিপ্রায় সফল হয়ে যায়, সেবাও সফল হবে আর তোমরা যে নাম রেখেছ 'পদযাত্রা', তো সেটাও সফল হবে । যদি বিভিন্ন স্টেট আগে থেকেই তাদের (পদযাত্রীদের) ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যবস্থা করে, তাহলে অটোমোটিক্যালি আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে । যতই হোক, আধ্যাত্মিক পদযাত্রা হিসেবে এটা প্রতীয়মান হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । পদযাত্রা যেন শুধু দৃশ্যতঃ না হয়, আধ্যাত্মিকতা এবং খুশির ঝলকও যেন তা'তে থাকে । তখনই নতুন প্রতীয়মান হবে । অন্যান্য লোকের পদযাত্রার মতো যেন সাধারণ দৃষ্টিগোচর না হয়, বরং তা' এমন প্রতীয়মান হতে দাও যে তোমরা ডবল যাত্রী, একক যাত্রা কর না । তোমরা স্মরণের যাত্রাও কর, পদযাত্রাও কর । ডবল যাত্রার প্রভাব যদি মুখমন্ডলে দেখা যায় তাহলে সেটা ভালো ।

বিশ্বের রাজনেতাদের প্রতি বাপদাদার মধুর সন্দেশ

বিশ্বের প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার শুভ ভাবনা, শুভ কামনায় নিজ নিজ কার্যে তৎপর । যাই হোক, তাদের ভাবনা অনেক শ্রেষ্ঠ হলেও, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেমন হওয়া উচিত তেমন হয় না - এটা কেন ? কারণ আজকের লোকের মধ্যে এবং নেতাদেরও অনেকের মধ্যে মনের ভাবনা, সেবার ভাব, প্রেম ভাবের পরিবর্তে তা' স্বার্থ ভাবে, ঈর্ষা ভাবে বদলে গেছে । সেইজন্য এই ফাউন্ডেশনকে সমাপ্ত করার জন্য প্রাকৃতিক শক্তি, বৈজ্ঞানিক শক্তি, ওয়ার্ল্ডলি নলেজের শক্তি, রাজ্যের অর্থনীতির শক্তি দ্বারা তারা অনেক প্রচেষ্টা করেছে, কিন্তু বাস্তবিক সাধন স্পিরিচুয়াল পাওয়ার, যার মাধ্যমে মনের ভাবনা সহজে পরিবর্তন হতে পারে । সেইদিকে অ্যাটেনশনের অভাব রয়েছে, সেইজন্য পরিবর্তিত ভাবনার বীজ সমাপ্ত হয় না । অল্প সময়ের জন্য দমিত হয়ে থাকে । কিন্তু সময় অনুসারে আরও উগ্ররূপে প্রত্যক্ষীভূত হয় । সেইজন্য স্পিরিচুয়াল বাবার স্পিরিচুয়াল বাচ্চাদের তথা আত্মাদের প্রতি এই সন্দেশ - সদা নিজেকে স্পিরিট (সোল) মনে করে স্পিরিচুয়াল বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে স্পিরিচুয়াল শক্তি নিয়ে নিজের মনের নেতা হও, তবেই রাজ্য নেতা হয়ে অন্যদেরও মনের সব ভাবনার পরিবর্তন করতে পারবে । তোমাদের মনের সঙ্কল্প আর লোকের প্র্যাকটিক্যাল কর্ম এক হয়ে যাবে । দুইয়ের সহযোগে সফলতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুভব হবে । স্মরণে রাখতে হবে যে সেলফ রুল অধিকারীই সদা রাজনেতার রুল অধিকারীর যোগ্য হতে পারবে এবং স্বরাজ্য তোমাদের স্পিরিচুয়াল ফাদারলি বার্থ রাইট । এই বার্থ রাইটের শক্তি দ্বারা সদা রাইটিয়াস

অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতার শক্তিও অনুভব করবে আর সাদা সফল হবে ।

বরদান:-

সংগঠনে থাকাকালীন লক্ষ্য এবং গুণকে সমান বানিয়ে সদা শক্তিশালী আত্মা ভব*

সংগঠনে পরস্পরকে দেখে তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা হতে পারে, তাহলে অসাবধানতা বা আলস্যও আসতে পারে। তোমরা তখন ভাবো ইনিও এটা করেছেন, আমিও যদি করি তো কি হবে? সেইজন্য সংগঠন থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার সহযোগ নাও। সব কর্ম করার আগে এই বিশেষ অ্যাটেনশন এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে নিজেকে সম্পন্ন বানিয়ে স্যাম্পল হতে হবে। আমাকে এইরকম হয়ে অন্যকেও করাতে হবে। তারপরে বারংবার এই লক্ষ্য ইমার্জ করো। সবসময় তোমার লক্ষ্যের সাথে এর গুণকে সমকক্ষ করে তোল, তবেই শক্তিশালী হয়ে যাবে।

স্লোগান:-

লাস্টে ফাস্ট (দ্রুত) যেতে হলে সাধারণ আর ব্যর্থ সঙ্কল্পে সময় নষ্ট করনা।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবাইকে এই খুশীর খবর শোনাও যে, ভারত পুনরায় স্বর্গ হতে চলেছে, হেভেনলী গড ফাদার এসে গেছেন"

প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক হওয়ার নেশা থাকে তাদের লক্ষণ কেমন হবে ?

উত্তরঃ - তাদের মনে কোনোরূপ দুঃখ আসতে পারে না। তাদের মধ্যে এই নেশা থাকে যে, আমি হলাম শ্রেষ্ঠ আত্মা, অসীম জগতের বাবা আমাদেরকে এইরকম (লক্ষ্মী-নারায়ণ) তৈরী করছেন। তাদের আচার-আচরণ অনেক রাজকীয় হবে। তারা অন্যদেরকে এই খুশীর খবর না শুনিয়ে থাকতে পারবে না।

ওম্ শান্তি । বাবা বুঝিয়ে দেন আর বাচ্চারাও এটা জানে যে, মুখ্যতঃ ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে এই খুশীর খবর পৌঁছে দিতে হবে। তোমরা সবাই হলে বার্তা বাহক, অত্যন্ত খুশীর এই সুখবর সবাইকে দিতে হবে যে, ভারত পুনরায় স্বর্গ হচ্ছে অথবা ভারতে পুনরায় স্বর্গের স্থাপন হচ্ছে। বাবা, যাকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হয়, তিনিই স্বর্গের স্থাপনা করতে এসেছেন। বাচ্চারা তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ আছে যে, এই খুশীর খবর সবাইকে ভালো রীতিতে শোনাও। প্রত্যেকেই নিজের ধর্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। তোমরাও উদ্বিগ্ন থাকো, তোমরা খুশীর খবর শোনাতে থাকো, ভারতে সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে অর্থাৎ ভারত পুনরায় স্বর্গ হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে এই খুশি হওয়া চাই - এখন আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। যাদের মধ্যে এই খুশী থাকে, তাদের কোনোপ্রকারের দুঃখের অনুভব হয়না। এটাতো বাচ্চারা জানে যে, নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অবলা নারীদের উপর অনেক অত্যাচার হয়। বাচ্চাদের সর্বদাই এই স্মৃতিতে থাকতে হবে যে, আমরা ভারতে অসীম জগতের খুশীর খবর শোনাচ্ছি। যেরকম বাবা পর্চা (প্রচার পত্র) ছাপিয়েছেন, ভাই-বোনেরা এসে এই খুশীর খবর শোনো। সারাদিন এই চিন্তাই থাকে যে, কিভাবে সবাইকে এই খুশীর খবর শোনাবো। অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের আশীর্বাদ দিতে এসেছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে সারাদিন খুশীতে থাকতে হবে। তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ আত্মা, এইজন্য তোমাদের মধ্যে কোনোরূপ বন্য আচরণ যেন না থাকে। তোমরা জানো যে, তোমরা বাঁদরের থেকেও অধম ছিলে। এখন বাবা তোমাদেরকে এইরকম দেবী-দেবতা তৈরি করছেন। তাই তোমাদের অনেক খুশীতে থাকতে হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাচ্চাদের মধ্যে না সেই খুশী থাকে আর না সেই উৎসাহের সাথে সবাইকে এই খুশীর খবর শোনায়। বাবা তোমাদেরকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন। সকলের কানে এই খুশীর খবর দিতে থাকো। ভারতবাসীরা এটা জানেইনা যে, আমাদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কবে রচিত হয়েছিলো? তারপর কোথায় গেলো? এখন তো শুধু চিত্রই আছে। অন্যান্য সকল ধর্ম আছে, কিন্তু শুধু আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই। ভারতের মধ্যেই এইসব চিত্র আছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন। তাই তোমরা সবাইকে এই খুশীর খবর শোনাও তো তোমাদের মধ্যেও এই খুশী থাকবে। প্রদর্শনীতে তোমরা সবাইকে এই খুশীর খবর শোনাও, তাইনা! এখানে এসে অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের আশীর্বাদ নাও। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন, তাই না। তাহলে তাঁরা কোথায় গেলেন ? এটা কেউই বুঝতে পারেনা, এইজন্য বলা হয় যে, মুখটা মানুষের মতো, কিন্তু আচার-আচরণ একদম বাঁদর সমান। এখন তোমাদের মুখমন্ডল মানুষের মতো আর আচার-আচরণ দেবতাদের মতো হচ্ছে। তোমরা জেনে গেছো যে, তোমরা পুনরায় সর্বগুণ সম্পন্ন হচ্ছে। আবার অন্যদেরকেও এই পুরুষার্থ করাতে হবে। প্রদর্শনীতে সেবা করা তো খুব ভালো। যার গৃহস্থ ব্যবহারের কোনো বন্ধন নেই, বাণপ্রস্তু আছে অথবা বিধবা আছে, কুমারী আছে, তাদের তো সেবা করার অনেক সুযোগ আছে। তাদের সেবাতে লেগে যাওয়া উচিত। এই সময় বিবাহ করা মানে নিজের সর্বনাশ করা, বিবাহ না করাই ভালো। বাবা বলেন যে, এই মৃত্যুলোক, পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে, তাই তোমাদেরকে সেবাতে লেগে যাওয়া উচিত। এখন তোমাদের প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনী করতে হবে। যে সেবাধারী বাচ্চা হবে, তার সেবা করার অনেক শখ থাকবে। কোনো কোনো বাচ্চা বাবাকে বলে যে, বাবা আমি চাকরী ছেড়ে দেবো? বাবা দেখেন যে, এই বাচ্চা ভালো সেবা করতে পারে, তখন তাকে সেবা করার জন্য সম্মতি দেন। এইরকম খুশীর খবর সবাইকে শোনানো চাই। বাবা বলেন যে, এসে নিজের রাজ্য-ভাগ্য গ্রহণ করো। তোমরা ৫ হাজার বছর আগেও রাজ্য-ভাগ্য নিয়েছিলে, এখন পুনরায় গ্রহণ করো। শুধু আমার শ্রীমতে চলো।

দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কি কি অপগুণ আছে? তোমরা এই ব্যাজের উপর তো অনেক সেবা করতে পারো, এটা সেবা করার খুব ভালো সাধন। হয়তো এই ব্যাজের ক্রয়মূল্য খুবই কম, কিন্তু এর দ্বারা অনেক উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারো।

সাধারণ মানুষ পড়াশোনা করার জন্য বই আদি ক্রয় করতে অনেক অর্থ ব্যয় করে। এখানে তো বইপত্রের কথা নেই। শুধু সকলের কানে এই খুশীর খবর দিতে হবে, এটাই হলো বাবার সত্য মন্ত্র। অন্যরা তো মিথ্যা মন্ত্র দিয়ে দেয়। মিথ্যা জিনিসের কোনো মূল্য হয়না। হীরের মূল্য হয়, নাকি পাথরের। এই যে গায়ন আছে যে, এক একটি কথা লক্ষ টাকার সমান। সেটা এই জ্ঞানের জন্যই বলা হয়েছে। বাবা বলেন যে, শাস্ত্র তো অনেক আছে। তুমি অর্ধকল্প পড়াশোনা করে এসেছো, তার থেকে তো কিছু প্রাপ্ত হয়নি। এখন তোমাদেরকে জ্ঞানরত্ন দিচ্ছি। সেটা তো হল শাস্ত্রের অর্থরিটি। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর এক একটি জ্ঞানের পয়েন্ট লক্ষ কোটি টাকার সমান। তোমরা বিশ্বের মালিক হও। সেখানে গিয়ে পদ্মপতি হও। এই জ্ঞানেরই মহিমা হয়। তারা তো শাস্ত্র আদি পড়ে কাঙ্গাল হয়ে যায়। তাই এখন এই জ্ঞানরত্নের দানও করতে হবে। বাবা খুব সহজ যুক্তি বলে দেন। বলা, তোমরা নিজের ধর্মকে ভুলে বাইরে দিকব্রান্ত হচ্ছে। তোমরা ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে, সেই ধর্ম এখন কোথায় গেল? ৮৪ লক্ষ যোনি বলায় কারণে কোনো কথাই বুদ্ধিতে বসেনা। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তুমি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়েছো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলেন, তাই না। এখন ধর্মব্রষ্ট-কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছেন। অন্যান্য সব ধর্ম আছে, শুধু আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মই নেই। যখন এই ধর্ম ছিলো, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। কত সহজ আছে। ইনি হলেন বাবা, আর ইনি দাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো বি.কে.-রাও অগণিত হবে, তাই না। বাবা এসে রাবণের জেল থেকে, শোক বাটিকা থেকে মুক্ত করেন। শোক বাটিকার অর্থও কেউ বোঝে না। বাবা বলেন যে, এটা হল শোকের অর্থাৎ দুঃখের দুনিয়া। সেটা তো হল সুখের দুনিয়া। তোমরা নিজেদের শান্তির দুনিয়া আর সুখের দুনিয়াকে স্মরণ করতে থাকো। নিরাকারী (Incorporeal World) দুনিয়া বলা হয়, তাই না। ইংরাজি শব্দ তো খুব ভালো। ইংরাজি তো চলেই আসছে। এখন তো অনেক ভাষা হয়ে গেছে। মানুষ কিছুই বোঝেনা - এখন বলে যে, নিগুণ বাল্য সংস্থা....নিগুণ অর্থাৎ কোনো গুণ নেই। এইরকমই সংস্থা বানিয়ে দেয়। নিগুণেরও অর্থ বোঝেনা। অর্থ না বুঝেই নাম রেখে দেয়। এরকম অনেক সংস্থা আছে। ভারতে একটাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের সংস্থা ছিলো, আর অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। কিন্তু মানুষ ৫০০০ বছরের পরিবর্তে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। তাই এখন তোমাদের, সবাইকে এই অজ্ঞান অন্ধকার থেকে বের করতে হবে। সেবা করতে হবে। যদিও এই নাটক দৈবনির্দিষ্ট আছে, কিন্তু শিব বাবার যন্তু থেকে থাকে, পান করবে, আর সেবা কিছুই করবেনা তো ধর্মরাজ অবশ্যই শাস্তি দেবে, এইজন্য বাবা এখন সাবধানী দিচ্ছেন। সেবা করা তো খুব সহজ আছে। প্রেম-পূর্বক কাউকে বোঝাতেই পারো। বাবার কাছে কারোর এমন সমাচার আসে যে, আমি মন্দিরে গিয়েছিলাম, গঙ্গাঘাটে গিয়েছিলাম। সকালে উঠে মন্দিরে যায়, ধর্মীয় মানসিকতা যুক্ত আত্মাদের বোঝানো সহজ হবে। সবথেকে ভালো হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে সেবা করা। আচ্ছা, তাঁদেরকে এইরকম তৈরী করেছেন শিববাবা, সেখানে গিয়ে বোঝাও। জঙ্গলে আগুন লেগে যাবে, এইসব কিছু শেষ হয়ে যাবে, তারপর তোমাদের অভিনয়ও সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা গিয়ে রাজবংশে জন্ম নেবে। রাজ্যপদ কিভাবে প্রাপ্ত হবে, সেটা পরে জানতে পারবে। নাটকে আগে থেকেই অল্প একটু শুনিয়ে দেবো। তোমরা জেনে যাবে যে, তোমরা কি পদ পাবে। যে বেশী দান-পূণ্যাদি করবে, সে রাজার পদ প্রাপ্ত করবে, তাই না। রাজার কাছে ধন-সম্পদ অনেক থাকে। এখন তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকো।

ভারতবাসীদের জন্যই এই জ্ঞান আছে। বলা, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে, পতিত থেকে পবিত্র বানাতে বাবা এসেছেন। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করা কত সহজ আছে। কিন্তু এতটাই তমোপ্রধান বুদ্ধি হয়ে গেছে যে, কিছুই ধারণা হয় না। বিকারের প্রবেশ হয়। বণ্য পশুও অনেক ধরনের হয়, কারোর মধ্যে ক্রোধের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে, প্রত্যেক পশুর স্বভাব আলাদা-আলাদা হয়। দুঃখ দেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের হয়। সবথেকে প্রথম দুঃখদায়ী বিকার হলো কাম কাটারি চালানো। রাবণের রাজ্যেই এই বিকার থাকে। বাবা তো প্রত্যেকদিন বোঝাতে থাকেন যে, অনেক ভালো ভালো বস্তু আছে, বেচারী জেলের মধ্যে বন্দী আছে, যাকে বন্ধনে আবদ্ধ বলা হয়। বাস্তবে তাদের মধ্যে যদি জ্ঞানের পরাকার্তা হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। কিন্তু মোহের ধাগাও কম নয়। সন্ন্যাসীদেরও ঘর-পরিবারের কথা স্মরণে আসে, অনেক কষ্ট করে সেই মোহের ধাগা কাটাতে হয়। এখন তোমাদেরকে তো মিত্র-সম্বন্ধী আদি সবাইকে তো ভুলতেই হয়, কেননা এই পুরানো দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে। এই শরীরকেও ভুলে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পবিত্র হতেই হবে। ৮৪ জন্মের অভিনয় তো করতেই হবে। তার আগে তো কেউই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে অনেক খুশী থাকা চাই। এখন আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাচ্ছি। অভিনয় সম্পূর্ণ হয়েছে, উৎকর্ষা হওয়া চাই যে- বাবাকে সবসময় স্মরণ করবো। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। ঘরে গিয়ে পুনরায় সুখধামে আসবো। কেউ মনে মনে ভাবে যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু যাবে কোথায়? প্রথমে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পরিশ্রম তো করতেই হবে, তাই না। প্রথমে নিজের নাড়ি দেখো - তোমরা কতখানি যোগ্য হতে পেরেছো? স্বর্গে গিয়ে কি করবে? প্রথমে তো

যোগ্য হতে হবে, তাই না! বাবার সুপুত্র বাচ্চা হতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগ্য সুপুত্র আছেন, তাই না। বাচ্চাদেরকে দেখে ভগবানও বলেন যে, এ খুব ভালো, সেবা করার যোগ্য আছে। আবার কোনো কোনো বাচ্চাকে বলতে হয় যে, এ সেবা করার যোগ্য নয়। নিজেই নিজের পদ নষ্ট করে। বাবা তো সত্য কথা বলেন, তাই না। আহ্বানও করে - পতিত-পাবন এসো, এসে সুখধামের মালিক বানাও। তারা তো অসীম সুখ প্রার্থনা করে। তাই বাবা বলেন যে, কিছু তো সেবা করার যোগ্য হও। যে আমার ভক্ত হবে, তাকে এই খুশীর খবর শোনাও যে, এখন শিববাবা আশীর্বাদ দিতে এসেছেন। তিনি বলেন যে, - আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। এই পুরানো দুনিয়ায় আগুন লেগে যাবে। সামনে তোমাদের লক্ষ্যকে দেখো, তাহলে অনেক খুশীতে থাকতে পারবে। কারণ তোমাদেরকে এরকম হতে হবে। সারাদিন বুদ্ধিতে এটাই স্মরণ থাকলে কখনোই কোনো পাপকর্ম হবেনা। আমরা এরকম হতে চলেছি, তাহলে আমরা খারাপ কাজ কি করে করতে পারি ? কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে না থাকলে তো এরকম যুক্তিও রচনা করতে পারেনা, নিজের উপার্জন করে না। প্রাপ্তি তো অনেক শ্রেষ্ঠ হয়। ঘরে বসে সবাইকে নিজের উপার্জন করতে হবে আর অন্যদেরকেও করাতে হবে। ঘরে বসে এই স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। অন্যদেরকেও স্বদর্শন চক্রধারী বানাতে হবে। যত বেশী পরিমাণ আত্মাদেরকে স্বদর্শন চক্রধারী বানাতে, তত বেশী তোমার পদও শ্রেষ্ঠ হবে আর এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হতে পারবে, তোমাদের উদ্দেশ্যই এটা আছে। সবাই সূর্যবংশী হওয়ার জন্যই তো হাত তোলে। এই চিত্রও প্রদর্শনীতে অনেক কাজে আসবে। এর উপর বোঝাতে হবে। আমাদেরকে সর্বোচ্চ বাবা যাকিছু শোনাচ্ছেন, সেটাই আমরা শুনি। ভক্তিমার্গের কোনো কথা শুনতে আমরা পছন্দ করি না। এই চিত্র তো খুব ভালো জিনিস আছে। এর উপর তোমরা খুব ভালো সেবা করতে পারো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের নাড়ি টিপে দেখতে হবে যে, আমি কতখানি যোগ্য হতে পেরেছি ? যোগ্য হয়ে সেবা করার প্রমাণ দিতে হবে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার দ্বারা বন্ধনমুক্ত হতে হবে।

২) এক বাবার শ্রীমতে চলে অপগুণগুলিকে ভিতর থেকে বের করে দিতে হবে। দুঃখদায়ী স্বভাবকে ছেড়ে সুখদায়ী হতে হবে। জ্ঞানরঞ্জনের দান করতে হবে।

বরদান:- নিয়তি নির্ধারিত জেনেও শ্রেষ্ঠ কর্মগুলির প্রত্যক্ষরূপ দান করে সর্বদা সমর্থ ভব*

ব্যখ্যা :- নতুন শ্রেষ্ঠ জগৎ সৃষ্টি হতে চলেছে, এই নিশ্চিত ভবিষ্যতকে জেনেও *সমর্থ ভব*-র বরদানী বাচ্চারা শুধুমাত্র কর্ম আর ফলের, পুরুষার্থ আর প্রালঙ্কের, নিমিত্ত আর নির্মাণের কর্ম দর্শন অনুসারে নিমিত্ত হয়ে কার্য করে। জগৎবাসী কোনো আশার আলো দেখতে পায় না। আর তোমরা বলো যে, এই কার্য অনেকবার হয়েছে, এখনও হয়েই আছে। কেননা স্ব-পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণের সামনে কোনো প্রমাণের আবশ্যকতাই নেই। সাথে সাথে পরমাত্ম কার্য সর্বদা সফল হয়ে আছেই।

স্লোগান:- কথা কম, কাজ বেশী - এই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মহান বানিয়ে দেবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের অপার খুশী হওয়া উচিত, যে আমরা এখন পুরানো কাপড় ত্যাগ করে গৃহে যাবো আবার নূতন কাপড় নেবো নূতন দুনিয়াতে"

প্রশ্ন:- ডামার কোন্ রহস্য অতি সূক্ষ্ম- বোঝার মতো?

উত্তর:- এই ডামা উকুনের মতো টিক্ টিক্ করে চলতেই থাকে। যার যে অ্যাক্ট ছিলো সেটা আবার হুবহু ৫ হাজার বছর পরে রিপিট হবে, এই রহস্য খুবই সূক্ষ্ম- বুঝতে হবে। যে বাচ্চারা এই রহস্যটা যথামত ভাবে বুঝতে পারে না, তখন বলে দেয় ডামাতে থাকলে পুরুষার্থ করে নেবে, তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে, এরপর বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে আর পবিত্র হয়ে উঠতে হবে। বলেও থাকে- হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করো, কারণ মনে করে আমরা হল্যাম পতিত বুদ্ধি সম্পন্ন। বুদ্ধিতেও বলে এটা হল্যো আয়রণ এজড দুনিয়া। নূতন দুনিয়াকে সতোপ্রধান, পুরানো দুনিয়াকে তমোপ্রধান বলা হয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমারা এখন বাবাকে পেয়েছো, ভক্তের ভগবান প্রাপ্তি হয়েছে, বলাও হয় ভক্তির পরে ভগবান এসে ভক্তির ফল দেন, কারণ পরিশ্রম করে বলে তার ফলও চায়। ভক্ত কেমন পরিশ্রম করে সেটা তো তোমরা জানো। তোমরা অর্ধ- কল্প ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। ভক্তি করতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছো। এটাও ডামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। পরিশ্রম করা হয় লাভবান হওয়ার জন্য। মনে করে ভগবান এসে ভক্তির ফল দিলে, তো যিনি ফল দেন ভগবানই থাকেন। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে কারণ ভক্তিতে আছে দুঃখ, তো বলে এসে আমাদের দুঃখ হরণ করো, পবিত্র করো।

কেউই জানে না যে, এখন হল্যো রাবণ রাজ্য। রাবণই পতিত করেছে। বলেও থাকে রাম রাজ্য চাই, কিন্তু সেটা কবে, কীভাবে হবে- কারোরই সেটা জানা নেই। আত্মা ভিতরে-ভিতরে মনে করে এখন হল্যো রাবণ রাজ্য। এটা হল্যোই ভক্তি মার্গ। ভক্ত অনেক নাচ তামাশা করে। খুশীও হয় আবার কাঁদতেও থাকে। ভগবানের প্রতি প্রেমে অশ্রু এসে যায়, কিন্তু ভগবানের সাথে পরিচিত নয়। যাঁর প্রতি প্রেমে অশ্রু এসে যায় তাকে জানতে হবে তো! চিত্র থেকে তো কিছু পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, অনেক ভক্তি করলে তো সাক্ষাৎকার হয়। ব্যাস, এটাই ওদের জন্য খুশীর ব্যাপার। ভগবান নিজে এসেই নিজের পরিচয় দেন যে আমি কে। আমি যে হই, যেমন হই, দুনিয়াতে কেউ জানে না। তোমাদের মধ্যে যারা বাবা বলে তাদের মধ্যেও কেউ সুপরিপক্ক, কেউ কাঁচা। দেহ-অভিমান ভাঙতেই পরিশ্রম হয়। দেহী-অভিমानी হতে হবে। বাবা বলেন তোমরা হলে আত্মা, তোমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছে। এখন আত্মার তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মা বুঝতে পারছে। বাচ্চারা, তোমাদের সমগ্র সৃষ্টি চক্রের নলেজ বাবা দেন। বাবা হলেন নলেজফুল তাই বাচ্চাদেরও নলেজ দেন। কেউ জিজ্ঞাসা করে শুধুমাত্র তোমরাই ৮৪ জন্ম নাও। বলা হ্যাঁ- আমাদের মধ্যে কেউ ৮৪ জন্ম নেয়, কেউ ৮২ জন্ম নেয়। কেউ সব চেয়ে বেশী ৮৪ জন্ম নেয়। ৮৪ জন্ম তাদের হয় যারা শুরুতে আসে। যারা ভালো ভাবে পড়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে, তারা আগে আসবে। মালাতে নিকটতম ভাবে ঘোরানো হবে। যেমন নূতন বাড়ী তৈরী হতে থাকলে মনে হতে থাকে যে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে গেলে, গিয়ে বসি। বাচ্চারা, তোমাদেরও খুশী হওয়া উচিত- এখন আমাদের এই পুরানো কাপড় ছেড়ে নূতন নিতে হবে। নাটকে এক্টর্স আধা ঘন্টা আগে থেকেই ঘড়ি দেখতে থাকে, টাইম সম্পূর্ণ হলে বাড়ী আসবে। সেই টাইম এসে পড়ে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য অসীম জগতের ঘড়ি আছে। তোমরা জানো যখন কর্মাতীত অবস্থা কে প্রাপ্ত করবে তখন আবার এখানে থাকবে না। কর্মাতীত হওয়ার জন্যও স্মরণে থাকতে হয়, খুব পরিশ্রম। নূতন দুনিয়াতে তোমরা যাও আবার এক- একটা জন্মে কলা কম হতে থাকে। নূতন বাড়ীতে ৬ মাস বসলে কিছু না কিছু দাগ ইত্যাদি হয়ে যায় যে না! কিছু পার্থক্য এসে যায়। তো সেখানে নূতন দুনিয়াতেও কেউ তো প্রথমে আসবে, কেউ একটু পরে আসবে। যে প্রথমে আসবে তাকে বলা হবে সতোপ্রধান আবার ধীরে-ধীরে কলা কম হতে থাকে। এই ডামার চক্র উকুনের মতো চলতে থাকে। টিক্ টিক্ হতে থাকে। তোমরা জানো যে সমগ্র দুনিয়াতে যার যা- কিছুই এক্ট চলে সেটাই চক্রবৎ আবর্তিত হতে থাকে। এটা বুঝতে পারার পক্ষে খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার। বাবা অনুভবের আধারে শোনান।

তোমরা জানো যে, এই অধ্যয়ণ আবার ৫ হাজার বছর পরে রিপিট হবে। এটা পূর্বে ঘটে যাওয়া খেলা। এই চক্রকে কারোর জানা নেই। এর ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, মুখ্য এক্টর কে- কিছুই জানে না। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জানা আছে-

আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন ফিরে যাচ্ছি। আমরা হলাম আত্মা। দেহী-অভিমানী হলে তবে খুশী র পারদ উঠবে। সেটি হলো পার্থিব জগতের নাটক, এটা হলো অসীম জগতের। বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়াচ্ছেন, এটা বলবেন না যে অমুক সময়ে এটা হবে। বাবাকে যে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেন ড্রামাতে যা কিছু বলার সেটা বলে দেওয়া হয়, ড্রামা অনুসারে যে উত্তর পাওয়া যেতো সেটা পাওয়া গেছে, ব্যাস, এর উপর চলতে হবে। ড্রামা ব্যতীত বাবা কিছুই করতে পারেন না। কোনো বাচ্চা বলে ড্রামাতে থাকলে তো পুরুষার্থ করে নেওয়া যাবে, তারা কখনো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা বলেন পুরুষার্থ তোমাদের করতে হবে। ড্রামা তোমাদের পুরুষার্থ করিয়ে নেয় পূর্ব কল্পের ন্যায়। কেউ ড্রামা অনুসারে দাঁড়িয়ে পরে যে, ড্রামাতে যা হবে, তাই মনে করা হয় ওদের ভাগ্যে নেই। তোমাদের এখন স্মৃতি এসেছে- আমরা হলাম আত্মা, আমরা এই ভূমিকা পালন করতে এসেছি। আত্মাও অবিনাশী, পার্টও অবিনাশী। ৮৪ জন্মের পার্ট আত্মাতে স্থির হয়ে আছে আবার সেই পার্টই পালন করবে। এটাকেই বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের কি আর বিস্তার করা যায়। এখন মুখ্য ব্যাপার হলো- পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। এটাই মাথাব্যথা। কর্ম করার সময়ও বাবার স্মরণে থাকতে হবে। তোমরা একই প্রিয়ার প্রিয়তম হলে যে না।

এক প্রিয়াকে সমস্ত প্রিয়তমরা স্মরণ করে। সেই প্রিয়া বলেন এখন আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদের পবিত্র করে তুলতে এসেছি। তোমরা আমাকেই পতিত-পাবন বলা আবার আমাকে ভুলে গিয়ে গঙ্গাকে কেন পতিত-পাবনী বলা? এখন তোমরা বুঝে গেছো বলে ওই সব ছেড়ে দিয়েছো। তোমরা মনে করো একমাত্র বাবা হলেন পতিত-পাবন। এখন কৃষ্ণকে পতিত-পাবন মনে করে কখনো স্মরণ করো না। কিন্তু ভগবান কীভাবে আসেন- এটা কেউ জানে না। কৃষ্ণের আত্মা যিনি সত্যযুগে ছিলেন তিনি অনেক রূপ ধারণ করতে-করতে এখন এখন তমোপ্রধান হয়েছে আবার সতোপ্রধান হচ্ছে। শাস্ত্রে এই ভুল করে দিয়েছে। এই ভুলটাই হয় যখন, তখন আমি এসে নির্ভুল করি। এই ভুল হওয়াটাও ড্রামাতে আছে, আবারও হবে। এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে, শিব ভগবানুবাচ। ভগবান বলাও হয় শিবকে। ভগবান তো একই হন। সব ভক্তদের ফল প্রদানকারী এক ভগবান। ওনাকে কেউই জানতে পারে না। আত্মা বলেও গড় ফাদার। ঐ লৌকিক ফাদার তো এখানে, তবুও সেই বাবাকে স্মরণ করো, সুতরাং আত্মার দুইজন ফাদার হয়ে যায়। ভক্তি মার্গে সেই ফাদারকে স্মরণ করতে থাকে। আত্মা তো আছেই এতো সমস্ত আত্মাদের নিজের- নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এক শরীর ছেড়ে আবার দ্বিতীয় শরীর নিয়ে পার্ট করতে হয়। এই সমস্ত ব্যাপার একমাত্র বাবা বোঝান। বলেনও আমি এখানে পার্ট অর্থাৎ ভূমিকা পালন করতে এসেছি। এটা একটা মঞ্চ। ওর মধ্যে চাঁদ-নক্ষত্র ইত্যাদি সব আলো আলো আছে। এই সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রকে মানুষ দেবতা বলে দেয়, কারণ এরা খুব ভালো কাজ করে, রিমঝিম করে, কাউকে কষ্ট দেয় না, সকলকে সুখ দেয়। অনেক কাজ করে, এই জন্য এদের দেবতা বলে দেয়। ভালো কাজ যারা করে তাদের বলে যে- এ যেন হলো দেবতা। এখন বাস্তবে তো দেবতার ছিলেন সত্যযুগে। সকলে সুখ প্রদানকারী ছিলেন। সকলেরই ভালোবাসা ছিল যার কারণে তাদেরকে দেবদেবীদের সাথে তুলনা করা হয়। দেবতাদের গুণগানও করা হয়। তাদের সামনে গিয়ে গায়- আমি নিগুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই, আপনিই দয়া করুন..আপনার তো দয়া হয়। বাবা বলেন দয়া হয় বলেই আবার এসেছি, তোমাদের গুণবান করে তুলতে। তোমরা পূজা ছিলে, এখন পূজারী হয়েছে আবার পূজ্য হও। আমি সেই- এর অর্থ তোমাদের বুদ্ধিয়েছি। মানুষ তো বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা। বাবা বলেন এটা হলো রঙ (ভুল)। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা নিরাকার ছিলে আবার তোমরাই দেবতা, ঋগ্বেদ, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছে। এখন তোমরাই ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছো। আত্মা প্রথমে সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমোতে আসে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো এই নলেজ বাবা কল্প-কল্প সঙ্গমযুগে এসে আমাদের প্রদান করেন। ভারত প্রথম থেকেই স্বর্গ ছিলো, সেখানে কতো অল্প মানুষ হবে। এখন হলো কলিযুগ। সব ধর্ম এসে গেছে। সত্যযুগে কি আর অন্য কোনো ধর্ম ছিলো! সেখানে হয়ই এক ধর্ম। এছাড়া সব আত্মারা চলে যায়। তোমরা জানো যে এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যে কেউই এলে, বলা এটা হলো অসীম জগতের ঘড়ি। বাবা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এই ঘড়ি তৈরী করেছেন। যেমন সেই ঘড়ি তোমরা বারে-বারে দেখো, এখন এই অসীম জগতের ঘড়ি স্মরণে আসে। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা এক ধর্মের স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা আসুরী দুনিয়ার বিনাশ করান। বুদ্ধিতেও বলে- এই চক্র অবশ্যই আবর্তিত হয়। কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবে। এখন মানুষও অনেক, উপদ্রবও অনেক হতে থাকে। সেই বোমা তৈরী হচ্ছে। শাস্ত্রেও কতো কথা বলে দিয়েছে। বাবা এসে বেদ - শাস্ত্রের সার বোঝান। মুখ্য ধর্ম হলো চার টি। এই ব্রাহ্মণ ধর্ম হলো পঞ্চম। সবচেয়ে উচ্চতম হলো এই ছোটো ধর্ম। যজ্ঞকে সামলানোর যোগ্য হলো এই ব্রাহ্মণ। এটা হলো জ্ঞান যজ্ঞ। উপদ্রবকে বন্ধ করার জন্য এই যজ্ঞ, তারা মনে করে- এই লড়াই ইত্যাদি যেন না হয়। আরে লড়াই না লাগলে সত্যযুগ আসবে কীভাবে, এতো সব মানুষ যাবে কোথায়! আমাদের সব আত্মাদের নিয়ে যাবেন তো অবশ্যই, শরীর এখানে ত্যাগ করে যেতে হবে। তোমরা ডাকও - হে বাবা, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো।

বাবা বলেন, আমাকে অবশ্যই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করতে হবে। পবিত্র দুনিয়া হলোই সত্যযুগ, সবাইকে মুক্তিধাম নিয়ে যাই। সবাই তো মৃত্যুকে আবাহন করে। তারা এটা বুঝতে পারে না যে তারা মহান মৃত্যুকে আবাহন করছে। বাবা বলেন এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। আত্মাদের ছি-ছি দুনিয়া থেকে বের করে শান্তিধামে নিয়ে যাই। এটা তো ভালো ব্যাপার। তোমাদের মুক্তি থেকে আবার জীবনমুক্তিতে আসতে হবে, আবার জীবনবন্ধতে যাওয়া। এতো সব তো সত্যযুগে আসবে না, আবার নম্বর অনুযায়ী আসবে, সেই কারণে এখন শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। শেষে যারা আসে তাদের পার্টই তো অল্প। তারা প্রথমে অবশ্যই সুখ প্রাপ্ত করবে। তোমাদের পার্ট হলো সবচেয়ে উচ্চ। তোমরা অনেক সুখ প্রাপ্ত করো। ধর্ম স্থাপক তো শুধুমাত্র ধর্ম স্থাপনা করে, কাউকে লিবারেট (মুক্ত) করে না। বাবা তো ভারতে এসে সকলকে জ্ঞান প্রদান করেন। তিনিই হলেন সকলের পতিত পাবন, সকলকে লিবারেট করেন। আর কোনো ধর্ম স্থাপক সঙ্গতি করতে আসে না, তারা আসে ধর্ম স্থাপন করতে। তারা কোনো শান্তিধাম সুখধামে নিয়ে যায় না, সকলকে শান্তিধাম, সুখধামে একমাত্র বাবা নিয়ে যান। যিনি দুঃখ থেকে ছাড়িয়ে সুখ প্রদান করেন, তীর্থ তাঁরই হয়। মানুষ বোঝে না, বাস্তবে তো সত্যিকারের তীর্থ হয় এক বাবার। মহিমাও একেরই হয়। সবাই তাঁকে ডাকে- হে লিবারেট(মুক্তেশ্বর) এসো। ভারতই হলো সত্যিকারের তীর্থ, যেখানে বাবা এসে সকলকে মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রদান করেন। আর তোমরা আবার ভক্তি মার্গে ওনার বড়-বড় মন্দির তৈরী করো। হীরে-জহরতের মন্দির তৈরী করো। সোমনাথের মন্দির কতো অপূর্ব সৃষ্টি আর এখন দেখো বাবা কোথায় বসেছেন, পতিত শরীরে, পতিত দুনিয়াতে। তোমরাই চেনো। তোমরা বাবার সাহায্যকারী হয়ে ওঠো। আর সকলকে রাস্তা বলে দিতে যারা সাহায্য করবে তাদের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। এটাই রীতি। বাবা বলেন পরিশ্রম করো। অনেক কে রাস্তা বলে দাও যে বাবা আর উত্তরাধিকার কে স্মরণ করো। ৮৪ জন্মের চক্র তো সামনে আছে, এটা হলো যেন অন্ধের সম্মুখে আয়না। এই ড্রামা একই অনুরূপে রিপিট হয়, তবুও আমাকে কেউ জানবে না। এরকম নয় যে আমার মন্দির লুণ্ঠন করবে তো আমি কিছু করবো। ড্রামাতে লুণ্ঠন আছে, আবার লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে। আমাকে ডাকেই পতিত থেকে পবিত্র করো, তাই আমি এসে বাচ্চাদের পড়াই। ড্রামাতে বিনাশও নির্ধারিত হয়ে আছে, তাই আবার হবে। আমি কোনো ফুঁ দিই না যে বিনাশ হয়ে যাবে। এই বোমা ইত্যাদি তৈরী হয়েছে- এটাও ড্রামাতে নির্দিষ্ট। আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি। আমার পার্ট সবচেয়ে বড়- সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা, পতিত থেকে পবিত্র করা। এখন সমর্থ কে? আমি না ড্রামা? রাবণকেও ড্রামা অনুসারে আসতেই হবে। যে নলেজ আমার মধ্যে আছে, সেটা এসে দিই। তোমরা হলে শিববাবার সেনা। রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। বাবা বলেন সেন্টার্স খুলতে থাকো। আমি আসছি পড়তে। আমি কিছু নিই না। পয়সা যা কিছু আছে সে সব এতে সফল করো। এমনও না যে সব উজার করে দিয়ে থিদেতে মরো। থিদেতে কেউ মরতে পারে না। বাবা সব কিছু দিয়েছেন, তবুও থিদেয় মরবে কি ? তোমরা কি থিদেয় মরো ? শিববাবার ভাঁড়ার। আজকাল দেখা কতো মানুষ থিদেয় মরতে থাকে। এখন বাচ্চারা, তোমাদের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করতে হবে। এটা হলো আত্মীক নেচার কিওর। একদম সিম্পল ব্যাপার, শুধুমাত্র মুখে বলো মন্মনাভব। আত্মাকে কিওর (পরিচ্ছন্ন) করে, সেইজন্য বাবাকে অবিনাশী সার্জনও বলা হয়। কতো সুন্দর অপারেশন শেখান। আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এই কাঁটার জঙ্গলে থেকেও এমন মনে করো যে আমি ফুলের বাগানে চলেছি। বাড়ী যাচ্ছি। এক দুইজন কে স্মরণ করতে থাকো। আল্লাহ কে স্মরণ করলে তবে বে অর্থাৎ বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে বাবার সাহায্যকারী হতে হবে। অন্ধকে রাস্তা দেখাতে হবে। অসীম জগতের ঘড়িটাকে সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে হবে।

২) যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করার জন্য সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়ে উঠতে হবে। পয়সা ইত্যাদি যা কিছু আছে সেই সব সফল করে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- স্ব-উন্নতির দ্বারা সেবাতে উন্নতি করতে সক্ষম সত্যিকারের সেবাধারী ভব*

স্ব-উন্নতি হলো সেবার উন্নতির বিশেষ আধার। স্ব-উন্নতি কম হলে তবে সেবাও কম হয়। শুধুমাত্র মুখে কাউকে পরিচয় দেওয়াই সেবা নয়। কিন্তু প্রত্যেক কর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণা দেওয়া এটাও হলো সেবা। যে মন-বচন-কর্মে সর্বদা তৎপর থাকে, তাদের সেবা দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অনুভব হয়। যতো সেবা করবে

ততই নিজেও এগোতে থাকে। নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা সেবা করতে সক্ষম সদা প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করতে থাকে।

স্লোগান:- সমীপে আসার জন্য ভাবা, বলা আর করা-কে সমান বানাও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সত্যের সঙ্গ জ্ঞান-মাগেই হয়, তোমরা এখন সত্য-পিতার সঙ্গে বসে আছো, বাবার স্মরণে থাকার অর্থই হল সতসঙ্গ করা"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, সতসঙ্গের প্রয়োজন তোমাদের এখনই রয়েছে --- কেন ?

উত্তরঃ - কারণ তমোপ্রধান আত্মা একমাত্র সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সত্গুরুর সঙ্গ দ্বারাই সতোপ্রধান অর্থাৎ শ্যাম থেকে সুন্দর হতে পারে। সতসঙ্গ ব্যতীত দুর্বল আত্মা সবল হতে পারে না। বাবার সঙ্গলাভেই আত্মায় পবিত্রতার শক্তি চলে আসে, ২১ জন্মের জন্য তার(আত্মার) তরী পার(গতি-সঙ্গতি) হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা সত্যের সঙ্গে বসে রয়েছ। বাচ্চারা প্রতি কল্পের সঙ্গমেই এই সতসঙ্গে বসে। দুনিয়া তো জানে না যে, সত্যের সঙ্গ (সংসঙ্গ) কাকে বলা হয়। 'সংসঙ্গ' নামটি অর্থাৎ শব্দটি অনাদিকাল ধরে চলে আসছে। ভক্তিমার্গে (মানুষ) বলে যে, আমরা অমুক সংসঙ্গে যাই। কিন্তু বাস্তবে এখন ভক্তিমার্গে কেউই সংসঙ্গে যায়না। জ্ঞান-মাগেই সংসঙ্গ হয়। এখন তোমরা সংসঙ্গে বসে রয়েছো। আত্মারা সত্য-পিতার সঙ্গে বসে রয়েছেন। আর কোন স্থানে আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে বসে না। তারা বাবাকে জানেই না। অবশ্যই তারা বলে যে, আমরা সংসঙ্গে যাই কিন্তু তারা দেহ-অভিমাণে চলে আসে। তোমরা দেহ-অভিমাণে আসবে না। তোমরা জানো যে -- আমরা আত্মা, সত্যিকারের পিতার সঙ্গে বসে আছি। আর কোন মানুষ সংসঙ্গে বসতে পারে না। সত্যের সঙ্গ বা সংসঙ্গ -- এই নামও এখনকারই। সত্যের সঙ্গ বা সংসঙ্গ -- এর যথার্থ অর্থ বাবা-ই বসে বোঝান। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা এখন পরমাত্মা পিতা যিনি সত্য, তাঁর সঙ্গে বসে রয়েছো। তিনি সত্য-পিতা, সং-শিক্ষক, সংগুরু। তাহলে তোমরা সংসঙ্গেই বসে রয়েছো। তাহলে তোমরা এখানে বা ঘরে যেখানেই বসো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে স্মরণ বাবাকে করো। আমরা অর্থাৎ আত্মারা এখন সত্য-পিতাকে স্মরণ করছি অর্থাৎ সংসঙ্গে রয়েছি। বাবা মধুবনে বসে রয়েছেন। বাবাকে স্মরণ করার তোমরা অনেকপ্রকারের যুক্তি পাও। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। একথাও বাচ্চারা জানে -- আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হই পুনরায় নীচে নামতে-নামতে কলা কম হয়ে যায়। ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী ছিল, পরে নীচে নামতে-নামতে ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে যাওয়ার কারণে তমোপ্রধান হয়ে যায়, পুনরায় তাদের সত্যের সঙ্গের অর্থাৎ সংসঙ্গের অবশ্যই প্রয়োজন। তা নাহলে পবিত্র কীভাবে হবে ? তাই আত্মারা, তোমরা এখন বাবার সঙ্গ পেয়েছো। আত্মারা জানে যে, আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ওঁনার সঙ্গই রয়েছে। স্মরণ করাকেই (বাবার) সঙ্গ বলা হয়। এ হলো সত্যের সঙ্গ। আত্মারা, এই শরীর থাকতেও তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এটাই সংসঙ্গ। যেমন বলা তো হয়, তাই না যে -- এর বড়লোকেদের সঙ্গ হয়েছে, তাই দেহ-অভিমানী হয়ে গেছে। তোমাদের এখন সঙ্গ হয়েছে সত্য-পিতার সঙ্গে, যার ফলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাও। বাবা বলেন, আমি একবারই আসি। এখন আত্মার সঙ্গ পরমাত্মার সঙ্গে হওয়ার কারণে তোমরা ২১ জন্মের জন্য পার হয়ে যাও। পুনরায় তোমাদের সঙ্গ লাগে দেহের। এও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমার সঙ্গে তোমাদের সঙ্গ হওয়ায় কারণে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাও, যাকে স্বর্ণযুগ বা গোল্ডেন এজ বলা হয়।

সাধু-সন্ত আদিরা মনে করে আত্মা অলিপ্ত (লেপ-ছেপহীন), সকলেই পরমাত্মাই-পরমাত্মা। এর অর্থ হলো পরমাত্মার মধ্যেও (বিকারের) খাদ পড়েছে। কিন্তু পরমাত্মার মধ্যে তো খাদ পড়তে পারে না। বাবা বলেন, আমার মধ্যে কি খাদ পড়তে পারে ? না। আমি সর্বদাই পরমধামে থাকি, কারণ আমাকে তো জন্ম-মরণে(চক্রে) আসতে হয় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, তোমাদের মধ্যেও কারোর সঙ্গ বেশী রয়েছে, কারোর সঙ্গ কম। কেউ ভালভাবে পুরুষার্থ করে যোগে থাকে, যতটা সময় আত্মা বাবার সঙ্গ করবে ততই লাভ হবে। বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বলেন -- হে আত্মাগণ, আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর, আমার সঙ্গ করো। আমাকে এই শরীরের (ব্রহ্মা) আধার নিতে হয়। তা নাহলে পরমাত্মা বলবে কীভাবে ? আত্মা শুনবে কীভাবে ? বাচ্চারা, এখন তোমাদের সঙ্গ হয়েছে সত্যের সঙ্গে। সত্য-পিতাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। আত্মাকে সংসঙ্গ করতে হবে। আত্মাও ওয়ান্ডারফুল, পরমাত্মাও ওয়ান্ডারফুল, আর দুনিয়াও ওয়ান্ডারফুল। এই দুনিয়া কীভাবে আবর্তিত হয়, বিস্ময়কর। সমগ্র ড্রামায় তোমরা অলরাউন্ড (নিজ) ভূমিকা পালন কর। তোমাদের আত্মায় তোমাদের ৮৪ জন্মের ভূমিকা নির্ধারিত করা আছে -- আশ্চর্যজনক। সত্যযুগী আত্মারা আর আজকালকের (কলিযুগী) আত্মারা। তারমধ্যেও তোমাদের আত্মা সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। নাটকে কারোর শুরু থেকেই পার্ট থাকে, কারোর মধ্যভাগ থেকে, কারোর পরে পার্ট থাকে। সেসব হলো পার্থিব জগতের ড্রামা, সেসবও এখনই বেরিয়েছে। এখন

সাইন্সের বল অধিক। সত্যযুগে ওদের কত শক্তি থাকবে। নতুন দুনিয়া কত শীঘ্র গঠিত হবে। ওখানে পবিত্রতার শক্তিই মুখ্য। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো শক্তিশালী, তাই না। এখন রাবণ শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে, পুনরায় তোমরা সেই রাবণের উপর বিজয়লাভ করে কত বলবান হয়ে যাও। যত সত্যের সঙ্গ করবে অর্থাৎ আত্মা যত সত-পিতাকে স্মরণ করে ততই বলবান হয়ে যায়। পঠন-পাঠনের মাধ্যমেও শক্তি প্রাপ্ত হয়, তাই না। তোমরাও শক্তি প্রাপ্ত করো, সমগ্র বিশ্বের উপর তোমরা শাসন করো। আত্মার সত্যের সঙ্গে যোগ অর্থাৎ মিলন সঙ্গমেই হয়। বাবা বলেন, আমার সঙ্গ পাওয়ায় আত্মা অত্যন্ত বলবান হয়ে যায়। বাবা হলেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি, তাই না। ওঁনার দ্বারাই বল প্রাপ্ত হয়। এরমধ্যেই সমগ্র বেদ-শাস্ত্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান চলে আসে।

যেমন বাবা সর্বশক্তিমান, তোমরাও তেমনই সর্বশক্তিমান হয়ে যাও। বিশ্বে তোমরাই রাজ্য করো। তোমাদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তোমরা আমার কাছ থেকে কত শক্তি প্রাপ্ত করো, যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শক্তি প্রাপ্ত করবে। বাবা আর কোন কষ্ট দেন না। শুধু স্মরণ করতে হবে, ব্যস্। ৮৪ জন্মের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ফিরে যেতে হবে। এটা বোঝা কোনো বড় কথা নয়। বেশী বিস্তারে যাওয়ার প্রয়োজনই নেই। বীজকে জানলেই বোঝা যায়, এর মধ্য থেকেই সমগ্র এই বৃক্ষ এভাবে নির্গত হয়। সংক্ষেপে বুদ্ধিতে চলে আসে। এ অতি বিচিত্র কথা। ভক্তিমার্গে মানুষ কত ধাক্কা খায়। পরিশ্রম করে, কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হয় না। পুনরায় বাবা এসে তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান। আমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই, এই পুরুষার্থই করতে হবে। ভারতের যোগ বিখ্যাত। যোগের দ্বারাই তোমাদের আয়ু কত বড় হয়ে যায়। সৎসঙ্গে কত লাভ, আয়ুও দীর্ঘ আর শরীরও নিরোগী হয়ে যায়। বাচ্চারা, এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতেই বসানো হয়। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা ব্যতীত আর কারোরই সত্যের সাথে সঙ্গ নেই। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, দাদু-নাতি হও। তাই এত খুশী তো থাকা উচিত যে, আমরা হলাম দাদু-নাতি। উত্তরাধিকারও দাদার(দাদু) থেকেই পাওয়া যায়, এটাই স্মরণের যাত্রা। বুদ্ধির দ্বারা একথাই স্মরণে রাখা উচিত। ওই সৎসঙ্গে (লৌকিক) এক স্থানে গিয়ে বসে, এখানে সেসব কথা নেই। এমনও নয় যে এক স্থানে বসলেই সৎসঙ্গ হবে। না, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আমরা সৎসঙ্গে রয়েছি, যদি ওঁনাকে স্মরণ করি তবেই। স্মরণ যদি না করো তবে তো দেহ-অভিমাণে রয়েছ, দেহ হলো অসত্য (বিকারী) জিনিস, তাই না। দেহকে সত্য বলা যাবে না। শরীর হলো জড়-পদার্থ, ৫ তত্ত্বে গঠিত, ওর মধ্যে আত্মা না থাকলে তা নড়াচড়া করে না। মানুষের শরীরের কোন মূল্য নেই, আর সকলের শরীরের মূল্য রয়েছে। আত্মা সৌভাগ্য পায়, আমি অমুক আত্মা, একথা আত্মা বলে, তাই না। বাবা বলেন, আত্মা কেমন হয়ে গেছে ! ডিম, কচ্ছপ, মাছ সবকিছু খায়। প্রত্যেকেই ভস্মাসুর, নিজেকে নিজেকে ভস্ম করে। কীভাবে ? কাম-চিন্তায় বসে প্রত্যেকেই নিজের ভস্ম করছে, তাহলে ভস্মাসুরই হলো, তাই না। এখন তোমরা জ্ঞান-চিন্তায় বসে দেবতা হও। সমগ্র দুনিয়া কাম-চিন্তায় বসে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, তমোপ্রধান, কালো হয়ে গেছে। বাবা আসেন বাচ্চাদের শ্যাম থেকে সুন্দরে পরিণত করতে। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। বাচ্চারা স্কুলে পড়ে কিন্তু পরে পড়াশোনা তো ঘরে থাকলেও বুদ্ধিতে থাকে, তাই না। এও তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এও তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফ। এইম অবজেক্ট সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উঠতে, বসতে, চলতে বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকা উচিত।

এখানে বাচ্চারা আসে রিফ্রেশ হতে, যুক্তি বোঝান হয় যে, এমনভাবে-এমনভাবে বোঝাও। দুনিয়ায় অসংখ্য সৎসঙ্গ আছে। সেখানে কত মানুষ এসে একত্রিত হয়। বাস্তবে তা সৎসঙ্গ তো নয়। বাচ্চারা, সত্যের সঙ্গ তো তোমরা এখনই প্রাপ্ত করো। বাবা-ই এসে সত্যযুগ স্থাপন করেন। তোমরা মালিক হয়ে যাও। দেহ-অভিমান অথবা মিথ্যা অভিমাণে তোমরা অধঃপতনে যাও আর সৎসঙ্গে তোমরা উর্ধ্ব আরোহণ করো। আধাকল্প তোমরা প্রালম্ব অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করো। এমনও নয় যে, ওখানে তোমাদের সত্যের(বাবা) সঙ্গ রয়েছে। না, সৎসঙ্গ এবং মিথ্যাসঙ্গ তখনই বলা হবে যখন দুটোই উপস্থিত থাকবে। সৎ-পিতা যখন আসেন, তিনি এসে সবকথা বোঝান। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই সত্য-পিতা আসছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ জানেই না। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বলেন -- হে আত্মাগণ, তোমরা আমার সাথে সঙ্গ করো। (তোমরা) শরীরের যে সঙ্গ পেয়েছো, তারথেকে পৃথক হয়ে যাও। অবশ্যই শরীরের সঙ্গ সত্যযুগেও থাকবে কিন্তু সেখানে তোমরা থাকোই পবিত্র। এখন তোমরা সৎসঙ্গে পতিত থেকে পবিত্র হও, পরে শরীরও সত্যোপ্রধান পাবে। আত্মাও সত্যোপ্রধান থাকবে। এখন তো দুনিয়াও তমোপ্রধান। দুনিয়া নতুন আর পুরানো হয়। নতুন দুনিয়ায় বরাবর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিল। আজ সেই ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম বলে দেয়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এখন তোমরা ভারতবাসীরা বোঝো যে, আমরা প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। সত্যযুগের মালিক ছিলাম ? কিন্তু সেই নেশা কোথায় ? কল্পের আয়ুই দীর্ঘ লিখে দিয়েছে। সবকথা ভুলে গেছে। এর নামই হলো ভুল-ভুলাইয়ার খেলা। এখন তোমরা সত্য-পিতা দ্বারা সমগ্র নলেজ জেনে উচ্চপদ লাভ করো, পুনরায় তোমরা আধাকল্প পরে নীচে পতিত হও কারণ

তখন রাবণ-রাজ্য শুরু হয়। দুনিয়া পুরানো তো হবেই, তাই না। তোমরা মনে করো যে, আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক ছিলাম, এখন পুরানো দুনিয়ায় রয়েছি। কারো-কারোর তো একথাও স্মরণে থাকে না। বাবা আমাদের স্বর্গবাসী বানান। আধাকল্প আমরা স্বর্গবাসী থাকবে পুনরায় আধাকল্প পরে নিম্নে অবতরণ করো কারণ রাবণ-রাজ্য শুরু হয়। দুনিয়া পুরানো তো হবে, তাই না। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গবাসী বানান। আধাকল্প আমরা স্বর্গবাসী থাকবো পুনরায় নরকবাসী হবো। তোমরাও পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে অলমাইটি অথরিটি (সর্বশক্তিমান) হও। এ হলো জ্ঞানামৃতের ডোজ। শিববাবা অরগ্যাক্সও পায় পুরানো। নতুন অরগ্যাক্স তো পাওয়া যায় না। পুরানো বাজনা পায়। বাবা আসেও বাণপ্রস্টেই। বাচ্চারা খুশী হলে তখন বাবাও খুশী হয়। বাবা বলেন, আমি যাই বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করে রাবণের থেকে মুক্ত করতে। পার্ট তো খুশী-খুশী পালন করা হয়, তাই না। বাবা অত্যন্ত খুশীর সঙ্গে নিজ ভূমিকা পালন করে। বাবাকে প্রতি কল্পে আসতে হয়। এই ভূমিকা(পার্ট) কখনো সমাপ্ত হয় না। বাচ্চাদের অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। যত সংসঙ্গ করবে ততই খুশী থাকবে, স্মরণ কম করে তাই এত খুশী থাকে না। বাবা বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দেন। যে বাচ্চাদের হৃদয়ে সততা রয়েছে, তাদের প্রতি বাবার অত্যন্ত স্নেহ থাকে। সং-হৃদয়বানের উপর সদা সাহেব রাজি অর্থাৎ বাবা সদয় থাকেন। অন্তরে ও বাইরে যে সং থাকে, বাবার সহায়ক হয়, সেবায় সদা তৎপর থাকে, সেই বাবার প্রিয় হয়। নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করো -- আমরা সত্য-সত্যই সার্ভিস করি তো ? সত্য-পিতার সাথে সঙ্গ রাখি কী ? যদি সত্য-পিতার সাথে সঙ্গ বা সম্বন্ধ না রাখি তবে কী গতি হবে ? অনেককে মার্গদর্শন করালে, উচ্চপদও লাভ করবে। সত্য-পিতার থেকে আমরা কী উত্তরাধিকার পেয়েছি। নিজেদের অন্তরে দেখতে হবে। এ তো জানে যে, নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়। কেউ এতখানি(বেশী) উত্তরাধিকার পায়, তো কেউ এতখানি (কম)। রাত-দিনের পার্থক্য থাকে। *আচ্ছা !*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) তোমরা যে দেহের সঙ্গ পেয়েছো, সেই সঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে থাকতে হবে। সতের(বাবা) সঙ্গে থেকে পবিত্র হতে হবে।

২) এই স্টুডেন্ট লাইফে চলতে-ফিরতে বুদ্ধিতে যেন জ্ঞানের মন্ডন চলতে থাকে। এইম অবজেক্টকে সম্মুখে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। সং-হৃদয়ে বাবার সাহায্যকারী হতে হবে।

বরদান:- স্বর্ণযুগীয় স্বভাব দ্বারা স্বর্ণযুগীয় সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী ভব*

ব্যখ্যা :- যে বাচ্চাদের স্বভাবে কোনো ঈর্ষা, সিদ্ধি এবং জেদের মনোভাব অথবা কোনও পুরানো সংস্কারের খাদ(অ্যালয়) মিশ্রিত থাকে না, তারাই স্বর্ণযুগীয় (গোল্ডেন এজ'ড) স্বভাবের। এমন স্বর্ণযুগীয় স্বভাব আর সদা 'জী হজুর'-এর সংস্কার গঠন করা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী বাচ্চারা, যেমন সময়, যেমন সেবা তেমনভাবেই নিজেকে মোল্ড করে রীয়েল গোল্ড হয়ে যায়। সেবাতেও যেন অভিমান বা অপমানের অ্যালয় মিশ্রিত না হয়, তবেই বলা হবে স্বর্ণযুগীয় সেবাধারী।

স্লোগান:- কেন, কী-এর প্রশ্নকে সমাপ্ত করে, সদা প্রসন্নচিত্ত থাকো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - শান্তি যদি চাও, তাহলে অশরীরী হও, এই দেহ ভাবে আসলেই অশান্তি হয়, তাই নিজের স্বধর্মে স্থিত থাকো"

প্রশ্ন:- যথার্থ স্মরণ কি? স্মরণের সময় কোন্ বিশেষ বিষয়ের প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন?

উত্তর:- নিজেকে এই দেহ থেকে পৃথক আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা -- এই হলো যথার্থ স্মরণ। কোনো দেহই যেন স্মরণে না আসে, এই খেয়াল রাখা জরুরী। স্মরণে থাকার জন্য জ্ঞানের নেশা যেন চড়ে থাকে, বুদ্ধিতে যেন এই কথা থাকে যে, বাবা আমাকে এই সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক বানান, আমরা সমস্ত সমুদ্র, সমস্ত ধরণীর মালিক হই।

গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা সমগ্র দুনিয়াকে পেয়ে গেছি

ওম্ শান্তি। 'ওম্' শব্দের অর্থ হলো 'অহম', আমি আত্মা। মানুষ আবার মনে করে 'ওম্' শব্দের অর্থ ভগবান, কিন্তু এমন কিছু নয়। 'ওম্' শব্দের অর্থ আমি আত্মা, এই শরীর হলো আমার। এমন তো বলা হয় ---ওম্ শান্তি। অহম আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত। আত্মা তার নিজের পরিচয় দেয়। মানুষ যদিও ওম্ শান্তি বলে থাকে কিন্তু 'ওম্' এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। 'ওম্ শান্তি' শব্দ খুব ভালো। আমরা হলাম আত্মা আর আমাদের স্বধর্ম হলো শান্ত। আমরা আত্মারা শান্তিধামের অধিবাসী। এ কতো সহজ অর্থ। এ লম্বা - চওড়া কোনো গল্প নয়। এই সময়ের মানুষ তো এও জানে না যে, এখন কি নতুন দুনিয়া নাকি পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়া কখন আবার পুরানো হয়, পুরানো থেকে আবার কখন নতুন দুনিয়া হয় - এ কেউই জানে না। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, দুনিয়া কখন নতুন হয়, আবার কিভাবে তা পুরানো হয়, তাহলে কেউই তা বলতে পারবে না। এখন তো কলিযুগ, পুরানো দুনিয়া। সত্যযুগকে নতুন দুনিয়া বলা হয়। আত্মা, নতুনকে আবার পুরানো হতে কতো বছর সময় লাগে? এও কেউই জানে না। মানুষ হয়ে এও জানে না, তাই বলা হয়, মানুষ জানোয়ারের থেকেও অধম। জানোয়ার তো নিজেদের কিছুই বলে না, মানুষ বলে, আমরা পতিত হয়েছি, হে পতিত পাবন, তুমি এসো, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ জানেই না। পবিত্র অক্ষর কতো সুন্দর। নতুন দুনিয়াই পবিত্র দুনিয়া স্বর্গ হবে। দেবতাদের চিত্রও আছে কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণই পবিত্র দুনিয়ার মালিক। এই সব কথা অসীম জগতের পিতা বসেই বাচ্চাদের বোঝান। স্বর্গকে নতুন দুনিয়া বলা হয়। দেবতাদেরই স্বর্গবাসী বলা হবে। এখন তো হলো পুরানো দুনিয়া, নরক। এই মনুষ্য হলো নরকবাসী। কেউ যদি মারা যায়, তখন বলা হয়, উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন, তাহলে এখানে তো নরকবাসী, তাই না। এই হিসাবে বলেই দেবে। বরাবর এ নরকই, তবুও যদি বলা হয়, তোমরা নরকবাসী, তখনই বিগড়ে যাবে। বাবা বোঝান যে, দেখতে যদিও বা মানুষের মতো, চেহারা মানুষেরই মতো কিন্তু আচরণ বানরের মতো। এমন গায়নও আছে, তাই না। মানুষ নিজেরাই মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের সামনে গায় -- আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন --- আর নিজের জন্য কি বলে? আমরা নীচ, পাপী -- কিন্তু যদি সোজাসুজি বলা হয়, তোমরা বিকারী তখনই ক্ষিপ্ত হবে, তাই বাবা বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলেন, তাদেরই বোঝান। বাইরের মানুষদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন না, কারণ কলিযুগী মানুষই হলো নরকবাসী। তোমরা এখন হলে সঙ্গমযুগ বাসী। তোমরা এখন পবিত্র হচ্ছে। তোমরা জানো যে, আমাদের মতো ব্রাহ্মণদের শিববাবা পড়ান। তিনিই হলেন পতিত পাবন। বাবা এখন আমাদের মতো সকল আত্মাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। এ কতো সহজ কথা। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা আত্মারা শান্তিধাম থেকে এখানে অভিনয় করার জন্য আসো। এই দুঃখধামে সকলেই দুঃখী, তাই মানুষ জিজ্ঞেস করে মনের শান্তি কিভাবে হবে? এমন কিন্তু বলে না যে - আত্মার শান্তি কিভাবে হবে? আরে, তোমরা তো বলো, ওম্ শান্তি। আমার স্বধর্ম হলো শান্তি। তাহলে আবার শান্তি চাও কেন? তোমরা নিজেদের আত্মা ভুলে দেহভাবে এসে যাও। আত্মারা তো শান্তিধামের অধিবাসী। এখানে এখন শান্তি কোথা থেকে পাওয়া যাবে? অশরীরী হতে পারলেই শান্তি আসবে। শরীরের সঙ্গে যখন আত্মা আছে, তখন তাকে বলতে বা চলতে - ফিরতে তো অবশ্যই হয়। আমরা আত্মারা শান্তিধাম থেকে এখানে অভিনয় করতে এসেছি। এও কেউ বুঝতে পারে না যে, রাবণই আমাদের শত্রু। রাবণ কবে থেকে আমাদের শত্রু হয়েছে? এও কেউ জানে না। বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত আদি একজনও জানে না যে, রাবণ কে, আমরা যার কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালাই। জন্ম - জন্মান্তর আমরা জ্বালিয়ে এসেছি কিন্তু কিছুই জানি না। কাউকে জিজ্ঞেস করো - রাবণ কে? তারা বলে দেবে, এ সব তো কল্পনা। তারা জানেই না, তাহলে আর কি উত্তর দেবে। শাস্ত্রেও তো আছে -- হে রাম জী, এই সংসার সৃষ্টিই হয় নি। এ সবই হলো কল্পনা। এমন অনেকেই বলে থাকে। এখন এই কল্পনার অর্থ কি? ওরা বলে যে - এ হলো সংকল্পের দুনিয়া। যে

যেমন সঞ্চল করে, তেমনই হয়ে যায়, মানুষ অর্থই বুঝতে পারে না । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । কেউ তো খুব ভালোভাবেই বুঝে যায়, কেউ আবার বুঝতেই পারে না । যারা খুব ভালোভাবে বোঝে তাদের বাবার প্রকৃত সন্তান বলা হবে আর যারা বুঝতে পারে না তারা সৎ সন্তান হবে । এখন সৎ সন্তান উত্তরাধিকারী হবেই না । বাবার কাছে যেমন প্রকৃত সন্তান আছে, তেমনই সৎ সন্তানও আছে । প্রকৃত সন্তানরা তো সম্পূর্ণভাবে বাবার শ্রীমতে চলে । সৎ সন্তানরা চলবে না । বাবা বলে দেন যে, এ আমার মতে চলে না, রাবণের মতে চলছে । রাম আর রাবণ, এই দুটো অক্ষর আছে । রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য । এখন হলো সঙ্গম । বাবা বোঝান যে - এইসব ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারীরা শিববাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ নিচ্ছে, তোমরা নেবে ? শ্রীমতে চলবে ? তখন তারা বলে, কোন মত ? বাবা শ্রীমতে দেন যে, তোমরা পবিত্র হও । তখন তারা বলে, আমরা পবিত্র থাকতে চাই কিন্তু পতি যদি না শোনে তাহলে আমরা কার কথা শুনবো ? ওরা তো আমাদের পতি পরমেশ্বর, কেননা ভারতে এই কথা শেখানো হয় যে, পতিই তোমাদের গুরু, ঈশ্বর আদি সবকিছুই, কিন্তু এইকথা কেউই বুঝতে পারে না । সেই সময় তারা হ্যাঁ বলে দেয় কিন্তু কিছুই মানে না । তারা আবারও গুরুদের কাছে বা মন্দিরে যেতে থাকে । পতি বলে, তুমি বাইরে যেও না, আমি রামের মূর্তি তোমার জন্য ঘরে এনে দিচ্ছি, তাহলেও তুমি অযোধ্যা আদিতে কেন বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াও । তো শোনেই না । এই হলো ভক্তিমার্গের ধাক্কা । এই ধাক্কা তো অবশ্যই থাকবে, কখনোই মানবে না । তারা মনে করে ও তো তাঁর মন্দির । আরে, তোমাদের স্মরণ রামকে করতে হবে নাকি মন্দিরকে । কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । তাই বাবা বোঝান যে, ভক্তিমার্গে তোমরা বেলোও, হে ভগবান, তুমি এসে আমাদের সদগতি করো, কেননা তিনি, ওই একজনই হলেন সকলের সদগতিদাতা । আচ্ছা, তিনি কখন আসেন --তাও কেউ জানে না ।

বাবা বোঝান যে - রাবণই হলো তোমাদের শত্রু । রাবণের বিষয়টি তো আশ্চর্যের ! তাকে জ্বালানো হয় কিন্তু মরে না । রাবণ কি জিনিস, এ কথা কেউই জানে না । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও । মানুষ শিব জয়ন্তীও পালন করে কিন্তু শিবকে কেউই জানে না । সরকারকে তোমরাই বুঝিয়ে বলো যে, শিব তো ভগবান, তিনিই কল্পে - কল্পে এসে ভারতকে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী, ভিখারী থেকে রাজকুমার তৈরী করেন । তিনিই পতিতকে পবিত্র করেন । তিনিই হলেন সকলের সদগতিদাতা । এই সময় সকল মানুষই এখানে আছে । ক্রাইস্টের আত্মাও কোনো না কোনো জন্মে এসেছেন । ফিরে কেউই যেতে পারে না । এদের সকলেরই সদগতি একমাত্র এই বড় বাবাই করেন । তিনি এই ভারতেই আসেন । বাস্তবে ভক্তি তাঁকেই করা প্রয়োজন, যিনি সদগতি করেন । সেই নিরাকার বাবা তো এখানে নেই । মানুষ তাঁকে সবসময় উপরে মনে করে স্মরণ করে । কৃষ্ণকে কেউ উপরে মনে করে না । আর সকলেরই নীচে, এখানে স্মরণ করা হয় । কৃষ্ণকেও এখানেই স্মরণ করবে । বাচ্চারা, তোমাদের হলো যথার্থ স্মরণ । তোমরা নিজেদের এই দেহ থেকে পৃথক, আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । বাবা বলেন - তোমাদের কোনো দেহ স্মরণে আসা উচিত নয় । এইকথা খেয়াল রাখা জরুরী । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । বাবা আমাদের এই সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক বানান । সারা সমুদ্র, সম্পূর্ণ ধরণী, সম্পূর্ণ আকাশের মালিক বানান । এখন তো কতো টুকরো - টুকরো । একে অপরের জায়গায় আসতেই দেয় না । ওখানে এই কথা হয়ই না । ভগবান তো একমাত্র বাবাই । এমন নয় যে সকল বাবাই, বাবা । এমন বলাও হয় যে হিন্দু - চীনা ভাই - ভাই, হিন্দু - মুসলিম ভাই - ভাই, কিন্তু অর্থ কেউ বুঝতেই পারে না । এমন কখনোই বলবে না যে, হিন্দু - মুসলিম ভাই - বোন । তা নয়, আত্মারা নিজেদের মধ্যে সব ভাই - ভাই কিন্তু এই কথা কেউই জানে না । শাস্ত্র ইত্যাদি শুনে সব সত্য - সত্য বলতে থাকে, অর্থ কিছুই বোঝে না । বাস্তবে হলো অসত্য আর মিথ্যা । সত্যথওে সবাই সত্য বলে । এখানে সব মিথ্যাই মিথ্যা । কাউকে যদি বলো, তুমি তো মিথ্যা বলেছো, তখনই রেগে যাবে । তোমরা যদি সত্যও বলো, তাহলেও কেউ না কেউ তোমাদের গালি দেবে । এখন বাবাকে তো তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো । বাচ্চারা, তোমরা এখন দৈবী গুণ ধারণ করছো । তোমরা জানো যে এখন পাঁচ তন্ত্রও তমোপ্রধান । আজকাল মানুষ ভূতের পূজাও করে । ভূতদের কথাই মনে থাকে । বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো । ভূতদের স্মরণ করো না । তোমরা গৃহস্থ জীবনে থেকে বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে যুক্ত করো । তোমাদের এখন দেহী - অভিমাত্রী হতে হবে । তোমরা যতো বাবাকে স্মরণ করবে, ততই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরাই জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পাও ।

তোমাদের এখন বিকর্মজিৎ হতে হবে । ও হলো বিকর্মজিৎ সংবত । তোমরা যোগবলের দ্বারা বিকর্মের উপর জয় পাও । ভারতের যোগ তো বিখ্যাত । মানুষ জানেই না । সন্ন্যাসীরা বাইরে গিয়ে বলেন যে, আমরা ভারতের যোগ শেখাতে এসেছি, তাঁরা তো জানেই না, তাঁরা তো হঠযোগী । তাঁরা রাজযোগ শেখাতেই পারে না । তোমরা হলে রাজস্বামি । ওরা হলো এই জগতের সন্ন্যাসী, তোমরা হলে অসীম জগতের সন্ন্যাসী । এ তো রাতদিনের তফাৎ । তোমাদের মতো ব্রাহ্মণরা

ছাড়া আর কেউই রাজযোগ শেখাতে পারে না । এ হলো নতুন বিষয় । নতুনরা কেউই বুঝতে পারবে না তাই নতুনদের কখনো অনুমতি দেওয়া হয় না । এ তো ইন্দ্রসভা, তাই না । এই সময় সকলেরই হলো পাথর তুল্য বুদ্ধি । সত্যযুগে তোমরা তো জানো, সকলেরই হবে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি । এখন হলো সঙ্গম যুগ । তোমাদের পাথর থেকে পরশ পাথরের মতো একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই তৈরী করতে পারে না । তোমরা এখানে এসেছো পরশ বুদ্ধি হওয়ার জন্য । ভারত বরাবর সোনার পাথির দেশ ছিলো । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ তো বিশ্বের মালিক ছিলো, তাই না । এঁরা কখন রাজত্ব করেছেন, এও কেউ জানেই না । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এঁদের রাজ্য ছিলো । এরপর তাঁরা কোথায় গেলেন ? তোমরা বলতে পারো, এনারা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছেন । এখন তাঁরা তমোপ্রধান হয়েছেন আবারও বাবার দ্বারা সতোপ্রধান হচ্ছেন, ততস্বম (আমিই সেই) । এই জ্ঞান একমাত্র বাবা ছাড়া কোনো সাধুসন্ত ইত্যাদি দিতেই পারেন না । সে হলো ভক্তিমার্গ আর এ হলো জ্ঞানমার্গ । বাচ্চারা, তোমাদের কাছে যে ভালো - ভালো গান আছে, তা যদি তোমরা শোনো তাহলে রোমাঞ্চিত হয়ে যাবে । তোমাদের খুশীর পারদ একদম চড়ে যাবে । এরপর এই নেশাও স্থায়ী থাকা চাই । এ হলো জ্ঞান অমৃত । ওরা মদ্যপান করে তখন নেশা চড়ে যায় । এখানে এ তো হলো জ্ঞান অমৃত । তোমাদের নেশা চলে যাওয়া উচিত নয়, সর্বদা চড়ে থাকা উচিত । তোমরা এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখে কতো খুশী হও । তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে আবার শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছি । এখানে দেখেও যেন তোমাদের বুদ্ধিযোগ বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রতিই লেগে থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিকর্মজিৎ হওয়ার জন্য যোগবলের দ্বারা বিকর্মের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে । এখানে দেখেও যেন বুদ্ধিযোগ বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রতিই লেগে থাকে ।

২) বাবার আশীর্বাদের সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করতে হলে প্রকৃত সন্তান হতে হবে । এক বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে । বাবা যা বোঝান তা নিজে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে ।

বরদান:- সম্পূর্ণতার আলোকের দ্বারা অজ্ঞানের পর্দা দূর করে সার্চ লাইট ভব*
এখন প্রত্যক্ষতার সময় নিকটে আসছে, তাই অন্তর্মুখী হয়ে গুহ্য অনুভবের রঞ্জের দ্বারা নিজেকে ভরপুর করো, এমন সার্চ লাইট হও যাতে তোমার সম্পূর্ণতার আলোকে অজ্ঞানের পর্দা দূর হয়ে যায়, কেননা তোমরা এই ধরিত্রীর নক্ষত্ররা এই বিশ্বকে দোলাচলের হাত থেকে রক্ষা করে সুখী সংসার, স্বর্নিম সংসার বানাতে । তোমরা পুরুষোত্তম আত্মারা এই বিশ্বের সুখ - শান্তির শ্বাস - প্রশ্বাসের নিমিত্ত ।

শ্লোগান:- মায়া আর প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে দূরে থাকো, তাহলে সদা প্রফুল্ল থাকবে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে আত্মা, তোমাদের স্বধর্ম হল শান্তি, তোমাদের দেশ হল শান্তিধাম, তোমরা আত্মারা হলে শান্ত স্বরূপ, তাই তোমরা শান্তি চাইতে পারো না"

প্রশ্নঃ - তোমাদের যোগবল কোন্ অদ্বুত কার্য করে ?

উত্তরঃ - যোগবলের দ্বারা তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করো, তোমরা বাচ্চারা সংখ্যায় খুব কম, তোমরা যোগবলের দ্বারা এই সম্পূর্ণ পাহাড় তুলে সোনার পাহাড় স্থাপন করো। ৫ তন্ত্র সতোপ্রধান হয়ে যায়, ফল ভালো দেয়। সতোপ্রধান তন্ত্রের দ্বারা এই শরীর টিও সতোপ্রধান হয়। সেখানকার ফল খুবই সুস্বাদু হয়।

ওম্ শান্তি যখন ওম্ শান্তি বলা হয় তখন খুব খুশী অনুভব হওয়া উচিত। কারণ বাস্তবে আত্মা হল-ই শান্ত স্বরূপ, তার স্বধর্ম হল শান্ত। এই বিষয়ে সন্ন্যাসীরাও বলেন, শান্তির মালা তোমাদের গলায় রয়েছে। শান্তিকে তোমরা বাইরে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ। আত্মা স্বতঃই হল শান্ত স্বরূপ। এই শরীরে পার্ট প্লে করতে আসতে হয়। আত্মা সদা শান্ত থাকলে কর্ম করবে কীভাবে ? কর্ম তো করতেই হবে। হ্যাঁ, শান্তি ধামে আত্মারা শান্ত থাকে। সেখানে শরীর থাকে না, এই কথা কোনও সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা বোঝেন না যে আমরা হলাম আত্মা, শান্তিধাম নিবাসী। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - শান্তিধাম আমাদের দেশ, তারপরে আমরা সুখধামে এসে পার্ট প্লে করি, পরে রাবণ রাজ্য হয় দুঃখধামে। এই হল ৮৪ জন্মের কাহিনী। ভগবানুবাচ আছে না অর্জুন কে বলেছিলেন তুমি নিজের জন্মের বিষয়ে জানো না। একজন কে কেন বলেন? কারণ একের গ্যারান্টি আছে। রাধে-কৃষ্ণের তো গ্যারান্টি আছে তাই এঁদের বলেন। এই কথা বাবাও জানেন, বাচ্চারাও জানে যে এই যে সব বাচ্চারা আছে সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। কেউ মাঝখানে আসবে, কেউ শেষে আসবে। এনার তো হল সার্টেন। এনাকেই বলা হয় - হে সন্তান। অর্থাৎ ইনি হলেন অর্জুন, তাইনা। রথে বিরাজিত তাইনা। বাচ্চারা নিজেরাও বুঝতে পারে - আমরা কীভাবে জন্ম নেব ? সার্ভিস না করলে সত্যযুগ নতুন দুনিয়ায় প্রথমে আসবে কীভাবে ? এদের ভাগ্য কোথায়। পরে যারা জন্ম নেবে তাদের জন্য তো পুরানো ঘর হতে থাকবে তাইনা। আমি এনার জন্য বলি, ফলে তোমাদের জন্যও হয় সার্টেন। তোমরাও বুঝতে পারো - মাম্মা - বাবা ৮৪ জন্ম নেন। কুমারকা, জনক এমন মহারথীরা আছেন যারা ৮৪ জন্ম নেন। যারা সার্ভিস করে না তারা অবশ্যই কিছু জন্ম পরে আসবে। তারা বোঝে আমরা তো ফেল হয়ে যাব, শেষে আসব। স্কুলে দৌড়ে টার্গেট পর্যন্ত এসে আবার ফিরে যায় তাইনা। সবাই একরস হতে পারবে না। রেসে এক ইঞ্চি তফাৎ থাকলেও জিতে যায়, এও অশ্ব রেস তাইনা। অশ্ব বলা হয় ঘোড়াকে। রথকেও ঘোড়া বলা হয়। যদিও তারা যা দেখায় দক্ষ প্রজাপিতা যন্ত রচনা করেছেন, তাতে ঘোড়া উৎসর্গ করেছেন, সেসব কোনও কথা নেই। দক্ষ প্রজাপিতাও নেই, কোনও যন্ত রচনাও করেন নি। বই ইত্যাদিতে ভক্তি মার্গের অনেক কাহিনী আছে। তার নাম হল কাহিনী। অনেক কাহিনী শোনে। তোমরা তো পড়াশোনা কর। পড়াশোনাকে কাহিনী বলা হবে না। স্কুলে পড়া কর, মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে। এই পড়ার দ্বারা এই চাকরি প্রাপ্ত হবে। কিছু তো প্রাপ্তি হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদের দেহি অভিমানী হতে হবে। এই হল পরিশ্রম। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বিশেষ ভাবে স্মরণ করা উচিত, এমন নয় আমি তো শিববাবার সন্তান তাহলে স্মরণের কি প্রয়োজন। না, স্মরণ করতে হবে নিজেকে স্টুডেন্ট ভেবে। আমরা আত্মা, আমাদের শিববাবা পড়াচ্ছেন, সে কথাও ভুলে যায়। শিববাবা হলেন একমাত্র টিচার যিনি সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দেন, এই কথাও স্মরণে থাকে না। প্রত্যেক বাচ্চার নিজের মনে প্রশ্ন করা উচিত কতক্ষণ বাবার স্মরণ থাকে ? বেশির ভাগ সময় তো বাহ্যমুখী হয়েই কাটে। এই স্মরণ-ই হল মূখ্য। এই ভারতের যোগের খুব মহিমা আছে। কিন্তু যোগ কে শেখায় - সে কথা কেউ জানেনা। গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়া আছে। এবারে কৃষ্ণকে স্মরণ করলে একটি পাপও বিনষ্ট হবে না কারণ তিনি তো হলেন দেহধারী। পাঁচ তন্ত্র দিয়ে তৈরি। কৃষ্ণকে স্মরণ করা অর্থাৎ মাটিকে স্মরণ করা, ৫ তন্ত্রকে স্মরণ করা। শিববাবা তো হলেন অশরীরী তাই বলা হয় অশরীরী হও, আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো।

তোমরা বলেও থাকো - হে পতিত-পাবন ! তিনি তো একজনই, তাইনা। যুক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করা উচিত - গীতার ভগবান কে ? ভগবান তো হলেন রচয়িতা একজন। যদি মানুষ নিজেদের ভগবান বলেও থাকে তবুও এমন কখনও বলবে না যে তোমরা সবাই আমার সন্তান। এমন বলবে তত্বম, বা বলবে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। আমিও ভগবান, তুমিও ভগবান, যেদিকে দেখি সবাই ভগবান। পাথরেও ভগবান, এমনও বলে দেয়। তোমরা আমার সন্তান এমন বলতে পারেনা। এই কথা তো এক বাবা-ই বলেন - হে আমার প্রিয় আত্মারূপী বাচ্চারা। এমন করে আর কেউ বলতে পারেনা।

মুসলমানদের কেউ যদি বলে আমার প্রিয় সন্তান, তবেও চড় মেরে দেবে। এই কথা একমাত্র পারলৌকিক পিতা-ই বলতে পারেন। আর অন্য কেউ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করতে পারেনা। ৮৪-র সিঁড়ির রহস্য কেউ বোঝাতে পারেনা, শুধুমাত্র নিরাকার পিতা ছাড়া। তাঁর প্রকৃত নাম হল শিব। সে তো মানুষ অনেক নাম রেখে দিয়েছে। অনেক ভাষা আছে। তো নিজের নিজের ভাষায় নাম রেখেছে। যেমন বোম্বে তে বলা হয় বাবুলনাথ, কিন্তু তারা অর্থ বোঝেনা। তোমরা বুঝেছ কাঁটার ফুলে পরিণত করেন যিনি। ভারতে শিববাবার হাজার নাম আছে, অর্থ জানেনা। বাবা বাম্বাদেরই বোঝান। তার মধ্যে মাতাদের বাবা বিশেষ এগিয়ে রাখেন। আজকাল ফিমেল দের মান আছে কারণ বাবা এসেছেন তাইনা। বাবা মাতাদের উঁচু মহিমা বর্ণনা করেন। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা, তোমরাই শিববাবাকে জানো। সত্য একটাই। গায়ন আছে সত্যের নৌকো নড়ে চড়ে, ডোবে না। সুতরাং তোমরা হলে সত্য, নতুন দুনিয়া স্থাপনা করছ। বাকি সব মিথ্যা বন্ধন শেষ হয়ে যাবে। তোমরা এখানে রাজত্ব করবে না। তোমরা পরের জন্মে এসে রাজত্ব করবে। এইসব হল বড়ই গুপ্ত কথা যা তোমরা-ই জানো। এই বাবা যদি না থাকতেন কিছুই জ্ঞান থাকত না। এখন সব জ্ঞান হয়েছে।

এই হল যুধিষ্ঠির, যুদ্ধের ময়দানে বাম্বাদের দাঁড় করিয়েছেন যিনি। এই হল অহিংসক, নন-ভায়োলেঞ্চ। মানুষ মারামারিকে হিংসা ভাবে। বাবা বলেন প্রথম মূখ্য হিংসা তো হল কাম কাটারীর তাই বলা হয় কাম মহাশত্রু, এর উপরেই জিত অর্জন করতে হবে। মূখ্য কথা হল কাম বিকারের, পতিত অর্থাৎ বিকারী। বিকারী বলা হয় পতিতদের, যারা বিকারগ্রস্ত হয়। ক্রোধী মানুষকে এমন বিকারী বলা হবে না। ক্রোধী কে ক্রোধী, লোভী কে লোভী বলা হবে। দেবতাদের নির্বিকার বলা হয়। দেবতারা হলেন নির্লোভী, নির্মোহী, নির্বিকারী। বিকারে লিপ্ত হন না। তোমাদের বলে বিকার না থাকলে সন্তান হবে কীভাবে? তাঁদের কে নির্বিকারী মানছ তো তাইনা। ওই হল ভাইসলেস দুনিয়া। দ্বাপর কলিযুগ হল ভিশাস দুনিয়া। নিজেকে বিকারী, দেবতাদের নির্বিকারী বলা তো, তাইনা। তোমরা জানো আমরাও বিকারী ছিলাম। এখন এঁদের মতন নির্বিকারী হচ্ছি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্মরণের শক্তি দ্বারা এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করেছিলেন এখন আবার প্রাপ্ত করছেন। আমরা-ই দেবী-দেবতা ছিলাম, আমরা-ই কল্প পূর্বে এই রাজত্ব প্রাপ্ত করেছিলাম, যা হারিয়ে ছিলাম, আবার আমরা-ই প্রাপ্ত করছি। এই চিন্তন বুদ্ধিতে থাকলেও খুশী অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু মায়া এই স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়। বাবা জানেন তোমরা স্থায়ীভাবে স্মরণে থাকতে পারবে না। তোমরা বাম্বারা অটল হয়ে স্মরণ করতে থাকো তো শীঘ্রই কর্মাজীত অবস্থা হয়ে যাবে এবং আত্মা ফিরে যাবে। কিন্তু হয় না। প্রথম নম্বরে ইনি যাবেন। তারপরে শিবের বরযাত্রী। বিয়ের অনুষ্ঠানে মাতা-রা মাটির কলসে জ্যোতি জ্বালিয়ে নিয়ে যায়, তাইনা! এ হল প্রমাণ চিহ্ন। শিববাবা সজন হলেন সর্বদা জাগ্রত জ্যোতি। আমাদের জ্যোতি জাগ্রত করেন। এখানকার কথা ভক্তি মার্গে নিয়ে গেছে। তোমরা যোগবলের দ্বারা নিজের জ্যোতি জাগ্রত কর। যোগের দ্বারা তোমরা পবিত্র হও। জ্ঞানের দ্বারা ধন প্রাপ্তি হয়। পড়াশোনাকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয় তাইনা। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশেষ ভাবে ভারত এবং সাধারণ ভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র বানাও। এই সেবায় কন্যারা খুব ভালো ভাবে সহযোগী হতে পারে। সার্ভিস করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে হবে। জীবন হীরে তুল্য বানাতে হবে, কম নয়। গায়ন আছে ফলো ফাদার মাদার। সী মাদার ফাদার এবং অনন্য ব্রাদার্স, সিস্টার্স।

তোমরা বাম্বারা প্রদর্শনীতে বোঝাতে পারো যে তোমাদের দুইজন পিতা আছে - লৌকিক এবং পারলৌকিক। দুইজনের মধ্যে কে বড়? অবশ্যই অসীম জগতের পিতা হবেন তাইনা। অবিনাশী উত্তরাধিকার তাঁর কাছেই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এখন উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। ভগবানুবাচ - তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি তারপর তোমরা পর জন্মে বিশ্বের মালিক হবে। বাবা কল্প-কল্প ভারতে এসে ভারতকে বিত্তবান করেন। তোমরা বিশ্বের মালিক হও এই পড়াশোনা দ্বারা। লৌকিক পড়াশোনা দ্বারা কি প্রাপ্ত হয়? এখানে তো তোমরা হীরে তুল্য হয়ে যাও ২১ জন্মের জন্য। ওই পড়াশোনায় রাত-দিনের তফাৎ আছে। ইনি হলেন পিতা, টিচার, গুরু একজন-ই। অতএব পিতার উত্তরাধিকার, টিচারের উত্তরাধিকার এবং গুরুর উত্তরাধিকার সবই প্রদান করেন। এখন বাবা বলেন দেহ সহ সবাইকে ভুলে যেতে হবে। তুমি মৃতবৎ হলে তোমার দুনিয়াও তোমার জন্য মৃত হবে। বাবার অ্যাডপ্টেড সন্তান হয়ে, কাকে স্মরণ করবে। অন্যদের দেখেও দেখবেনা। পার্ট প্লে করার সময়ে বুদ্ধিতে থাকবে - আমাদের নিজ ধাম ফিরে যেতে হবে তারপরে এখানে এসে পার্ট প্লে করতে হবে। এই কথা বুদ্ধিতে থাকলেও খুশীর অনুভূতি হতে থাকবে। বাম্বাদেরকে দেহের ভান বা দেহের অনুভব ত্যাগ করা উচিত। এই পুরানো জিনিস এখানে ত্যাগ করতে হবে, এবারে ফিরে যেতে হবে। নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। পুরানো সৃষ্টিকে আগুন লাগছে। অন্ধের সন্তান অন্ধ-রা অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত। মানুষ বুঝবে নিদ্রিত মানুষ দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই হল অজ্ঞানের নিদ্রার কথা, যে নিদ্রা থেকে তোমরা জাগিয়ে তোলা। জ্ঞান অর্থাৎ দিন হল সত্যযুগ, অজ্ঞান অর্থাৎ রাত হল কলিযুগ। এই কথাটি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। কন্যার বিবাহ হলে মাতা-পিতা, শ্বশুর, শাশুড়ী সকলেই স্মরণে আসবে। তাদেরও ভুলে যেতে হবে। এমন অনেক যুগল আছে, যারা সন্তানসীদার দেখায় - আমরা যুগল হওয়া সত্ত্বেও

বিকারগ্রস্ত হই না। জ্ঞান তলোয়ার মধ্যখানে থাকে। বাবার আদেশ হল - পবিত্র থাকতে হবে। দেখো রমেশ ভাই - উষা বোন আছে, কখনও তারা পতিত হয়নি। তাদের এই ভয় আছে, যদি পতিত হয় তো ২১ জন্মের রাজস্ব শেষ হয়ে যাবে। দেউলিয়া হয়ে যাবে। এইভাবে কেউ কেউ ফেল হয়ে যায়। গন্ধর্ব বিবাহের নাম তো আছে তাই না। তোমরা জানো পবিত্র থাকলে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে। এক জন্মের জন্য পবিত্র থাকতে হবে। যোগবলের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ এসে যায়। যোগবলের দ্বারা তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র কর। তোমরা বাচ্চারা সংখ্যায় খুব কম যোগবলের দ্বারা এই সম্পূর্ণ পাহাড় উড়িয়ে সোনার পাহাড় স্থাপন কর। মানুষ তো বোঝে না, তারা গোবর্ধন পর্বতের পরিক্রমা করতে থাকে। বাবা নিজে এসে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে গোল্ডেন এজেড করেন। এমন নয় যে হিমালয় সোনার হয়ে যাবে। সেখানে তো সোনার খনি ভরপুর হয়ে যাবে। ৫ তন্ত্র সতোপ্রধান হয়, ফলও ভালো দেয়। সতো প্রধান তন্ত্রের দ্বারা এই শরীরও সতোপ্রধান হয়। সেখানকার ফলও সুস্বাদু হয়। নাম ই হল স্বর্গ। অতএব নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করলেই বিকার মুক্ত হবে। দেহ-অভিমাণে এলে বিকার গ্রস্ত হওয়ার চেষ্টা করা হয়। যোগী কখনো বিকারে লিপ্ত হবে না। জ্ঞান বল তো আছে, কিন্তু যোগী না হলে পতন হবে। যেমন জিজ্ঞাসা করা হয় - পুরুষার্থ বড় নাকি প্রালঙ্ক ? তখন বলে পুরুষার্থ বড়। তেমনই এইখানে বলা হবে যোগ বড়। যোগের দ্বারা-ই পতিত থেকে পবিত্র হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা বলবে যে আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে পড়াশোনা করব। মানুষের কাছে পড়ে কি প্রাপ্তি হবে ? এক মাসে কত উপার্জন হবে ? এইখানে তোমরা এক একটি রত্ন ধারণ কর। এই হল লক্ষ টাকার রত্ন। স্বর্গে টাকা পয়সার গণনা করা হয় না। অপার ধন থাকে। সকলের নিজস্ব কৃষি ক্ষেত্র ইত্যাদি থাকে। এখন বাবা বলেন আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। এই হল মুখ্য উদ্দেশ্য। পুরুষার্থ করে উচ্চ মানের হতে হবে। রাজধানী স্থাপনা হচ্ছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কীভাবে প্রালঙ্ক প্রাপ্ত করেছেন, এঁদের প্রালঙ্কের কথা জানলে আর কি চাই। এখন তোমরা জানো কল্পের ৫ হাজার বছর পরে বাবা আসেন, এসে ভারত কে স্বর্গ বানান। তো বাচ্চাদের সার্ভিস করার উৎসাহ থাকা উচিত। যতক্ষণ পথ বলবে না ততক্ষণ খাবার থাকবে না - এতখানি উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলে তবে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) ঈশ্বরীয় সেবা করে নিজের জীবন ২১ জন্মের জন্য হীরে তুল্য করতে হবে। মাতা-পিতা এবং অনন্য ভাই-বোনদেরকেই ফলো করতে হবে।

২) কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্তির জন্য দেহ সহ সবাইকে ভুলে যেতে হবে। নিজের স্মরণ অটল এবং স্থায়ী বানাতে হবে। দেবতাদের মতন নির্লোভ, নির্মোহী, নির্বিকারী হতে হবে।

বরদান:- সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার সাথে কোনও একটি বিশেষত্বে বিশেষ প্রভাবশালী ভব*
 ব্যাখ্যা: যেমন ডাক্তাররা সাধারণ রোগের চিকিৎসার নলেজ তো রাখে, কিন্তু তার সাথে কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকে। তেমনই বাচ্চারা তোমাদেরও সর্বগুণ সম্পন্ন তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি একটি বিশেষত্বকে বিশেষভাবে অনুভব করে, সেবায় প্রয়োগ করে এগিয়ে চলো। যেমন সরস্বতীকে বিদ্যার দেবী, লক্ষ্মীকে ধন দেবী সম্বোধন করে পূজা করা হয়। এভাবেই নিজেকে সর্বগুণ, সর্বশক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটি বিশেষত্বে বিশেষ রিসার্চ করে নিজেকে প্রভাবশালী বানাও।

স্লোগান:- বিকার রূপী সর্পগুলিকে সহজযোগের শয্যা বানিয়ে দাও, তবে সদা নিশ্চিন্ত থাকবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- আত্মা রূপী জ্যোতিতে জ্ঞান যোগের ঘূত ঢাললেই জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত থাকবে, জ্ঞান আর যোগের পার্থক্য ভালোভাবে বুঝতে হবে"

প্রশ্ন:- বাবার কার্য প্রেরণা দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না, তাঁকে এখানে আসতেই হয় কেন?

উত্তর:- কেননা মানুষের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তমোপ্রধান বুদ্ধি ঈশ্বরের প্রেরণা অনুভব করতে অক্ষম। সেইজন্য বলা হয় আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো ...

গীত:- ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন, এই ধরিত্রীতে নেমে এসো ...

ওম্ শান্তি। ভক্তরা এই গান রচনা করেছে। এর অর্থ কত সুন্দর। বলা হয় আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এসো। আকাশ তো এখানে। এটাই হলো থাকার জায়গা (লৌকিক দুনিয়া)। আকাশ থেকে তো কোনো কিছু আসতে পারে না। বলা হয় আকাশ সিংহাসন। আকাশ তব্বে তোমরা বাস করো আর বাবা থাকেন মহাতব্বে। তাকে ব্রহ্ম বা মহাতত্ত্ব বলা হয়, যেখানে আত্মা বাস করে। বাবা অবশ্যই ওখান থেকেই আসবেন। কেউ তো আসবে তাইনা। বলা হয় তুমি এসে আমাদের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করো। গাওয়াও হয়ে থাকে অন্ধের সন্তান অন্ধই হয় আর জ্ঞানীর সন্তান জ্ঞানদীপ্ত। শাস্ত্রে ধৃতরাষ্ট্র আর যুধিষ্ঠিরের নাম লেখা হয়েছে। এই সন্তানরা হলো রাবণের। মায়া রূপী রাবণ। সবারই রাবণের বুদ্ধি, তোমাদের এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি। বাবা এসে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিচ্ছেন। রাবণ তালা বন্ধ করে দেয়। কেউ যখন কিছু বোঝেনা তখন তার সম্পর্কে বলা হয় এর তো পাথর বুদ্ধি (অন্তঃসারশূন্য)। বাবাই এসে এখানে জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করেন তাইনা। প্রেরণা দ্বারা কাজ হয়না। আত্মা যা সতোপ্রধান ছিল, তার শক্তি এখন কমে গেছে, তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সম্পূর্ণরূপে মলিন হয়ে গেছে। কোনো মানুষ মারা গেলে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। প্রদীপ কেন জ্বালায়? ওরা প্রদীপ জ্বালায় কারণ তারা ভাবে যে, যখন প্রদীপ জ্বালানো হয় তখন সেই আত্মা অন্ধকারে থাকবে না। এখানে প্রদীপ জ্বালালে ওখানে আলোকিত কি করে হবে? কিছুই জানে না। তোমরা এখন বিচক্ষণ বুদ্ধির হচ্ছ। বাবা বলেন আমি তোমাদের বিচক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন করে তুলি। জ্ঞানের ঘূত ঢালি। এটাও বোঝার বিষয়। জ্ঞান আর যোগ দুটো আলাদা বিষয়। যোগকে জ্ঞান বলেনা। কেউ কেউ মনে করে ভগবান এসে জ্ঞান প্রদান করে বলেন আমাকে স্মরণ কর। কিন্তু একে জ্ঞান বলেনা। এখানে তো বাবা আর তাঁর বাচ্চারা। বাচ্চারা জানে যে, ইনি আমাদের পিতা। এর মধ্যে জ্ঞানের প্রশ্নই নেই। জ্ঞান তো বিস্তৃত। এতো শুধুমাত্র স্মরণ। বাবা বলেন আমাকে শুধু স্মরণ কর, আর কিছু নয়। এতো সাধারণ বিষয়, একে জ্ঞান বলে না। বাচ্চা জন্ম নিয়েছে সুতরাং বাবাকে স্মরণ তো করবেই তাইনা। জ্ঞান তো বিস্তারিত। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর-- এ কোনও জ্ঞান নয়। তোমরা স্বয়ং জান, আমরা আত্মা আমাদের পিতা পরম আত্মা, পরমাত্মা। একে কি জ্ঞান বলবে? বাচ্চারা বাবাকে আহ্বান করে। জ্ঞান তো হলো নলেজ, যেমন কেউ এম.এ পড়ে, কেউ বি.এ পড়ে। কত অসংখ্য বই পড়ে। বাবা বলেন তোমরা আমার সন্তান তাইনা, আমি তোমাদের বাবা। আমার সাথে যোগযুক্ত হও অর্থাৎ স্মরণ কর। একে জ্ঞান বলে না। বাচ্চারা তোমরা তো আছই। তোমরা আত্মারা কখনোই বিনাশ হওনা। কেউ মারা গেলে তার আত্মাকে ডাকে, শরীর তো শেষ হয়ে গেছে সুতরাং আত্মা ভোজন কি করে করবে? ভোজন তো ব্রাহ্মণই করবে। এসবই হলো ভক্তি মার্গের নিয়ম। এমনটাও নয় যে আমাদের বলাতে ভক্তি মার্গ বন্ধ হয়ে যাবে। সেতো চলেই আসছে। আত্মা তো এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে।

বাচ্চাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আর যোগের পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া উচিত। বাবা যে বলেন আমাকে স্মরণ কর, এ জ্ঞান নয়। বাবা যে ডায়রকশন দেন, একে যোগ বলা হয়। জ্ঞান হলো সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে — তার নলেজ। যোগ অর্থাৎ স্মরণ। বাচ্চাদের কর্তব্য হলো বাবাকে স্মরণ করা। ওরা হলো লৌকিক আর ইনি হলেন পারলৌকিক পিতা। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর। সুতরাং জ্ঞান আলাদা বিষয়। বাচ্চাদের কি বলতে হয় যে বাবাকে স্মরণ কর! লৌকিক বাবা তো জন্মাবার সাথেই স্মরণ আসে। এখানে বাবাকে স্মরণ করার জন্য মনে করিয়ে দিতে হয়। এতেই পরিশ্রম। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর — এটাই পরিশ্রমের কাজ। সেইজন্যই বাবা বলেন যোগে স্থায়ীত্ব নেই। বাচ্চারা বাবাকে লেখে — বাবা স্মরণ করতে ভুলে যাই। এমনটা লেখে না যে, জ্ঞান ভুলে যাই। জ্ঞান তো অতিব সহজ। স্মরণ করাকে জ্ঞান বলা হয় না, এতেই (স্মরণে) মায়ার তুফান আসে। হতে পারে জ্ঞানে কেউ খুব তীক্ষ্ণ, খুব ভালো মুরলী পড়তে পারে কিন্তু বাবা জিজ্ঞাসা করেন — স্মরণের চার্ট বের কর, কত সময় স্মরণ করেছ? বাবাকে স্মরণের চার্ট যথার্থ রীতিতে তৈরি করে

দেখাও। স্মরণই হলো প্রধান বিষয়। পতিতরাই আহ্বান করে বলে এসে পাবন করে তোল। প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়া, এতেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। শিব ভগবানুবাচ — স্মরণে সবাই ভীষণ কাঁচা। ভালো-ভালো বাচ্চারা যারা খুব ভাল মুরলী পড়ে কিন্তু স্মরণে ভীষণ কমজোর। যোগ দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। যোগ দ্বারাই কর্মেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ শান্ত হতে পারে। এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। কোনও দেহধারীও যেন স্মরণে না আসে। আত্মারা জানে এই সম্পূর্ণ দুনিয়া বিনাশ হবে, আমরা ফিরে যাব নিজের ঘরে। তারপর রাজধানীতে আসব। এটা সবসময় বুদ্ধিতে থাকা উচিত। জ্ঞান যা প্রাপ্ত হচ্ছে তা আত্মার মধ্যে থাকা উচিত। বাবা হলেন যোগেশ্বর, যিনি স্মরণ করতে শেখান। বাস্তবে ঈশ্বরকে যোগেশ্বর বলা যায় না। তোমরা হলে যোগেশ্বর। বাবা বলেন আমাদের স্মরণ কর। এই স্মরণ শেখান যিনি তিনিই ঈশ্বর রূপী বাবা। ঐ নিরাকার পিতা শরীর দ্বারা শেখান। বাচ্চারাও শরীর দ্বারা শোনে। কেউ-কেউ যোগে খুব কাঁচা। একদমই স্মরণ করেনা। জন্ম-জন্মান্তরে যা পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে সবকিছুই জন্য সাজা খেতে হবে। এখানে আসার পরও যে পাপ করে তার শতগুণ সাজা খেতে হবে। জ্ঞানের টিক-টিক তো খুব করে, কিন্তু যোগ একদমই নেই যে কারণে পাপ ভস্ম হয়না, কাঁচাই থেকে যায়, সেইজন্যই প্রকৃত মালা ৮ এর তৈরি হয়েছে। নবরত্ন (৯) বলা হয় (নবরত্ন)। ১০৮ রত্ন কবে শুনেছ? ১০৮ রত্নের কোনও কিছু তৈরি হয়না। অনেকেই আছে যারা এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে বোঝেনা। স্মরণকে জ্ঞান বলেন। জ্ঞান সৃষ্টি চক্রকে বলা হয়। শাস্ত্রে জ্ঞান নেই, ঐ সব শাস্ত্র হলো ভক্তি মার্গের। বাবা স্বয়ং বলেন আমাদের এদের সাথে তোমরা মিলিও না (ভক্তি মার্গের শাস্ত্রের সাথে)। সাধু, সন্ত ইত্যাদি সবাইকে উদ্ধার করতে আমিই আসি। ওরা ভাবে ব্রহ্মতে লীন হতে হবে। দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জলের বুদবুদের। এখন তোমরা এসব বলনা। তোমরা জান আমরা আত্মারা বাবার সন্তান। "মামেকম্ স্মরণ করো" - একথা বলে, কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। যদিও বলে থাকে আমরা আত্মা কিন্তু আত্মা কি, পরমাত্মা কি — এই জ্ঞান একদমই নেই। এসব কথা বাবাই এসে শোনান। এখন তোমরা জান আমরা আত্মাদের ঘর ওখানে। সম্পূর্ণ বংশবৃদ্ধি বৃক্ষ সেখানে বিদ্যমান। প্রতিটি আত্মা নিজ-নিজ ভূমিকা পেয়েছে। সুখ প্রদান করেন কে, দুঃখ কে দেয় — এও কারো জানা নেই।

ভক্তি হলো রাত, জ্ঞান হলো দিন। ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা ধাক্কা খাও। তারপর আমি এসে তোমাদের সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান শোনাই এতে কত সময় লাগে? সেকেন্ড। এতো গাওয়াও হয়ে থাকে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। তোমাদের যিনি পিতা তিনিই পতিত-পাবন। ওঁনাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ এই হলো চক্র। নামও জানে কিন্তু পাথর বুদ্ধি। সুতরাং সময় কারও জানা নেই। ভাবে ঘোর কলিযুগ। যদি কলিযুগ এখনও চলতে থাকে তবে আরও ঘোর অন্ধকারে তলিয়ে যাবে সেইজন্য গাওয়াও হয় — কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিল আর বিনাশ হয়ে গেছে। সামান্য জ্ঞান শুনলেও প্রজা হবে। কোথায় এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, কোথায় প্রজা। পড়ান তো একজনই। প্রত্যেকের নিজ-নিজ ভাগ্য আছে। কেউ তো স্কলারশিপ পায়, কেউবা ফেল করে যায়। কেন ধনুক এবং তীরের প্রতীক নিয়ে রামকে চিত্রিত করা হয়েছে? কারণ সে অসফল হয়েছে। এটাও গীতা পাঠশালা, কেউ তো কোনও মার্কস নেওয়ার যোগ্যই নয়। আমি আত্মা বিন্দু, বাবাও বিন্দু এভাবেই তাঁকে স্মরণ করতে হবে। যারা একথা বুঝতেই পারে না, তারা কি পদ প্রাপ্ত করবে! স্মরণে না থাকার কারণে অনেক লোকসান হয়ে যায়। স্মরণ শক্তি কামাল করে দেয়, কর্মেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ শান্ত, শীতল হয়ে যায়। জ্ঞান দ্বারা শান্ত হবেনা, যোগবল দ্বারাই শান্ত হবে। ভারতবাসী বাবাকে আহ্বান করে বলে তুমি এসে আমাদের ঐ গীতা জ্ঞান শোনাও, কে আসবে শোনাতে? কৃষ্ণের আত্মা তো এখানে। কেউ সিংহাসনে তো বসে নেই যাকে ডাকা হয়। যদি কেউ বলে আমি ক্রাইস্টের আত্মাকে স্মরণ করি। সেও তো এখানেই আছে, ওরা তো জানেই না যে ক্রাইস্টের আত্মা এখানেই আছে, ফিরে যেতে পারবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ, প্রথম নম্বর স্থানাধিকারীদের সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিতে হবে তবে কিভাবে ফিরে যাবে।

সব হিসেবের মধ্যে আছে, তাইনা। মানুষ যা কিছু বলে সে তো মিথ্যে। অর্ধকল্প হলো মিথ্যে খন্ড, অর্ধকল্প সত্য খন্ড। এখন প্রত্যেককে বোঝান উচিত — এই সময় সবাই নরকবাসী আবার এই ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী হয়ে ওঠে। মানুষ কত বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ ইত্যাদি পড়ে, কিন্তু এসব পড়ে কি মুক্তি পাওয়া যায়? নিচে তো নামতেই হবে। প্রতিটি জিনিসকে সত্য, রজো, তমোর মধ্যে দিয়ে অবশ্যই আসতে হবে। নিউ ওয়ার্ল্ড কাকে বলে, কারো এই জ্ঞান নেই। বাবা সামনে বসে এসব বুঝিয়ে বলেন। দেবী-দেবতা ধর্ম কবে, কে স্থাপন করেছিল — ভারতবাসীর এ বিষয়ে কিছুই জানে না। সুতরাং বাবা বুঝিয়েছেন — জ্ঞানে যতই ভালো হোক না কেন কিন্তু যোগে কিছু বাচ্চারা অসফল। যোগ না হলে বিকর্ম বিনাশ হবে না, উচ্চ পদও প্রাপ্ত হবে না। যে যোগে মশগুল থাকবে, সে-ই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। তার কর্মেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রূপে শীতল হয়ে যাবে। দেহ সহ সবকিছু ভুলে দেহী-অভিমানী হয়ে ওঠে। আমরা অশরীরী এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। উঠতে-বসতে মনে কর — এই শরীর তো ছাড়তে হবে। আমার ভূমিকা পালন করেছে, এখন ঘরে ফিরতে হবে। জ্ঞান

তো পেয়েছি, যেমন বাবার মধ্যে জ্ঞান আছে, তাঁকে তো আর অন্য কাউকে স্মরণ করতে হবে না। স্মরণ তো বাচ্চারা তোমাদের করতে হবে। বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। যোগের সাগর তো বলবে না তাইনা। উনি এসে চক্রে নলেজ শোনান আর নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। স্মরণকে জ্ঞান বলেন। স্মরণ তো বাচ্চাদের সহজেই এসে যায়। স্মরণ তো করতেই হবে নয়তো উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে? বাবা আছেন যখন উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। বাকি সবটাই নলেজ। আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়ে থাকি, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান কিভাবে হই, এসবই বাবা বোঝান। এখন বাবার স্মরণে থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা আত্মিক বাচ্চারা এসেছ আত্মিক বাবার কাছে, ওঁনার শরীরের আধার তো চাই তাইনা। বাবা বলেন আমি বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করি। এ হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা। যখন বাবা আসেন তখন সম্পূর্ণ বিশ্বের কল্যাণ হয়। ইনি হলেন (ব্রহ্মা) ভাগ্যশালী রথ, এনার দ্বারা কত সার্ভিস হয়। সুতরাং শরীরের ভান ছাড়ার জন্য স্মরণ প্রয়োজন। বেশি করে স্মরণ করা শেখাতে হবে। জ্ঞান তো সহজ। ছোট বাচ্চারাও শুনিয়ে দেবে। স্মরণেই পরিশ্রম আছে। একজনকেই স্মরণ করা, একে বলে অব্যভিচারী স্মরণ। কারো শরীরকে স্মরণ করা — সে হলো ব্যভিচারী। স্মরণ দ্বারা সবাইকে ভুলে অশরীরী হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্মরণ শক্তি দ্বারাই নিজের কর্মেন্দ্রিয়কে শীতল, শান্ত বানাতে হবে। ফুল পাশ করার জন্য যথার্থ রীতিতে বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হতে হবে।

২) উঠতে-বসতে যেন বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা এখন শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাব। যেমন বাবার মধ্যে সব জ্ঞান পরিপূর্ণ, তেমনই মাস্টার জ্ঞান সাগর হতে হবে।

বরদান:- লৌহ সমান (অস্ত্রানী, মরচে পড়া) আত্মাকে পারস করে তুলতে সমর্থ মাস্টার পারসনাথ ভব*
তোমরা সবাই পারসনাথ বাবার সন্তান, মাস্টার পারসনাথ — সুতরাং যেমনই লৌহ সমান আত্মা হোক না কেন তোমাদের সঙ্গ পেয়ে সেই লোহাও পারস হয়ে উঠবে। এ তো লোহা — এমনটা কখনও ভেবো না। পারসের কাজই হলো লোহাকে পারস করে তোলা। এই লক্ষ্য আর লক্ষণ সবসময় স্মৃতিতে রেখে প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি কর্ম করো, তবেই অনুভব হবে যে আমি আত্মার লাইটের কিরণ অনেক আত্মাকে গোল্ডেন হয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করছে।

স্লোগান:- প্রতিটি কার্য সাহসিকতার সাথে করলে সবার সম্মান প্রাপ্তি হবে।*

নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী রত্নরাজির লক্ষণ

আজ বাপদাদা তার নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী সব রত্নমালা দেখছিলেন। সব বাচ্চাই নিজেকে মনে করে যে নিশ্চয় বুদ্ধিতে আমি পরিপক্ব। তোমাদের মধ্যে এমন কমই আছে যে নিজেকে নিশ্চয়বুদ্ধি বলে স্বীকার করে না। যাকেই জিজ্ঞাসা করা হবে, সে এটাই বলবে নিশ্চয় যদি না থাকত তবে রত্নাকুমার, রত্নাকুমারী কীভাবে হতাম! নিশ্চয়ের প্রশ্নে সকলেই বলে - হ্যাঁ, আমার নিশ্চয় আছে। সব নিশ্চয়বুদ্ধি এখানে বসে আছে, এইরকম বলবে, তাই না? তা' নাহলে, যারা মনে করে যে এখনও তাদের নিশ্চয় হচ্ছে, তারা হাত উঠাও। সকলেই তোমরা নিশ্চয়বুদ্ধি। আচ্ছা সকলেরই যখন দৃঢ় প্রত্যয় আছে তাহলে বিজয়মালায় নম্বর কেন থাকে? নিশ্চয়ে তোমাদের সবার একই জবাব, তাই না! তাহলে নম্বর কেন? কোথায় অষ্ট রত্ন, কোথায় একশ' রত্ন আর কোথায় ষোল হাজার! এই অষ্ট, একশ' ষোল হাজারে হওয়াতেই তারতম্য ঘটে যায়। এর কারণ কি? অষ্ট দেবের পূজন- গায়ন আর ষোল হাজারের মালার গায়ন-পূজনে কতো প্রভেদ! তোমাদের নিশ্চয় আছে যে বাবা সেই একই আর তোমরাও বাবারই, তাহলে এই তারতম্য কেন? তোমাদের নিশ্চয়বুদ্ধিতে কি পার্সেন্টেজ হতে পারে? নিশ্চয়ে যদি পার্সেন্টেজ হয়, তবে তা' নিশ্চয় বলা যাবে? আট রত্ন যারা তারাও নিশ্চয়বুদ্ধি, যারা ষোল হাজারে তারাও নিশ্চয়বুদ্ধি, এটাই তো বলবে তোমরা, নয় কি?

নিশ্চয়বুদ্ধির লক্ষণ বিজয়, সেইজন্য গায়ন আছে *নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী*। সুতরাং নিশ্চয় অর্থাৎ অবশ্যই বিজয়ী। কখনো বিজয়ী হবে আর কখনো হবে না, এটা হতেই পারে না। সার্কমস্ট্যান্স যেমনই হোক, কিন্তু নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চার সবরকম সার্কমস্ট্যান্সে নিজের স্বস্থিতির শক্তি দ্বারা সদা বিজয় অনুভব করবে, যারা বিজয়ী রত্ন অর্থাৎ যারা বিজয় মালার দানা হয়েছে, গলার মালা হয়েছে, মায়ার কাছে কখনও তাদের পরাজয় হয় না। দুনিয়ার লোকে বা ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে কম বা বেশি সম্পর্কিত লোকজন তাদেরকে দেখে যদি কিছু ভাবে বা বলে যে তারা পরাজিত হয়েছে, সেটা পরাজয় নয় জিত। কারণ কখনো কখনো দেখায় এবং করার মধ্যে মিস্ আন্ডারস্ট্যান্ডিংও হয়ে যায়। যে আত্মারা নম্রচিত্ত, নিরহঙ্কারী এবং যারা সদা হ্যাঁ জী'র পাঠ পড়ে অর্থাৎ সদা প্রস্তুত, মিস্ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য কখনো কখনো সেই আত্মাদের পরাজিত মনে হতে পারে, অন্যদের কাছে হার হিসেবে প্রতীয়মান হবে, কিন্তু বাস্তবে, সেটা তাদের বিজয়। শুধু সেই সময় অন্যদের মতামতে বা বায়ুমন্ডলের কারণে নিজেদের নিশ্চয়বুদ্ধিকে পরিবর্তন করে সংশয় রাখতে শুরু করো না। 'জানিনা এটা জয় না পরাজয়!' এই সংশয় না রেখে নিজের নিশ্চয়ে অটল থাক। সুতরাং অন্যেরা আজ যেটা হার বলছে, কাল বাঃ! বাঃ এর পুষ্প অর্পণ করবে।

বিজয়ী আত্মার মনে এবং তাদের কর্মে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা উৎপন্ন হবে না, তারা রাইট অথবা রং কিনা! অন্যদের মতামত অন্য ব্যাপার। কেউ বলবে তুমি রাইট আর কেউ বলবে তুমি রং, কিন্তু তোমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে যে তুমি বিজয়ী। বাবার প্রতি নিশ্চয়ের সাথে সাথে নিজের প্রতিও নিজের নিশ্চয় থাকা আবশ্যিক। নিশ্চয়বুদ্ধি অর্থাৎ বিজয়ীর মন অর্থাৎ সঙ্কল্প শক্তি সদা স্বচ্ছ হওয়ার কারণে নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি হ্যাঁ না'য়ের নির্ণয় করা সহজ হবে, আর সত্য ও স্পষ্ট হবে। সেইজন্য 'আমি জানিনা' এইরকম কোনও দ্বিধা থাকবে না। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্নের লক্ষণ - সত্য নির্ণয় হওয়ার কারণে তাদের মনে সামান্যও এলোমেলো ভাব উদ্ভব হবে না, সদা আনন্দ হবে। খুশির তরঙ্গ বইবে। সার্কমস্ট্যান্স যতই অগ্নিসম হোক, কিন্তু তার জন্য অগ্নিপরীক্ষা এমন আত্মাকে বিজয়ের খুশি অনুভব করাবে কারণ পরীক্ষায় সে বিজয়ী হবে, তাই না! জাগতিক নিয়মে কোনও বিষয়ে এখনও কেউ যখন বিজয় প্রাপ্ত হয়, খুশিতে তারা সেটা উদযাপন করে, হাসে, নাচে, করতালি দিয়ে সেই জয়কে সমর্থন জানায়। এইসব খুশির লক্ষণ। নিশ্চয়বুদ্ধি কখনও কোনও কার্যে নিজেকে একা অনুভব করবে না। এমনকি, সবাই যদি একদিকে হয়, তো অন্যদিকে সে একা, মেজরিটি যতই অন্যদিকে হোক আর বিজয়ী রত্ন একা একদিকে, তবুও সে নিজেকে একা মনে করবে না, বরং সে ভাবে বাবা তার সাথে আছেন, সেইজন্য অক্ষৌহিণী সেনাও বাবার সামনে কিছুই নয়। যেখানে বাবা আছেন সেখানে সমগ্র পৃথিবী বাবার মধ্যে বিদ্যমান। বীজের মধ্যেই সম্পূর্ণ বৃক্ষ তার সমাহিত রয়েছে। *নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী আত্মা সদাসর্বদা নিজে আগ্রয়ে থাকার উপলব্ধি করবে। আগ্রয় দাতা আমার সাথে, এমনই ন্যাচারাল অনুভব করে। এমন নয় যে যখন সমস্যা আসবে সেই সময় বাবার সামনে বলবে, 'বাবা তুমি তো আমার সাথে আছ, তাই না! তুমিই আমার সহায়, তাই না বাবা! তুমি তো শুধুই আমার।' স্বার্থান্বেষীর সহায়তা তিনি নেবেন না। "তুমি তো আমারই, তুমি তো এই, তাই না.." - এইসবের

অর্থ কি ? এটা কি নিশ্চয় ! তারপরে বাবাকেও তোমরা স্মরণ করিয়ে দিতে থাক, তুমি আমার সহায় । নিশ্চয়বুদ্ধি কখনও এইরকম সঙ্কল্প করতে পারে না । তাদের মনে সামান্যও সহায়হীনতা বা একাকীত্বের সঙ্কল্পমাত্র অনুভব হবে না । নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী হওয়ার কারণে খুশিতে সদা নাচতে থাকবে । কখনও উদাসীনতা বা অল্পকালের সীমিত পরিসরের বৈরাগ্য-তরঙ্গে তারা বাহিত হয় না । অনেক সময় যখন মায়ার শক্তিশালী আক্রমণ চলে, তখন অল্পকালের বৈরাগ্য আসতেও পারে, কিন্তু সেই বৈরাগ্য সীমিত পরিসরের । অসীম জগতের বৈরাগ্য সদাসর্বদার হয় না । বাধ্যবাধকতায় বৈরাগ্য-বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য সেই সময় তোমরা বলো, " এর থেকে বরং ভালো এটা ছেড়ে দিই । এতে আমি অনাগ্রহ বোধ করছি । " সেবাও ছেড়ে দিতে হবে, এটাও ছেড়ে দিতে হবে । বৈরাগ্য আসে, কিন্তু তা' অসীম-বৈরাগ্য হয় না । বিজয়ী রত্ন সদা পরাজয়ের মধ্যেও জয়, জয়ের মধ্যেও জয় অনুভব করবে । সীমিত পরিসরের বৈরাগ্য থাকা অর্থাৎ একপাশে সরে থাকা । তারা আত্মা দেবে বৈরাগ্য, কিন্তু কার্যতঃ সেটা একপাশে পদক্ষেপ করা । সুতরাং বিজয়ী রত্ন কোনও কার্য থেকে, সমস্যা থেকে, ব্যক্তি থেকে সরে যাবে না । বরং সর্বকর্ম করে, সবকিছুর মোকাবিলা করে, সহযোগী হয়ে বেহদ-বৈরাগ্য বৃত্তিতে থাকবে, যা সদাকালের জন্য হবে । নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী কখনো নিজের বিজয়ের বর্ণন করবে না । তারা কখনো অন্যদের অভিযোগ করবে না । দেখেছ তো আমিই ঠিক ছিলাম, তাই না ? এইভাবে অনুযোগ করা বা এই সম্পর্কে বলা হল খালিভাবের লক্ষণ । খালি জিনিস বেশি ঢকঢক করে, (শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি) তাই নয় কি ! ভরা জিনিস বেশি নড়াচড়া করে না । বিজয়ী সদা অন্যদেরও সাহস বাড়াবে । কাউকে নিচু করার চেষ্টা করবে না, কারণ বিজয়ী রত্ন বাবা সমান মাস্টার আশ্রয়-দাতা । নিচে থেকে উঁচুতে ওঠায় । নিশ্চয়বুদ্ধি ব্যর্থ থেকে সদা দূরে থাকে, সেইগুলো ব্যর্থ সঙ্কল্পই হোক, বোল অথবা কর্ম হোক । ব্যর্থ থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ বিজয়ী । ব্যর্থের কারণেই কখনো হার, কখনো জিত হয় । ব্যর্থ সমাপ্ত হলে পরাজয়ও সমাপ্ত । সমস্ত ব্যর্থের সমাপ্তি বিজয়ী রত্ন হওয়ার লক্ষণ । এখন এটা চেক কর, নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন হওয়ার সব লক্ষণ কি আমার অনুভব হয় ? তোমরা তো বলেছিলে যে তোমরা নিশ্চয়বুদ্ধি, তোমরা সত্য বলো । যতই হোক, নিশ্চয়বুদ্ধি এক তো হয় জানা, স্বীকৃত হওয়া এই পর্যন্ত, আরেক হয় তার সাথে জীবনযাপন করা । তোমরা সবাই স্বীকার কর যে তোমরা ভগবানকে পেয়ে গেছ । ভগবানের হয়ে গেছ । স্বীকার করা বা জানা একই ব্যাপার । কিন্তু নিশ্চয়ের সাথে চলার ক্ষেত্রে তোমরা নম্বরানুক্রমিক হয়ে যাও । এটা জানার বা স্বীকার করার বিষয়ে তোমরা ঠিক, কিন্তু তৃতীয় স্টেজ হলো জেনে এবং স্বীকৃত হয়ে জীবনে চলা । প্রতিটা পদে নিশ্চয়ের বা বিজয়ের প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলো প্রতীয়মান হতে দাও । এতে প্রভেদ থাকার কারণে তোমরা নম্বর অনুক্রমে হয়ে যাও । বুঝেছ - নম্বর কেন হয়েছে !

একেই বলা হয়ে থাকে, নষ্টমোহ । নষ্টমোহ হওয়ার পরিভাষা অতি গুহ্য । বাবা এই ব্যাপারে তোমাদের অন্য কোন সময় বলবেন । নিশ্চয়বুদ্ধি নষ্টমোহ হওয়ার সোপান । আচ্ছা - আজ দ্বিতীয় গ্রুপ এসেছে । ঘরের বালকই মালিক, সুতরাং ঘরের মালিক নিজের ঘরে এসেছে, এইরকমই তো বলবে, তাই না ! ঘরে এসেছ, নাকি ঘর থেকে এসেছ ? যদি সেটাকেই ঘর মনে কর, তাহলে মমস্ববোধ আসবে । কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা' টেম্পোরারি সেবাস্থান । সবার ঘর তো মধুবন, তাই না ! আত্মিক সম্বন্ধে পরমধাম । ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে মধুবন । যখন তোমরা বলেই যে তোমাদের হেড অফিস মাউন্ট আবুতে, তাহলে যেখানে থাক সেটা কি ? সেটা অফিস, তাই না ! সেইজন্যই তো হেড অফিস বলো । তাহলে তোমরা ঘর থেকে আসনি, বরং ঘরে এসেছ । অফিস থেকে যে কোনও সময় কাউকে চেঞ্জ করতে পার, ঘর থেকে কাউকে বের করতে পার না । অফিস তো বদল করতেই পার । যদি ঘর মনে কর তো আমিহু ভাব থাকবে । যখন সেন্টারকে তোমাদের ঘর বানিয়ে ফেল তখন আমিহুভাব আসে । সেন্টার মনে করলে আমিহুভাব থাকে না । ঘর হয়ে গেলে, আরামের স্থান হয়ে যায় আর তখন আমিহুভাব আসে । অতএব, তোমরা নিজের ঘর থেকে এসেছ । প্রবাদ আছে, নিজের ঘর দাতার দ্বার । এই গায়ন কোন স্থানের জন্য ? বাস্তবে, দাতার দ্বার নিজের ঘর তো মধুবন, তাই না ! নিজের ঘরে অর্থাৎ দাতার ঘরে এসেছ । ঘর বলো বা দ্বার বলো, ব্যাপার তো একই । নিজের ঘরে আসলে আরাম হয়, নয় কি ! মনের আরাম, তনের আরাম, ধনের ক্ষেত্রেও আরাম । অর্থ উপার্জন করতে তোমাদের কোথাও যেতে হয় না । এমনকি, তোমরা খাবার বানানো থেকেও আরাম পেয়ে যাও, নয়তো সেটা তোমাদের নিজেদের বানাতে হতো, আর তখনই যেতে পারতে । তোমরা তৈরি খাবার প্লেটে পাও । এখানে তো তোমরা ঠাকুর হয়ে যাও । যেমন ঠাকুরের মন্দিরে ঘন্টা বাজানো হয় না ? ঠাকুরকে জাগাতে, শোয়াতে তারা ঘন্টা বাজায় । যখন তারা ভোগ উৎসর্গ করে তখনও ঘন্টা বাজাবে ! তোমাদেরও তো ঘন্টা বাজে, তাই না ! আজকাল এটা ফ্যাশনেবল আর তাই রেকর্ড বাজে । রেকর্ড বাজতে তোমরা ঘুমাতে যাও, রেকর্ড বাজতে ওঠো, তাহলে তো তোমরা ঠাকুরই হলে, তাই নয় কি ? এখান থেকেই আবার ভক্তিমার্গে কপি করে । এখানেও তিন চারবার ভোগার্পণ হয় । তারা চৈতন্য ঠাকুরদের ভোর চারটে থেকে ভোগ অর্পণ করতে শুরু করে । অমৃতবেলা থেকে ভোগ শুরু হয় । চৈতন্য স্বরূপে ভগবান বাচ্চাদের সেবা করছেন । ভগবানের সেবা তো সবাই করে, কিন্তু এখানে ভগবান সেবা করেন । তিনি কার সেবা করেন ? চৈতন্য ঠাকুর গণের । এই নিশ্চয় সদাই তোমাদের খুশিতে দোলাবে । বুঝেছ - সব জোন থেকে

আগত সবাই প্রিয়। যখন যে জোন আসে, সেই সময় তারা প্রিয়। তোমরা প্রিয় তো বটেই, কিন্তু শুধুমাত্র বাবার প্রিয় হও। মায়ার প্রিয় হ'য়োনা। মায়ার প্রিয় যদি হয়ে যাও তো তখন আবার অনেক খেলা খেলতে থাক। তোমরা যারাই এসেছ, ভাগ্যবান এসেছ ভগবানের কাছে। আচ্ছা !

যারা সদা সকল সঙ্কল্পে নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন, সদা ভগবান এবং ভাগ্যের স্মৃতিস্বরূপ আত্মাদের, যারা সদা হার এবং জিত উভয়তেই বিজয় অনুভব করে, সদা আশ্রয় দেয়, সেই মাস্টার আশ্রয় দাতা আত্মাদের, যারা সদা নিজেকে বাবার আশ্রয়ে অনুভব করে, সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১) সবাই তোমরা একের অনুরাগে মগ্ন শ্রেষ্ঠ আত্মা ? সাধারণ নও তো ! সদা শ্রেষ্ঠ আত্মারা যে কর্মই করবে তা' শ্রেষ্ঠ হবে। যেহেতু তোমাদের জন্মই শ্রেষ্ঠ তখন কর্ম সাধারণ কীভাবে হবে ! যখন তোমাদের জন্ম পরিবর্তন হয় তখন কর্মও পরিবর্তন হয়। নাম, রূপ, দেশ, কর্ম সব পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং সদা নব জন্ম, নব জন্মের নবীনত্বের উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাক তোমরা। যারা কখনো কখনো থাকে রাজ্যও তাদের কখনো কখনো প্রাপ্ত হবে।

যে আত্মারা নিমিত্ত হয়েছে তারা নিমিত্ত হওয়ার ফল নিরন্তর লাভ করে। আর যে আত্মারা ফল খায় তারা শক্তিশালী হয়। এই প্রত্যক্ষ ফল শ্রেষ্ঠ যুগের ফল। এই যুগের ফল যারা খায় তারা সদা শক্তিশালী হবে। এইরকম শক্তিশালী আত্মারা বিপরীত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সহজেই বিজয় লাভ করে। পরিস্থিতি নিচে হবে আর তারা ওপরে। তারা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে দেখায় তিনি সাপকেও জিতেছেন। সাপের মাথায় পা রেখে নেচেছেন। বাস্তবে, এটা তোমাদের স্মরণিক। যতই বিষাক্ত নাগ হোক না কেন, তোমরা তার ওপরেও বিজয় প্রাপ্ত করে নাচ কর। এই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী স্মৃতি সবাইকে সমর্থ করে তুলবে। আর যেখানে সামর্থ্য আছে সেখানে ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যায়। তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে আছ, এই স্মৃতির বরদান নিয়ে সদা অগ্রচালিত হও।

২) সবাই তোমরা অমর বাবার আমার আত্মা, তাই না ! অমর হয়ে গেছ না ? যখন শরীর ছাড় তখনও অমর, কেন ? কারণ এখান থেকে তোমরা ভাগ্য বানিয়ে যাও। শূন্য হাতে যাও না, সেইজন্য সেটা মরণ নয়। পরিপূর্ণ হয়ে বিদায় নেওয়া। মৃত্যু অর্থাৎ খালি হাতে যাওয়া। পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ বস্ত্র পরিবর্তন করা। তাহলে, তোমরা অমর হয়ে গেছ, তাই না ! *অমর ভব'র* বরদান তোমরা লাভ করেছে, এতে তোমরা মৃত্যুর বশীভূত হও না। তোমরা জানো যে বিদায় নিতে হবে আর ফিরেও আসতে হবে, সেইজন্যই অমরত্ব। অমরকথা শুনতে শুনতে অমর হয়ে গেছ। প্রতিদিন ভালোবেসেই তো কথা শোন, তাই না ! বাবা অমরকথা শুনিয়ে অমর হওয়ার বরদান দেন। ব্যস, শুধু এই খুশি বজায় রেখে অমর হও, ঐশ্বর্যপূর্ণ অর্থাৎ সাফল্যপূর্ণ হও। শূন্য ছিলে, ভরপুর হয়ে গেছ। এমন ভরপুর হয়ে গেছ যে অনেক জন্ম খালি হতে পারবে না।

৩) সবাই তোমরা স্মরণের যাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছ, তাই না ! এই রুহানী যাত্রা সদাই সুখদায়ী অনুভব করা হবে। এই যাত্রার মাধ্যমে সর্বদার জন্য অন্য সব যাত্রা পূর্ণ হয়ে যায়। যদি রুহানী যাত্রা করছ, তবে সব যাত্রা হয়ে গেছে আর কোনও যাত্রা করার আবশ্যকতাই থাকে না, কেননা এটা তো মহান যাত্রা, তাই না ! মহান যাত্রার মধ্যেই সব যাত্রা অন্তর্ভুক্ত। প্রথমদিকে দিকভ্রষ্ট হয়ে তীর্থযাত্রায় যেতে, এখন রুহানী যাত্রা দ্বারা ঠিকানায় পৌঁছে গেছ। এখন মনেরও ঠিকানা খুঁজে পেয়েছ, আর তাই তনেরও ঠিকানা খুঁজে পেয়েছ। এক যাত্রাতেই অন্য অনেক রকম ভাবে পথ ভুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। সুতরাং, সদাসর্বদা এই স্মৃতি বজায় রাখ যে তোমরা রুহানী যাত্রী, এতে সদা উপ-রম থাকবে, স্বতন্ত্র থাকবে, নির্মোহ থাকবে। কারও প্রতি মোহ হবে না। যাত্রীর কারও প্রতি মোহ জন্মায় না। এইরকম স্থিতি সদা থাকতে দাও।

বিদায়ের সময়- বাপদাদা দেশ-বিদেশের সব বাচ্চাদের দেখে খুশি হন, কারণ সব বাচ্চাই সহযোগী। সহযোগী বাচ্চাদের বাপদাদা সদা হৃদয় সিংহাসনাসীন হিসেবে স্মরণ করেন। সব নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মা বাবার প্রিয়, কারণ সবাই কণ্ঠহার হয়ে গেছে। আচ্ছা - সব বাচ্চা সার্ভিস-বুদ্ধি খুব ভালো ভাবে করছে। আচ্ছা।

বরদানঃ- প্রকৃত সেবা দ্বারা অবিনাশী, অলৌকিক খুশির সাগর-তরঙ্গে তরঙ্গিত খুশীর সৌভাগ্যবান (খুশনসিব) আত্মা ভব*

যে বাচ্চারা সেবাতে বাপদাদা এবং নিমিত্ত বড়দের স্নেহাশিস প্রাপ্ত করে, তারা অন্তর্মানে অলৌকিক, আত্মিক খুশির অনুভব করে। সেবার দ্বারা তারা আন্তরিক খুশি, আধ্যাত্ম আনন্দ, অসীম জগতের প্রাপ্তির অনুভব করে সদা খুশির সাগরে তরঙ্গিত হতে থাকে। প্রকৃত সেবা সকলের স্নেহ, সকলের অবিনাশী সম্মান এবং খুশির আশীর্বাদ প্রাপ্তিতে সৌভাগ্যবান হওয়ার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অনুভব করায়। যারা সদা খুশি থাকে, তারাই খুশীর সৌভাগ্যের অধিকারী।

স্লোগান:- সদা উৎফুল্ল এবং আকর্ষণ মূর্ত হওয়ার জন্য সন্তুষ্টমণি হও।*

***সূচনা :-** আজ তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত সব ভাই বোন সংগঠিতভাবে একত্রিত হয়ে যোগ অভ্যাসে এই সঞ্চল করুন, *আমি আত্মা দ্বারা পবিত্রতার কিরণ নিঃসৃত হয়ে সারা বিশ্বকে পবিত্র তৈরি করে তুলছে। আমি মাস্টার পতিত-পাবনী আত্মা।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান দেন, তোমরাও আবার অন্যদের এই দান দিতে থাকো, এই দানেই তোমাদের সঙ্গতি হয়ে যাবে"

প্রশ্ন:- কোন্ নতুন পথের কথা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না?

উত্তর:- ঘরের পথ বা স্বর্গে যাওয়ার পথ তোমরা বাবার কাছ থেকে এখনই জানতে পেরেছো। তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মাদের ঘর হলো শান্তিধাম, স্বর্গ আলাদা আর শান্তিধাম আলাদা। এই নতুন পথের কথা তোমরা আত্মারা ছাড়া আর কেউই জানে না। তোমরা বলো যে, এখন কুস্কর্কের নিদ্রা ত্যাগ করো, চোখ খোলো, তোমরা পবিত্র হও। তোমরা পবিত্র হলেই ঘরে যেতে পারবে।

গীত:- জাগো সজনীরা জাগো ...

ওম্ শান্তি। ভগবান উবাচঃ। এ কথা তো বাবাই বুঝিয়েছেন যে, মনুষ্যকে বা দেবতাদের ভগবান বলা হয় না, কেননা এদের সাকারী রূপ আছে। বাকি পরমপিতা পরমাত্মার না আকারী রূপ আছে, না সাকারী রূপ আছে, তাই তাঁকে শিব পরমাত্মা নমঃ বলা হয়। জ্ঞানের সাগর ওই একজনই। কোনো মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান থাকতেই পারে না। কিসের জ্ঞান? রচয়িতা আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান অথবা আত্মা আর পরমাত্মার এই জ্ঞান আর কারোর মধ্যেই নেই। তাই বাবা এসে জাগ্রত করেন - হে সজনীরা, হে ভক্তরা, তোমরা জাগো। সমস্ত ভক্তই পুরুষ অথবা নারী। তারা ভগবানকে স্মরণ করে। সকল কনেরাই তাদের একমাত্র বরকে স্মরণ করে। সকল আশিক আত্মারা এক মাশুক পরমপিতা, পরমাত্মাকে স্মরণ করে। সকলেই হলো সীতা, একমাত্র রাম হলো পরমপিতা পরমাত্মা। রাম অক্ষর কেন বলা হয়? এ তো রাবণ রাজ্য, তাই না। এর বিপরীতে রামরাজ্য বলা হয়। রাম হলেন বাবা, যাঁকে ঈশ্বরও বলা হয় আবার ভগবানও বলা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম হলো শিব। তাই এখন তিনি বলছেন, তোমরা জাগো, এখন নবযুগ আসছে। পুরানো যুগ শেষ হয়ে আসছে। এই মহাভারত লড়াইয়ের পর সত্যযুগ স্থাপন হয়, আর এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য হবে। এই পুরানো কলিযুগ শেষ হয়ে আসছে তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এখন কুস্কর্কের নিদ্রা ত্যাগ করো। এখন তোমাদের চোখ খোলো। এখন নতুন দুনিয়া আসছে। এই নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ, সত্যযুগ বলা হয়। এ হলো এক নতুন পথ। এই ঘরে বা স্বর্গে যাওয়ার পথ কেউই জানে না। স্বর্গ আলাদা আর শান্তিধাম, যেখানে আত্মারা থাকে, তা আলাদা। বাবা এখন বলছেন - তোমরা জাগো, এই রাবণ রাজ্যে তোমরা পতিত হয়ে গেছো। এই সময় একজনও পবিত্র আত্মা থাকে না। কাউকেই পুণ্য আত্মা বলা হবে না। মানুষ যদিও বা দান - পুণ্য করে, তবুও পবিত্র আত্মা তো একজনও নেই। এখানে অর্থাৎ কলিযুগে সব পতিত আত্মারা থাকে, আর সত্যযুগে থাকে পবিত্র আত্মারা, তাই বলা হয় --- হে শিববাবা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র আত্মা বানাও। এ হলো পবিত্রতার কথা। বাচ্চারা, বাবা এইসময় এসে তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান দেন। তিনি বলেন, তোমরাও অন্যদের দান দিতে থাকো তাহলে পাঁচ বিকার রূপী গ্রহণ দূর হবে। তোমরা পাঁচ বিকারের দান দাও তাহলে এই দুঃখের গ্রহণ দূর হবে। তোমরা পবিত্র হয়ে সুখধামে চলে যাবে। পাঁচ বিকারের মধ্যে এক নশ্বর হলো কাম বিকার, এই বিকার ত্যাগ করে পবিত্র হও। তোমরা নিজেরাও বলো -- হে পতিত পাবন, তুমি আমাদের পবিত্র বানাও। বিকারী পতিতকে বলা হয়। এই সুখ - দুঃখের খেলা ভারতের জন্যই বানানো আছে। বাবা ভারতে এসে সাধারণ তনে প্রবেশ করেন তারপর তিনি বসেই এনার জীবনী শোনান। এরা হলো সব ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীরা, প্রজাপিতা ব্রাহ্মার সন্তান। তোমরা সবাইকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দাও। তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা বিকারে যেতে পারো না। তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের এই হলো একটাই জন্ম। দেবতা বর্ণে তোমরা ব্রাহ্মণরা ২০ জন্মগ্রহণ করো, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণে ৬৩ জন্ম। ব্রাহ্মণ বর্ণের এ হলো অন্তিম জন্ম, যেই জন্মে তোমাদের পবিত্র হতে হবে। সত্যযুগে তো কেউই পতিত হয় না। এখন এই অন্তিম জন্ম যদি তোমরা পবিত্র হও, তাহলে ২১ জন্ম পবিত্র থাকতে পারবে। তোমরা পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়ে গেছো। মানুষ পতিত, তাই তো তারা ভগবানকে ডাকে। কে তোমাদের পতিত বানিয়েছে? রাবণের আসুরী মত। আমি ছাড়া আর কেউই তোমাদের রাবণ রাজ্য থেকে, এই দুঃখ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। সকলেই কাম চিতায় বসে ভস্ম হয়ে আছে। আমাকে এসে জ্ঞান চিতাতে বসাতে হয়। জ্ঞান স্নান করাতে হয়। সকলেরই সদগতি করাতে হবে। যারা খুব ভালোভাবে এই পড়া পড়ে, তাদেরই সদগতি হয়। বাকি সকলেই শান্তিধামে চলে যায়। সত্যযুগে কেবল দেবী - দেবতারাই থাকে, তাঁরাই সদগতি পেয়েছে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিলো। এ লক্ষ বছরের কথাই নয়। বাবা এখন বলছেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। "মন্মনাভব" শব্দটি তো প্রসিদ্ধ।

ভগবান উবাচঃ - কোনো দেহধারীকেই ভগবান বলা যায় না । আত্মা তো এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । কখনো স্ত্রী, আবার কখনো পুরুষ জন্ম নেয় । ভগবান কখনোই জন্ম - মরণের এই খেলায় আসে না । এ নাটকের নিয়ম অনুসারে লিপিবদ্ধ আছে । এক জন্ম অন্য জন্মের সঙ্গে মেলে না । এরপর তোমাদের এই জন্ম যখন রিপিট হবে তখন এই এই অভিনয়, এই চরিত্র আবারও ধারণ করবে । এই ড্রামা অনাদি রূপে বানানো আছে । এর পরিবর্তন হতে পারে না । সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণের যে শরীর ছিলো, তা আবারও সেখানে তিনি পাবেন । সেই আত্মা তো এখন এখানে আছেন । তোমরা এখন জানো যে, আমরাও তেমন হবো । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র সম্পূর্ণ সঠিক নয়, এমনই আবারও তৈরী হবে । এইসব কথা নতুনরা কেউই বুঝতে পারে না । খুব ভালোভাবে যখন কাউকে বোঝাবে তখনই ৮৪ জন্মের চক্র জানতে এবং বুঝতে পারবে, প্রত্যেক জন্মের নাম - রূপ - চিত্র ইত্যাদি আলাদা আলাদা হয় । এখন এনার ৮৪ তম জন্মের চিত্র এমন, তাই নারায়ণের চিত্র কাছাকাছি এমন দেখানো হয়েছে । তা না হলে মানুষ বুঝতে পারবে না ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে - মাষ্টা - বাবাই এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হন । এখানে তো পাঁচ তত্ত্ব পবিত্র নয় । এই শরীরও সবই পতিত । সত্যযুগে শরীরও পবিত্র হয় । কৃষ্ণকে অতি সুন্দর বলা হয় । সেখানে স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকে । এখানে বিলাতে মানুষ গৌর বর্ণ হলেও তাদের দেবতা বলা হবেই না । তাদের মধ্যে তো দৈবী গুণ নেই, তাই না । তাই বাবা কতো ভালোভাবে বসে বুঝিয়ে বলেন । এ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু পড়া, যাতে তোমাদের কতো বড় উপার্জন হয় । অগুণতি হীরে - জহরত, ধন উপার্জন হয় । ওখানে তো এই হীরে - জহরতের মহল ছিলো । এখন সে সব হারিয়ে গেছে । তোমরা তাই কতো ধনবান হও । এই উপার্জন হলো ২১ জন্মের জন্য অপার উপার্জন, এতে অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন । আমরা হলাম আত্মা, আমাদের এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে এখন নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা এখন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন । আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন আবার আমাদের পবিত্র হতে হবে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে । না হলে এ তো শেষ সময় উপস্থিত । সাজা ভোগ করে ঘরে ফিরে যাবে । এই হিসেব - নিকেশ তো সবাইকে শোধ করতেই হবে । ভক্তি মার্গে মানুষ কাশীতে মৃত্যু কুঁয়াতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ (কাশী কলবট) করতো, তাও কেউই মুক্তি পেতো না । সে হলো ভক্তি মার্গ আর এ হলো জ্ঞান মার্গ । এখানে জীবঘাত করার দরকার নেই । সে হলো জীব - ঘাত । তাও ভাবনা থাকে যে, আমরা মুক্তি পাবো তাই পাপের হিসেব - নিকেশ শোধ হয়ে আবার শুরু হয় । এখন তো কাশী কলবটের সাহস খুব কমই মুশকিলের সঙ্গে রাখে । বাকি মুক্তি বা জীবনমুক্তি পেতে পারে না । বাবা ছাড়া কেউই জীবনমুক্তি দিতেই পারে না । আত্মারা আসতে থাকে, তারপর ফিরে কিভাবে যাবে ? বাবা এসেই সকলের সদগতি করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । সত্যযুগে খুবই অল্প মানুষ থাকে । আত্মার তো কখনোই বিনাশ হয় না । আত্মা অবিনাশী, এই শরীর হলো বিনাশী । সত্যযুগে অনেক বেশী আয়ু হয় । সেখানে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না । মানুষ এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । সর্পের যেমন উদাহরণ, তাকে মৃত্যু বলা হয় না । দুঃখের কোনো কথাই নেই । তারা মনে করে, এখন সময় সম্পূর্ণ হয়েছে, এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে । বাচ্চারা, তোমাদের এই শরীর থেকে পৃথক হওয়ার অভ্যাস এখনই করতে হবে । আমরা হলাম আত্মা, আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, এরপর আবার নতুন দুনিয়াতে আসবো, নতুন শরীর ধারণ করবো, এই অভ্যাস করো । তোমরা জানো যে, আত্মা ৮৪ শরীর ধারণ করে । মানুষ একে ৮৪ লাখ বলে দিয়েছে । বাবার জন্য তো আবার কোণায় - কোণায় নুড়ি - পাথরের মধ্যে আছে বলে দেয় । একেই বলা হয় ধর্মের গ্লানি । মানুষ স্বচ্ছ বুদ্ধির থেকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির হয়ে যায় । বাবা এখন তোমাদের স্বচ্ছ বুদ্ধির তৈরী করেন । স্মরণের দ্বারাই তোমরা স্বচ্ছ হও । বাবা বলেন যে, এখন নবযুগ আসবে, যার নিদর্শন হলো এই মহাভারতের যুদ্ধ । এ হলো সেই মুশলের যুদ্ধ যাতে অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছিলো, তাহলে অবশ্যই তিনি ভগবান হবেন, তাই না । কৃষ্ণ এখানে কিভাবে আসবেন ? জ্ঞানের সাগর কি নিরাকার নাকি কৃষ্ণ ? কৃষ্ণের তো এই জ্ঞান থাকবেই না । এই জ্ঞানই গুপ্ত হয়ে যায় । তোমাদের চিত্রই আবার ভক্তিমার্গে তৈরী হবে । তোমরা পূজ্যরাই আবার পূজারী হও, তোমাদের কলা কম হয়ে যায় । তোমাদের আয়ুও কম হয়ে যায় কেননা তোমরা ভোগী হয়ে যাও । ওখানে হলো যোগী । এমন নয় যে তোমরা ওখানে কারোর স্মরণে যোগ লাগাও । ওখানে সবাই পবিত্র । কৃষ্ণকেও যোগেশ্বর বলা হয় । এইসময় কৃষ্ণের আত্মা বাবার সঙ্গে যোগ লাগাচ্ছেন । কৃষ্ণের আত্মা এই সময় যোগেশ্বর, সত্যযুগে যোগেশ্বর বলা হবে না । ওখানে তো রাজকুমার হন । তাই পরের দিকে তোমাদের এমন অবস্থা হওয়া চাই যে, একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কোনো শরীর যেন স্মরণে না থাকে । শরীর এবং পুরানো দুনিয়া থেকে যেন মমত্ব দূর হয়ে যায় । সন্ন্যাসীরা তো পুরানো দুনিয়াতেই থাকে কিন্তু তাদের ঘরবাড়ীর প্রতি মমত্ব দূর হয়ে যায় । তারা ব্রহ্মকে ঈশ্বর মনে করে তার সঙ্গে যোগযুক্ত হন । তারা নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞানী - তত্ত্বজ্ঞানী বলে । তারা মনে করে, আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবো । বাবা বলেন - এ সবই হলো ভুল ধারণা । আমিই হলাম সঠিক, আমাকেই সত্য বলা হয় । বাবা তাই বলেন -- স্মরণের যাত্রা খুব দৃঢ় হওয়ার প্রয়োজন । জ্ঞান তো খুবই সহজ । দেহী - অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম । বাবা বলেন যে, কারোর দেহই

যেন স্মরণে না আসে, এ হলো ভূতের স্মরণ, ভূত পূজা। আমি তো অশরীরী, তোমাদের আমাকে স্মরণ করতে হবে। এই চোখে সবকিছু দেখেও বুদ্ধির দ্বারা বাবাকেই স্মরণ করো। বাবার নির্দেশ মতো চলো, তাহলে ধর্মরাজের সাজার হাত থেকে মুক্ত হবে। পবিত্র হলেই সাজা শেষ হয়ে যাবে, এ অনেক বড় লক্ষ্য। প্রজা হওয়া তো খুবই সহজ, এতেও বিত্তবান প্রজা, গরীব প্রজা কে কে হতে পারে - বাবা সব বোঝান। পরের দিকে তোমাদের বুদ্ধির যোগ বাবা আর ঘরের প্রতি থাকা উচিত। অভিনেতার যেমন অভিনয় সম্পূর্ণ হলেও বুদ্ধি ঘরের দিকে চলে যায়। এ হলো অসীম জগতের কথা। ও হলো জাগতিক আমদানী আর এ হলো অসীম জগতের আমদানী। ভালো অভিনেতার তো আমদানীও ভালো হয়, তাই না। তাই বাবা বলেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে বুদ্ধিযোগ ওখানে লাগাতে হবে। ওরা তো আশিক - মাশুক হয় একে অপরের। এখানে তো সকলেই আশিক এক মাশুকের। তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। এ তো একা আশ্চর্যের পথিক, তাই

না। তিনি এই সময় এসেছেন সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সদগতিতে নিয়ে যাবার জন্য। তাঁকেই বলা হয় প্রকৃত মাশুক। ওরা একে অপরের শরীরকে ভালোবাসে, এখানে কোনো বিকারের কথা নেই। ওদের বলা হবে দেহ - ভাবের যোগ। সে ভূতের স্মরণ হয়ে গেলো। মানুষকে স্মরণ করার অর্থ পাঁচ ভূতকে, প্রকৃতিকে স্মরণ করা। বাবা বলেন, তোমরা প্রকৃতিকে ভুলে আমাকে স্মরণ করো। এ তো পরিশ্রম, আবার দৈবী গুণেরও প্রয়োজন। কারোর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া, এ আসুরী গুণ। সত্যযুগে হয় এক ধর্ম, এখানে পরিবর্তনের কোনো কথাই নেই। সে হলো অদ্বৈত দেবতা ধর্ম, যা শিববাবা ছাড়া আর কেউই স্থাপন করতে পারেন না। সৃষ্টিবতনবাসী দেবতাদের বলা হয় ফরিস্তা। এইসময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ তারপরে তোমরা ফরিস্তা হবে। তারপর ঘরে ফিরে যাবে, এরপর নতুন দুনিয়াতে গিয়ে দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ অর্থাৎ দেবতা হবে। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হও। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা না হতে পারলে আশীর্বাদ কি করে নেবে? এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর মাম্মা, তাঁরাই আবার লক্ষ্মী - নারায়ণ হন। এখন দেখো, জৈন লোকেরা তোমাদের বলে, আমাদের জৈন ধর্ম সবথেকে পুরানো। এখন বাস্তবে মহাবীর তো আদি দেব ব্রহ্মাকেই বলা হয়। ব্রহ্মাই হলেন মহাবীর, কিন্তু কোনো জৈন মুনি এসে তাঁর নাম মহাবীর রেখে দিয়েছেন। এখন তোমরাও তো সব মহাবীর, তাই না। তোমরা মায়াকে জয় করছো। তোমরা সবাই বাহাদুর হও। প্রকৃত মহাবীর - মহাবীরনী তোমরাই। তোমরা হলে শিবশক্তি, তোমরা সিংহের উপর বিরাজিত, আর মহারথীরা হাতির উপর। তবুও বাবা বলেন, এ অনেক বড় লক্ষ্য। এক বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে, অন্য আর কোনো রাস্তা নেই। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের উপর রাজত্ব করো। আত্মা বলে যে, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, এই দুনিয়া পুরানো ---এ হলো অসীম জগতের সন্ধ্যাস। গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র হতে হবে, আর চক্রকে বুঝতে পারলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। আচ্ছা।

*মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ -সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) ধর্মরাজের সাজার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কারোর দেহকেই স্মরণ করবে না, এই চোখের দ্বারা সবকিছু দেখেও বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। তোমাদের পবিত্র হতে হবে।

২) মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ সবাইকে বলে দিতে হবে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে -- এই স্মৃতিতে অসীম জগতের আমদানী জমা করতে হবে।

বরদানঃ লক্ষ্য আর গন্তব্যকে সদা স্মৃতিতে রেখে তীর পুরুষার্থ করে সদা পবিত্র এবং সুখী ভব*
ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য হলো জাগতিক কোনো আধার বিনা সদা আন্তরিক খুশীতে থাকা। এই লক্ষ্য যখন পরিবর্তন করে জাগতিক প্রাপ্তির ছোটো ছোটো গলিতে যখন আটকে যাও, তখনই গন্তব্য থেকে দূর হয়ে যাও, তাই যা কিছুই হোক না কেন, জাগতিক প্রাপ্তির ত্যাগও যদি করতে হয়, তো ত্যাগ করো, কিন্তু অবিনাশী খুশীকে কখনোই ত্যাগ করো না। পবিত্র এবং সুখী ভব - এই বরদানকে স্মৃতিতে রেখে তীর পুরুষার্থের দ্বারা অবিনাশী প্রাপ্তি করো।

স্নোগানঃ গুণমূর্তি হয়ে গুণের দান করতে থাকো - এ হলো সবথেকে বড় সেবা।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পুরানো দুনিয়ার কাঁটারে নতুন দুনিয়ার ফুলে পরিণত করা -- এ তোমাদের মতন সচেতন মালীদের কর্তব্য"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, সঙ্গমযুগে তোমরা এমন কোন্ শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণ করো?

উত্তর:- কাঁটা থেকে সুরভিত ফুল হওয়া -- এ হলো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য। যদি একটাও কোন বিকার থাকে তবে সে কাঁটা। যখন কাঁটা থেকে ফুল হবে, তখনই সতোপ্রধান দেবী-দেবতা হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন ২১ জন্মের জন্য নিজেদের সূর্যবংশীয় ভাগ্য তৈরী করতে এসেছো।

গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা সংগীত শুনেছে। এ হলো সাধারণ গান। কারণ তোমরা হলে মালী, বাবা হলেন উদ্যানপালক বা উদ্যান-পরিচালক। মালীদের এখন কাঁটা থেকে ফুল তৈরী করতে হবে। এই শব্দটি (কথাটি) অত্যন্ত পরিষ্কার। ভক্ত এসেছে ভগবানের কাছে। এরা তো সকলেই ভক্তা, তাই না। এখন জ্ঞান-বিষয়ক পড়া পড়তে বাবার কাছে এসেছে। এই রাজযোগের পড়ার মাধ্যমেই নতুন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও। ভক্তারা তাই বলে -- আমরা ভাগ্য গঠন করে এসেছি, নতুন দুনিয়া হৃদয়ে সাজিয়ে এনেছি। বাবাও প্রত্যহ বলেন যে, সুইট হোম এবং সুইট রাজত্বকে স্মরণ করো। আত্মাকে স্মরণ করতে হবে। প্রত্যেকটি সেন্টারে কাঁটা থেকে ফুল তৈরী হচ্ছে। ফুলেরাও নম্বরের ক্রমানুসারে হয়, তাই না। শিবের উপর ফুল চড়ায়(অর্পণ করে), কেউ কেমন ধরনের ফুল অর্পণ করে, আবার কেউ কেমনধরনের। গোলাপফুল আর আকন্দফুলের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। এও এক বাগিচা। কেউ বেলফুল, কেউ চম্পা, কেউ রতন-জ্যোতি। কেউ আবার আকন্দও হয়। বাচ্চারা জানে যে, এইসময় সকলেই কাঁটা। এই দুনিয়াই কাঁটার জঙ্গল, একেই নতুন দুনিয়ার ফুলে পরিণত করতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া হলো কাঁটা, তাই গানেও বলা হয়েছে -- আমরা বাবার কাছে এসেছি, পুরানো দুনিয়ার কাঁটা থেকে নতুন দুনিয়ার ফুল হতে। বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। কাঁটা থেকে ফুল অর্থাৎ দেবী-দেবতা হতে হবে। গানের অর্থ কত সহজ। আমি এসেছি --- নতুন দুনিয়ার জন্য ভাগ্য জাগরিত করতে। নতুন দুনিয়া হলো সত্যযুগ। কারোর সতোপ্রধান ভাগ্য হয়, কারোর রজো, তমো হয়। কেউ সূর্যবংশীয় রাজা হয়, কেউ প্রজা হয়, কেউ আবার প্রজারও ভৃত্য হয়। এ নতুন দুনিয়ার রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। স্কুলে ভাগ্য জাগরিত করতে যাওয়া হয়, তাই না। এখানে এ হলো নতুন দুনিয়ার কথা। এই পুরানো দুনিয়ায় কী ভাগ্য তৈরী করবে ! তোমরা ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ায় দেবতা হওয়ার জন্য ভাগ্য গঠন করছো, যে দেবতাদেরকে সকলেই নমস্কার করে থাকে। আমরাই সেই পূজ্য দেবতা ছিলাম পুনরায় আমরাই পূজারী হয়েছি। ২১ জন্মের উত্তরাধিকার বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। যাকে ২১ কুল বা বংশ বলা হয়ে থাকে। কুলও (২১ জন্মের) বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্তকে বলা হয়ে থাকে। বাবা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন কারণ যুবাবস্থায় বা শৈশবে, অথবা মধ্যাবস্থায় অকালমৃত্যু কখনো হয় না তাই তাকে বলা হয় অমরলোক। এ হলো মৃত্যুলোক, রাবণ-রাজ্য। এখানে প্রত্যেকের মধ্যেই বিকার প্রবেশ করে রয়েছে, কারোর মধ্যে যদি কোন একটি বিকারও থেকে থাকে, তাহলে তো কাঁটা হয়ে গেলো, তাই না। বাবা বোঝেন যে, মালী রয়্যাল সুরভিত ফুল তৈরী করতে জানে না। মালী ভাল হলে তখন ভাল-ভাল ফুল তৈরী করবে। বিজয়মালায় গাঁথার যোগ্য ফুল চাই। দেবতাদের কাছে ভাল-ভাল ফুল নিয়ে যায়, তাই না। মনে করো, রানী এলিজাবেথ যখন আসে তখন একদম ফার্স্টক্লাস ফুলের মালা গাঁথে নিয়ে যাবে। এখানকার মানুষই হলো তমোপ্রধান। শিবের মন্দিরেও যায়, মনে করে ইনিই ভগবান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে তো দেবতা বলা হয়। শিবকে ভগবান বলা হবে। তাহলে তো উনি হলেন সর্বোচ্চ, তাই না। এখন শিবের উদ্দেশ্যে বলা হয়, ধুতুরা খেতো, ভাঙ্গ খেতো। কত গ্লানি করে। নিয়েও যায়(ভগবানের কাছে) আকন্দফুল। এখন পরমপিতা পরমাত্মা হলো এমন, আর ওঁনার কাছে কী নিয়ে যায় ? তমোপ্রধান কাঁটারে কাছে ফার্স্টক্লাস ফুল নিয়ে যায় আর শিবের মন্দিরে কী নিয়ে যায় ! দুধও কীভাবে অর্পণ করে ? ৫ শতাংশ দুধ, বাকি ৯৫ শতাংশ জল। ভগবানের কাছে কেমন দুধ অর্পণ করা উচিত -- জানে তো কিছুই না। এখন তোমরা ভালভাবে জানো। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে, যারা ভালভাবে জানে তাদের সেন্টারের হেড করা হয়। সকলেই তো একইরকমের হয় না। পড়াও এক, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ারই এইম অবজেক্ট কিন্তু টিচার তো নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়, তাই না। বিজয়মালায় আসার মুখ্য ভিতই (আধার) হলো পড়াশোনা। পড়া তো একইরকমের হয়, কিন্তু তাতে উত্তীর্ণ হয় নম্বরের ক্রমানুসারে, তাই না। এর সম্পূর্ণ ভিতই পড়ার উপর। কেউ বিজয়মালার ৮ দানার মধ্যে আসে, কেউ ১০৮-এ, কেউ ১৬ হাজার ১০৮-এ আসে। বংশবৃদ্ধি করে, তাই না। যেমন বৃষ্ণেরও বংশবৃদ্ধি হতে থাকে, সর্বপ্রথমে

এক পাতা, দুই পাতা পুনরায় বৃদ্ধি হতে থাকে। এও তো বৃক্ষ(ঝাড়)। জাতি বা গোষ্ঠীর হয়, যেমন কৃপালানী গোষ্ঠী ইত্যাদি, ওসব হলো লৌকিক বা পার্থিব গোষ্ঠী বা দল। আর এসব হলো অসীম জগতের গোষ্ঠী। এর (গোষ্ঠীর) সর্বপ্রথমে কে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ওঁনাকে বলা হবে গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার। কিন্তু তা কেউ জানেই না। মানুষমাত্রই এটুকুও জানে না যে, সৃষ্টির রচয়িতা কে ? একদম অহল্যার মতন প্রস্তরসম বুদ্ধির হয়ে গেছে। এমন যখন হয়ে যায় তখনই বাবা আসেন।

তোমরা এখানে এসেছো অহল্যা-সম বুদ্ধি থেকে পরশবুদ্ধিসম্পন্ন হতে। তাই নলেজও ধারণ করা উচিত, তাই না। বাবাকে চিনতে হবে এবং পড়ায় মনোনিবেশ করা উচিত। মনে করো আজ এসেছে, কাল হঠাৎ যদি শরীর ছেড়ে যায় তখন কী পদ পাবে। জ্ঞান কিছুই গ্রহণ করতে পারে না, কিছুই না শিখলে কী পদ পাবে। দিন-প্রতিদিনে যারা দেবী করে শরীর ত্যাগ করে, তারা কিছু অল্পসময় পায় কারণ সময় তো কম হতে থাকে, ওইসময় জন্ম নিয়ে কী আর করতে পারবে। হ্যাঁ, তোমাদের মধ্য থেকে যারা যাবে(মৃত্যু), তাদের কেউ-কেউ ভাল ঘরে জন্ম নেবে। (আত্মা) সংস্কার নিয়ে যায়, তাই আত্মা তৎক্ষণাৎ জাগরিত হয়ে যাবে, শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। সংস্কারই যদি না তৈরী হয় তাহলে কী আর হবে। একে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বুঝতে হবে। মালী ভাল-ভাল ফুলেদের নিয়ে আসে, তাই তাদের মহিমাও গায়ন করা হয়, ফুল ফোটানো তো মালীদের কাজ, তাই না।

এমন অনেক বাচ্চা আছে, যারা বাবাকে স্মরণ করতেই জানে না। সবই ভাগ্যের উপর, তাই না। ভাগ্যে না থাকলে কিছুই বুঝতে পারে না। ভাগ্যবান বাচ্চারা বাবাকে যথার্থভাবে চিনে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করবে। বাবার সঙ্গে-সঙ্গে নতুন দুনিয়াকেও স্মরণ করতে থাকবে। গানেও বলা হয়, তাই না -- আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন ভাগ্য গঠন করতে এসেছি। ২১ জন্মের জন্য বাবার কাছ থেকে রাজ্য-ভাগ্য নিতে হবে। এমন নেশা আর খুশীতে থাকলে এমন-এমন গানের অর্থ ইশারায় বুঝে যাবে। স্কুলেও কারোর ভাগ্যে না থাকলে তখন অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। আর এ তো অনেক বড় পরীক্ষা। ভগবান স্বয়ং বসে পড়ান। এই জ্ঞান সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্যই। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা জানো যে, কোন দেহধারী মানুষকে ভগবান বলতে পারা যায় না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকেও ভগবান বলা যাবে না। তারাও সূক্ষ্মলোক-নিবাসী দেবতা। এখানে থাকে মানুষ। এখানে দেবতা থাকে না। এ হলো মনুষ্যলোক। এই লক্ষ্মী-নারায়ণাদিরা দৈব-গুণসম্পন্ন মানুষ। যাকে দৈবী বলা হয়। সত্যযুগে সকলেই দেবী-দেবতা, সূক্ষ্মলোকে থাকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। গায়নও করা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ..... পুনরায় বলবে শিব পরমাত্মায় নমঃ। শিবকে দেবতা বলা হবে না। আর কোন মানুষকে পুনরায় ভগবান বলতে পারবে না। তিনটি তল (ক্লোর) আছে, তাই না। আমরা হলাম থার্ড ক্লোরে। সত্যযুগে যে দৈব-গুণসম্পন্ন মানুষ থাকে, তারাই আসুরীগুণসম্পন্ন হয়ে যায়। মায়ার গ্রহণ লেগে কালো হয়ে যায়। যেমন চাঁদেও গ্রহণ লাগে, তাই না। ওটা হলো পার্থিব জগতের কথা, এটা হলো অসীম জগতের কথা। এ হলো অসীম জগতের রাত, অসীম জগতের দিন। গায়নও হয়, ব্রহ্মার দিন আর রাত। তোমাদের এই অদ্বিতীয় পিতার কাছেই পড়তে হবে বাকি সবকিছু ভুলে যেতে হবে। বাবার কাছে পড়ে তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও। এটাই সত্যিকারের গীতা পাঠশালা। পাঠশালায় (কেউ) সর্বদা থাকে না। মানুষ মনে করে, ভক্তিমার্গ হলো ভগবানের সঙ্গে মিলনের পথ। যত বেশী ভক্তি করবে ততবেশী ভগবান রাজী(সন্তুষ্ট) থাকবে আর এসে ফল প্রদান করবে। এসবকথা এখন তোমরাই বোঝো। ভগবান অদ্বিতীয়, যিনি এখন ফলপ্রদান করছেন। যারা সর্বপ্রথম সূর্যবংশীয় পূজ্য ছিল, যারা সর্বাঙ্গাধিক ভক্তি করেছে, তারাই এখানে আসবে। তোমরাই সর্বপ্রথমে শিবের অব্যভিচারী ভক্তি করেছো তাহলে অবশ্যই তোমরাই সর্বপ্রথমে ভক্ত হয়েছো। পুনরায় নীচে নামতে-নামতে তমোপ্রধান হয়ে যাও। আধাকল্প তোমরা ভক্তি করেছো, তাই প্রথমে তোমাদেরকেই জ্ঞান দান করেন। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে।

তোমাদের এই পড়াশোনায় এই টাল-বাহানা চলতে পারে না যে, আমরা দূরে থাকি তাই রোজ পড়তে আসতে পারি না। কেউ বলে, আমরা ১০ মাইল দূরে থাকি। আরে, বাবাকে স্মরণ করে যদি ১০ মাইল পায়ে হেঁটে যাও তাহলে কোন ক্লান্তি আসবে না। কত বড় সম্পদ(খাজানা) নিতে যাও। তীর্থে মানুষ দর্শন করার জন্য হেঁটে যায়, কত ধাক্কা খায়। এ তো শুধু এক শহরেরই কথা। বাবা বলেন, আমি এতদূর থেকে আসি, আর তোমরা বলো ৫ মাইল দূরে। বাঃ ! খাজানা নেওয়ার জন্য তো দৌড়ে আসা উচিত। অমরনাথ শুধু দর্শন করার জন্য কোন-কোন স্থান থেকে যায়। এখানে অমরনাথবাবা স্বয়ং পড়াতে আসেন। তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি। আর তোমরা টাল-বাহানা করো। সকালে অমৃতবেলায় তো যে কেউ আসতে পারে। সেইসময় কোনো ভয় নেই। কেউ তোমাদের লুণ্ঠ করেও নিয়ে যাবে না। যদি কোনো জিনিস, গহনাদি থাকে তবে তা ছিনিয়ে নেবে। চোরাদের চাই ধন, স্থূলপদার্থ। কিন্তু ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে অনেক

টাল-বাহানা করে। না পড়ে নিজের পদ নষ্ট করে ফেলে। বাবা আসেনও ভারতে। ভারতকেই স্বর্গে পরিনত করে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির রাস্তা বলে দেন। কিন্তু কেউ পুরুষার্থ তো করুক, তাই না। পদক্ষেপ না নিলে গন্তব্যে পৌঁছবে কীভাবে ?

বাম্বারা, তোমরা জানো যে, এ হলো আত্মা -পরমাত্মার মিলনমেলা। বাবার কাছে এসেছে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। স্থাপনা সম্পূর্ণ হলেই বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই, তাই না। *আত্মা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা যে জ্ঞানের সম্পদ দিচ্ছেন, তা নেওয়ার জন্য ছুটে আসতে হবে। এতে কোনোপ্রকারের টাল-বাহানা করবে না। বাবার স্মরণে ১০ মাইল পর্যন্ত হেঁটে গেলেও ক্লান্তি আসবে না।

২) বিজয়মালায় আসার আধার হলো পড়া। পড়ায় সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে। কাঁটাকে ফুলে পরিনত করার সেবা করতে হবে। সুইট হোম এবং সুইট রাজস্বকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- নিশ্চয়ের পা-কে অবিচল রাখা সদা নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিত্ত ভব*

*ব্যাখা :- সর্বাপেক্ষা বড় রোগ হলো চিন্তা, এর ওষুধ ডাক্তারের কাছেও নেই। চিন্তিতরা যতই প্রাপ্তির পিছনে দৌড়ায়, প্রাপ্তিও ততই আগে-আগে দৌড়ায় তাই নিশ্চয়তার পা যেন সদা অবিচল থাকে। সদা এক বল, এক ভরসা -- এই পা যদি অবিচল থাকে তবে বিজয় নিশ্চিত। নিশ্চিত বিজয়ী সদাই নিশ্চিত্ত থাকে। মায়া নিশ্চয়-রূপী পা-কে নাড়ানোর জন্য বিভিন্নরূপে আসে কিন্তু মায়া যেন নড়ে যায় -- কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়-রূপী পা যেন না নড়ে তবেই নিশ্চিত থাকার বরদান প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান:- প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখতে থাকো, তাহলেই বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে চলতে ফিরতে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। মুখ্য জিনিস হলো জ্ঞান আর যোগ, যোগ মানে হল স্মরণ করা"

প্রশ্নঃ - বুদ্ধিমান বাচ্চারা কোন্ কথাটা কখনো মুখে উচ্চারণ করবে না?

উত্তরঃ - বুদ্ধিমান বাচ্চারা কখনোই বলবে না যে, আমাকে যোগ শেখাও। বাবাকে স্মরণ করতে কি শিখতে হয়? এই পাঠশালা তো পড়ার জন্য আর পড়ানোর জন্য। তোমাদেরকে কাজ করতে করতেও স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে।

ওম্ শান্তি । এখন আত্মিক পিতা বসে থেকে আত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে যে আত্মিক পিতা এই রথের দ্বারা আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। যেহেতু আমরা তাঁর সন্তান তাই বাবাকে কিংবা কোনো ভাই অথবা বোন কে যোগ শেখাতে বলা ঠিক নয়। তোমরা তো আর ছোটো বাচ্চা নয়। তোমরা জানো যে মুখ্য হলো আত্মা, যেটা অবিনাশী। শরীরটা বিনাশী। সুতরাং আত্মার গুরুত্ব-ই অধিক। যখন মানুষ অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, তখন কারোর এই জ্ঞান থাকে না যে আমরা আসলে আত্মা, এই শরীর দ্বারা কথা বলি। দেহ অভিমানের বশীভূত হয়ে বলে যে আমি এটা করছি। তোমরা এখন দেহী অভিমানী হয়েছ। তোমরা জানো যে আত্মা-ই বলছে - আমি এই শরীরের দ্বারা কথা বলি, কাজ করি। আত্মা হলো পুরুষ। বাবা বলছেন - এই কথাটা প্রায়ই শোনা যায় যে আমাকে যোগ শেখাও। সামনে একজন বসে থাকে। আমরাও বাবাকে স্মরণ করছি আর সামনে যে বসে আছে সেও বাবাকে স্মরণ করছে। কিন্তু এই পাঠশালা তো এইসবের জন্য নয়। এই পাঠশালা কেবল পড়াশুনার জন্য। এমন নয় যে এখানে বসে থেকেই তোমাদেরকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তো বুঝিয়েছেন যে চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করো। এর জন্য বিশেষ ভাবে বসার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন কেউ কেউ বলে রাম নাম জপ করো। জপ না করে কি স্মরণ করা যায় না? স্মরণ তো চলতে ফিরতেই করা যায়। তোমাদেরকে তো কর্ম করতে করতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। প্রেমিক-প্রেমিকা তো বিশেষ ভাবে বসে থেকে একে অপরকে স্মরণ করে না। কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুই করতে হবে। সবকিছু করতে করতে নিজ প্রেমিককে স্মরণ করতে থাকো। এমন নয় যে তাঁকে স্মরণ করার জন্য কোনো স্থানে গিয়ে বিশেষ ভাবে বসতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা যখন কোনো গান কিংবা কবিতা শোনাও তখন বাবা বলেন, এগুলো তো ভক্তিমূলক। যখন মানুষ শান্তিদেব বলে থাকে তখন তো তারা পরমাত্মা-কেই স্মরণ করে, কৃষ্ণকে নয়। ড্রামা অনুসারে আত্মা এখন অশান্ত হয়ে গেছে বলে বাবাকে স্মরণ করছে। কারণ তিনিই হলেন সুখ, শান্তি এবং জ্ঞানের সাগর। মুখ্য বিষয় হলো জ্ঞান আর যোগ। যোগ মানে স্মরণ করা। ওদের হঠযোগ তো একেবারেই আলাদা। তোমাদের এই যোগ হলো রাজযোগ। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার দ্বারা তোমরা বাবাকে জেনে যাওয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকেও জেনে গেছ। তোমাদের খুশির সবথেকে বড় কারণ হলো স্বয়ং ভগবান তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আগে ভগবানের সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে হবে। এইরকম তো কখনোই জানতে না যে আত্মা যেমন তারার মতো, সেইরকম ভগবানও একটা তারা, একটা আত্মা। কিন্তু তাঁকে পরম আত্মা বা সুপ্রীম সোল বলা হয়। তিনি কখনো পুনর্জন্ম নেন না। এমন নয় যে তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে আসেন। না, তিনি পুনর্জন্ম নেন না। তিনি নিজে এসে বোঝান যে আমি কিভাবে আসি? ত্রিমূর্তির গায়ন তো ভারতেই প্রচলিত রয়েছে। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের ছবিও দেখানো হয়। বলা হয় শিব পরমাত্মায় নমঃ। কিন্তু সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পিতাকেই ভুলে গেছে। কেবল এই ত্রিমূর্তির ছবিটাই দেখিয়েছে। কিন্তু এনাদের ওপরে তো শিববাবার ছবি অবশ্যই থাকা উচিত যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এনাদের রচয়িতা স্বয়ং শিববাবা। রচনার কাছ থেকে তো উত্তরাধিকার পাওয়া সম্ভব নয়। তোমরাও জানো যে ব্রহ্মার কাছ থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। বিষ্ণুর ক্ষেত্রে হীরে মানিকের মুকুট দেখানো হয়। শিববাবার দ্বারা এখন পুনরায় তুচ্ছ থেকে মূল্যবান হচ্ছে। কিন্তু শিববাবার ছবি না রাখলে তো গোটাটাই মিথ্যে হয়ে যায়। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এরা সবাই তাঁর রচনা। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাচ্ছ। হয়তো ওখানে তোমরা জানবে যে আমরা লৌকিক বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাচ্ছি। ওখানে তোমরা জানবে না যে এইসব আসলে অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার। এইসময়েই তোমরা এটা জানো। এখন তোমরা যা উপার্জন করো, সেটাই ২১ জন্ম ধরে চলে। ওখানে তো এইসব জানবে না। এই জ্ঞানের কথাগুলো ওখানে মনে থাকবে না। এই জ্ঞান দেবতাদের মধ্যেও থাকে না, শূদ্রদের মধ্যেও থাকে না।

কেবল তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের মধ্যেই এই জ্ঞান থাকে। এটা হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান। স্পিরিচুয়াল কথাটার অর্থও বোঝে না। ডক্টর অফ ফিলোসফি বলে থাকে। ডক্টর অফ স্পিরিচুয়াল নলেজ তো কেবল বাবা। বাবাকে সার্জেনও বলা হয়। সন্ন্যাসীদেরকে তো সার্জেন বলা যাবে না। যারা বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করে তাদেরকেও ডক্টর বলা যাবে না। ওরা হয়তো এইরকম টাইটেল দিয়ে দেয়, কিন্তু বাস্তবে বাবা-ই হলেন একমাত্র আত্মিক সার্জেন যিনি আত্মাদেরকে ইনজেকশন দেন। ওটা হলো ভক্তিমার্গ। ওদেরকে বলতে হবে যে এই ডক্টর অফ ভক্তি বা শাস্ত্রের জ্ঞানের দ্বারা কোনো লাভ নেই। কেবলই অধঃপতন হবে। তাই ওদেরকে কিভাবে ডক্টর বলা যাবে ? ডাক্তারের দ্বারা তো মানুষ উপকৃত হয়। এই বাবা হলেন অবিনাশী সার্জেন। যোগবলের দ্বারা তোমরা এভার হেলদী হয়ে যাও। এইসব কথা কেবল তোমরা বাচ্চারা ই জানো। দুনিয়ার মানুষেরা তো কিছুই জানে না। ওঁনাকেই অবিনাশী সার্জেন বলা হয়। আত্মাদের মধ্যে যত বিকারের খাদ জমেছে সেগুলো পরিষ্কার করে পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর শক্তি তো বাবার মধ্যেই রয়েছে। কেবল বাবা-ই হলেন সর্বশক্তিমান পতিত-পাবন। কোনো মানুষকে সর্বশক্তিমান বলা যাবে না। বাবা কোন্ শক্তির পরিচয় দেন ? সবাইকে নিজ শক্তির দ্বারা সদগতি দিয়ে দেন। তাঁকেই ডক্টর অফ স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা যাবে। অনেক মানুষই ডক্টর অফ ফিলোসফি হয়। কিন্তু স্পিরিচুয়াল ডক্টর কেবল একজনই। বাবা এখন বলছেন - নিজেকে আত্মা অনুভব করে কেবল আমাকে অর্থাৎ নিজ পিতাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। আমি তো পবিত্র দুনিয়া বানানোর জন্যই এসেছি। এরপরেও তোমরা কেন পতিত হচ্ছ ? পবিত্র হও, পতিত হয়েও না। সকল আত্মাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হলো - ঘর গৃহস্থে থেকেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হও। বাল ব্রহ্মচারী হলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। এতগুলো জন্ম ধরে যত পাপ করেছে, এখন আমাকে স্মরণ করলে সেগুলো সব ভস্ম হয়ে যাবে। মূলবতনে তো পবিত্র আত্মা থাকে। সেখানে কোনো পতিত আত্মা যেতে পারবে না। এটা তো অবশ্যই বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে স্বয়ং পিতা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। স্টুডেন্ট কি কখনো এইরকম বলবে যে আমাকে শেখাও কিভাবে টিচারকে স্মরণ করতে হয়। স্মরণ করা শেখানোর কি কোনো প্রয়োজন আছে ? এখানে (টিচারের আসনে) যদি কেউ নাও বসে, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। কেবল নিজ পিতাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা সারাদিন কাজকর্মের মধ্যে থাকো বলে ভুলে যাও। তাই এখানে এইভাবে বসানো হয়। এইভাবে অন্তত ১০-১৫ মিনিট হলেও স্মরণ করো। বাচ্চারা, তোমাদেরকে তো কাজকর্ম করতে করতে স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে। অর্ধেক কল্প পরে প্রেমিককে পেয়েছ। তিনি এখন বলছেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের (আত্মার) মধ্যে থেকে খাদ বেরিয়ে যাবে এবং তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। সুতরাং কেন তোমরা স্মরণ করবে না ? বিয়ে করার সময়ে স্ত্রীকে শেখানো হয় পতিই তোমার ঈশ্বর, গুরু সবকিছু। কিন্তু তারপরেও তো সে তার আত্মীয়, বন্ধু, গুরু ইত্যাদি অনেক জনকেই স্মরণ করে। ওগুলো হলো দেহধারীকে স্মরণ করা। ইনি হলেন সকল পতির পতি। ওনাকেই স্মরণ করতে হবে। অনেকে বলে - আমাকে যোগ শেখাও। কিন্তু তাতে কি হবে ? এখানে যদি কেউ ১০ মিনিটও বসে, তাহলেও মনে করো না যে সে একরস অবস্থায় বসে আছে। ভক্তিমার্গেও যখন কারোর পূজা করে, তখন বুদ্ধি খুব বিচলিত থাকে। যারা প্রগাঢ় ভক্তি করে, তাদের কেবল দর্শন পাওয়ার ইচ্ছা থাকে। ওরা ওই আশাতেই বসে থাকে। যখন কেবল একজনের ভালোবাসাতেই লীন হয়ে যায় তখনই দর্শন পায়। ওগুলো হলো প্রগাঢ় ভক্তি। ওইসব ভক্তি অনেকটা প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের মতো। খাওয়া দাওয়া করতে করতেও বুদ্ধিতে স্মরণ থাকে। ওদের মধ্যে বিকারের ভাবনা থাকে না। ওরা শরীরটাকে ভালোবেসে ফেলে। একে অপরকে না দেখে থাকতেই পারে না।

বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। কিভাবে তোমরা ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করেছ। বীজকে স্মরণ করলেই গোটা বৃক্ষ স্মরণে চলে আসে। এটা হলো বিভিন্ন ধর্মের বৃক্ষ। কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই রয়েছে যে ভারত আগে গোল্ডেন এজেড ছিল। এখন আয়রন এজেড হয়ে গেছে। এই ইংরেজি শব্দ গুলো যথাযথ। এগুলোর দ্বারা খুব ভালো অর্থ প্রকাশিত হয়। আত্মা প্রথমে সত্যিকারের সোনা থাকে। পরে তার মধ্যে খাদ জমা হতে থাকে। এখন একেবারে নকল হয়ে গেছে। এটাকেই বলা হয় আয়রন এজেড। আত্মা আয়রন এজেড হয়ে যাওয়ার ফলে গয়নাগুলোও (শরীর) সেইরকম হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন, আমি হলাম পতিত-পাবন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। হে পতিত-পাবন, তুমি এসো - এইভাবে তোমরা আমাকে ডেকে এসেছ। প্রতি কল্পেই আমি এসে তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিই। মন্মনা ভব এবং মধ্যাজী ভব। অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হও। কেউ কেউ বলে আমার কেবল যোগ করতে ভালো লাগে, জ্ঞান শুনতে অতটা ভালো লাগে না। ওরা যোগ করার পর পালিয়ে যাবে। ওরা বলে - আমার যোগ করতেই ভালো লাগে, আমি কেবল শান্তি চাই। বাবাকে তো যেখানে খুশি বসেই স্মরণ করা যায়। স্মরণ করতে করতে তোমরা শান্তিধামে চলে যাবে। এর মধ্যে যোগ শেখানোর কোনো ব্যাপার নেই। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন অনেকেই আছে যারা সেন্টারে গিয়ে আধ ঘন্টা - পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসে থাকে আর বলে আমাকে যোগ শেখাও অথবা বলবে - বাবা আমাকে শান্ত হয়ে বসে থাকতে বলেছেন। কিন্তু বাবা এখানে চলতে ফিরতে স্মরণ করার

শিক্ষা দেন। তবে একেবারে না করার থেকে বসে বসে যোগ করা উত্তম। ইচ্ছা হলে সারা রাত বসে থাকো। বাবা বারণ করছেন না। কিন্তু এইরকম অভ্যাস করা ঠিক নয় যে কেবল রাত্রিতেই আমি স্মরণ করব। কাজকর্ম করতে করতে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। কিন্তু এটা খুবই কঠিন কাজ। প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়। ভক্তিমার্গেও বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়। তখন নিজেকেই চিমটি কাটে, যারা সত্যিকারের ভক্ত তাদের কথা আলোচনা করে। এখানেও নিজের সাথে কথা বলতে হবে। বাবাকে কেন স্মরণ করিনি ? স্মরণ না করলে বিশ্বের মালিক হব কিভাবে ? দুনিয়ার প্রেমিক-প্রেমিকারা তো একে অন্যের নাম-রূপে ফেঁসে যায়। এখানে তোমরা নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। আমরা আত্মারা তো এই শরীরটা থেকে একেবারে আলাদা। শরীর ধারণ করার জন্য কর্ম করতে হয়। আবার এমনও অনেকে আছে যারা বলে আমি দর্শন করতে চাই। কিন্তু কিসের দর্শন করবে ? উনি তো একটা বিন্দুর মতো। অনেকে আবার বলে আমি কৃষ্ণকে দর্শন করব। কৃষ্ণের তো ছবিও রয়েছে। এখানে যেটা জড়, সেটাকেই চৈতন্য রূপে দেখবে। কিন্তু তাতে লাভ কি ? দর্শন করলে তো কোনো লাভ হয় না। *বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা আত্মারা পবিত্র হবে। নারায়ণকে দর্শন করলে মোটেও নারায়ণ হয়ে যাবে না।* তোমরা জানো যে আমাদের লক্ষ্য হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া। কিন্তু পড়াশুনা না করে তো ঐরকম হওয়া সম্ভব নয়। পড়াশুনা করে হুঁশিয়ার হও, প্রজা তৈরি করো - তবেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারবে। পরিশ্রম করতে হবে। পাস উইথ ওনার হতে হবে যাতে ধর্মরাজের কাছে শাস্তি পেতে না হয়। এই বিশেষ বাচ্চাও বাবার সাথে রয়েছে। ইনিও বলছেন - তোমরা চাইলেই আগে এগিয়ে যেতে পারো। বাবার ওপরে তো কত দায়িত্ব রয়েছে। সারাদিন কত বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। আমি এত সময় স্মরণ করতে পারিনা। খাওয়ার সময়ে একটু স্মরণ থাকে, কিন্তু পরে আবার ভুলে যাই। আমি বুঝতে পারি যে আমি আর একসাথে ঘুরছি। কিন্তু চলতে ফিরতে সেই বাবাকেই ভুলে যাই। খুবই পিচ্ছিল বিষয়। প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করতে ভুলে যায়। এক্ষেত্রে খুব পরিশ্রম করতে হয়। স্মরণের দ্বারা-ই আত্মা পবিত্র হবে। অনেককে শিক্ষা দিলে ভালো পদ পাবে। যে ভালো ভাবে বুঝেছে, সে ভালো পদও পাবে। প্রদর্শনীতে অনেক প্রজা তৈরি হয়। তোমরা প্রত্যেকে লক্ষ-লক্ষ জনের সেবা করবে। নিজের অবস্থাকে সেইরকম বানাতে হবে। কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে এই শরীরটা আর থাকবে না। ভবিষ্যতে তোমরা বুঝতে পারবে যে এবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ লাগবে এবং অনেকে তোমাদের কাছে আসবে। মহিমা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অন্তিমে সন্তোষীরাও আসবে, বাবাকে স্মরণ করতে শুরু করবে। ওদের কেবল মুক্তিধামে যাওয়ার ভূমিকা রয়েছে। তাই জ্ঞান ধারণ করবে না। তোমাদের বার্তা এখন সকল আত্মাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। খবরের কাগজের দ্বারাও অনেকে শুনবে। কত গ্রাম রয়েছে, সবাইকে বার্তা শোনাতে হবে। তোমরাই হলে মেসেঞ্জার বা দূত। বাবা ছাড়া তো পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্য অন্য কেউ নেই। *এমন নয় যে ধর্ম স্থাপকেরা কাউকে পবিত্র বানিয়ে দেয়। ওদের ধর্ম তো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওরা কিভাবে কাউকে ফেরত যাওয়ার রাস্তা বলবে ? সকলের সদগতি দাতা তো একজনই। বাচ্চারা, তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। *অনেকেই আছে যারা পবিত্র থাকে না। কাম বিকার হলো মুখ্য। অনেক ভালো ভালো বাচ্চাও পড়ে যায়। কুদৃষ্টিও এই কাম বিকারেরই অংশ, এটাও একটা বড় শয়তান।* বাবা বলছেন - এর ওপরে জয়লাভ করলেই জগৎজিৎ হতে পারবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কাজকর্ম করতে করতে স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে। বাবার সাথে যাওয়ার জন্য কিংবা নুতন পবিত্র দুনিয়ায় মালিক হওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

২) ভালো পদ পাওয়ার জন্য অনেকের সেবা করতে হবে। অনেককে পড়াতে হবে। বার্তাবাহক হয়ে সকলের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

বরদান:- আমিহ্রভাবে সূক্ষ্ম স্বরূপকেও পরিত্যাগ করে সর্বদা নির্ভীক এবং চিন্তামুক্ত সম্রাট ভব*

বর্তমান দুনিয়ায় ধন-সম্পত্তিও আছে এবং তার সাথে ভয়ও রয়েছে। যার যত বেশি সম্পত্তি, সে তত ভয়ে ভয়ে থাকে, ভয়ে ভয়ে ঘুমায়। যেখানে আমিহ্র ভাব রয়েছে, সেখানে অবশ্যই ভয় থাকবে। যদি আমার কাছে সোনার হরিণও থাকে, তাহলেও ভয় থাকবে। কিন্তু যদি আমার বলতে কেবল শিববাবাই থাকেন, তাহলে নির্ভীক হয়ে যাবে। তাই সূক্ষ্মভাবে আমিহ্রভাবে চেক করে সেগুলোকে পরিত্যাগ করে দাও। তাহলেই

নির্ভীক এবং চিন্তামুক্ত সম্রাট হওয়ার বরদান পেয়ে যাবে।

স্লোগান:-

অন্যের মতামতকে সম্মান দিলে স্বাভাবিক ভাবে আপনিই সম্মান প্রাপ্ত হবে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ভগবানের সাহায্যকারী, সত্যিকারের উদ্ধারকারী সেনা, শান্তির জন্য সবাইকে তোমাদের মুক্তি প্রদান করতে হবে (শান্তির স্যালভেশন)

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের থেকে যখন কেউ শান্তির জন্য মুক্তি কামনা করে, তখন তাদেরকে কি বোঝাতে হবে?

উত্তরঃ - তাদেরকে বলো যে - বাবা বলেন, তোমাদের এখন এখানেই কি শান্তি চাই। এটা তো শান্তিধাম নয়। শান্তি তো শান্তিধামেই হয়ে থাকে, যাকে মূলবতনও বলা হয়। আস্তা যখন শরীর ব্যতীত থাকে, তখন শান্তিতে থাকে। সত্যযুগে পবিত্রতা-সুখ-শান্তি সব আছে। বাবা-ই এসে এই আশীর্বাদ প্রদান করেন। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। প্রত্যেক মানুষ মাত্রই এটা জানে যে, আমার মধ্যে আস্তা আছে। জীবাস্তা বলা হয়, তাই না। প্রথমে, আমি হলাম আস্তা, পরে শরীর প্রাপ্ত হয়। কেউ-ই নিজের আস্তাকে দেখেনি। শুধু এটাই বোঝে যে, আমি হলাম আস্তা। যেরকম আস্তাকে জানা যায় কিন্তু দেখা যায় না, সেই রকমই পরমপিতা পরমাস্তার জন্য বলা হয় যে, পরম আস্তা মানে পরমাস্তা কিন্তু তাকে দেখা যায় না। না নিজেকে, আর না বাবাকে দেখা যায়। বলা হয় যে, আস্তা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর নেয়। কিন্তু যথার্থ রীতি জানেনা। ৮৪ লক্ষ যোনিও বলে দেয়, বাস্তবে হল ৮৪ জন্ম। কিন্তু এটাও জানে না যে কোন আস্তা কতবার জন্মগ্রহণ করেছে? আস্তাই বাবাকে আহ্বান করে, কিন্তু না তাঁকে দেখেছে আর না তাকে যথার্থ রীতি জানে। প্রথমে তো আস্তাকে যথার্থ রীতি জানতে হবে, তবে তো বাবাকে জানতে পারবে। নিজেকেই জানে না, তো বোঝাবে কে? একেই বলা হয় - আস্তাবোধ হওয়া। এটা তো বাবা ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। আস্তা কি আছে, কেমন আছে, কোথা থেকে আস্তা এসেছে, কিভাবে জন্ম নেয়, কিভাবে এই ছোট আস্তার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে, এটা কেউই জানেনা। নিজেকেও না জানার কারণে বাবাকেও জানতে পারে না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও মানুষের কাছে মর্যাদান্বিত, তাই না। এঁনারা এই মর্যাদা কিভাবে পেলেন? এটা কেউ জানে না। মানুষকেই তো এসব জানতে হবে, তাই না। বলে যে, ইনি বৈকুণ্ঠের মালিক ছিলেন কিন্তু তিনি এই রাজস্ব কিভাবে পেয়েছেন? তারপর সেই রাজস্ব গেল কোথায়? এসব কিছুই তারা জানেনা। এখন তোমরা তো সব কিছু জেনে গেছো। আগে কিছুই জানতে না। যেরকম বাচ্চারা কি প্রথমে জানতে পারে যে, "ব্যারিস্টার" কি হয়? পড়তে পড়তে ব্যারিস্টার হয়ে যায়। তাই এই লক্ষ্মী-নারায়ণও পড়াশোনার দ্বারাই হওয়া যায়। ব্যারিস্টারি, ডাক্তারি আদি সব কিছুই বই-পত্র আদি আছে তাইনা। এঁনাদের বই হল গীতা। সেটাও আবার কে শুনিয়েছেন? রাজযোগ কে শিখিয়েছেন? এটা কেউ জানে না। সেখানে তো নাম বদলে দিয়েছে। শিব জয়ন্তীও মানানো হয়, তিনিই এসে তোমাদেরকে কৃষ্ণপুত্রীর মালিক বানাচ্ছেন। কৃষ্ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন, তাই না। কিন্তু স্বর্গকে কেউ জানেই না। না হলে কেন বলে যে, কৃষ্ণ দ্বাপরে এসে গীতা শুনিয়েছে। কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে, লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্য যুগে, আর রামকে ত্রেতাতে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে কোন উপদ্রব আদি দেখায় না। কৃষ্ণের রাজ্যে কংস, রামের রাজ্যে রাবণ আদি দেখানো হয়। এটাও কারোর জানা নেই যে, রাধা-কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। একদমই অস্ত্র-অস্ত্রকার হয়ে গেছে। অস্ত্রকেই অস্ত্রকার বলা হয়। জ্ঞানকে বলা হয় আলোর প্রকাশ। এখন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করবে কে? তিনি হলেন বাবা। জ্ঞানকে দিন, আর ভক্তিকে রাত বলা হয়। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে, এই ভক্তি মার্গ জন্ম-জন্মান্তর চলে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নেমেই এসেছি। কলা কম হয়ে গেছে। ঘরবাড়ি নতুন তৈরি হয়, দিন-প্রতিদিন তারও আয়ু কম হতে থাকে। এক-চতুর্থাংশ পুরানো হয়ে গেলে, তাকে পুরানোই বলা হয়, তাই না। বাচ্চাদেরকে প্রথমে তো এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, ইনি হলেন সকলের বাবা, যিনি সকলের সঙ্গতি করেন, সকলের জন্য শ্রীমৎ দেন। সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যান। তোমাদের কাছে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে। তোমরা এই পড়াশোনা করে, সেখানে গিয়ে নিজেদের সিংহাসনে বসবে। বাকি সবাইকে আমি মুক্তিধামে নিয়ে যাবো। চক্রের উপর যখন তোমরা বোঝাও, তখন সেখানে দেখাও যে, সত্যযুগে এই অনেক ধর্ম ছিল না। সেই সময় অন্যান্য আস্তারা নিরাকারী দুনিয়াতে ছিল। এটা তো তোমরা জানো যে এই আকাশ হল মহাশূন্য। বায়ুকে বায়ু বলে, আকাশকে আকাশ। এরকম নয় যে সবকিছুই পরমাস্তা। মানুষ মনে করে যে, বায়ুর মধ্যেও ভগবান আছে, আকাশের মধ্যেও ভগবান আছে। এখন বাবা বসে সমস্ত কথা বোঝাচ্ছেন। বাবার কাছে জন্ম তো নিয়েছো কিন্তু পড়াবেন কে? বাবা-ই আত্মিক শিক্ষক হয়ে পড়ান। ভালোভাবে পড়াশোনা করে সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তোমাদের সাথে নিয়ে যাবো, তারপর তোমরা আবার সত্যযুগে অভিনয় করতে আসবে। সত্যযুগে প্রথম প্রথম তোমরাই এসেছিলে। এখন পুনরায় সকল জন্মের

শেষ জন্মে এসে পৌঁছেছো, পুনরায় প্রথমে আসবে। এখন বাবা বলছেন - দৌড়ের প্রতিযোগিতা করো। সঠিক রীতিতে বাবাকে স্মরণ করো, অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। না হলে এত সবাইকে পড়াবে কে? বাবার সহায়ক অবশ্যই হবে, তাই না। তোমাদের নামও আছে "ভগবানের সাহায্যকারী", তাই না। ইংরাজীতে বলা হয় "স্যালভেশন আর্মি"। কিসের স্যালভেশন (মুক্তি) চাই? সবাই বলে যে শান্তির জন্য মুক্তি (স্যালভেশন) চাই। বাকি তারা (অর্থাৎ দুনিয়ার স্যালভেশন আর্মিরা) তো কোনো শান্তির স্যালভেশন দিতে পারে না। *যারা শান্তির জন্য মুক্তি প্রার্থনা করে তাদেরকে বলা যে - বাবা বলেন, তোমাদের এখন এখানেই কি শান্তি চাই? এটা তো শান্তিধাম নয়। শান্তি তো শান্তিধামেই হয়ে থাকে, যাকে মূলবতনও বলা হয়। আত্মা যখন শরীর ব্যতীত থাকে, তখন শান্তিতে থাকে। সত্যযুগে পবিত্রতা-সুখ-শান্তি সব আছে। বাবা-ই এসে এই আশীর্বাদ প্রদান করেন*। তোমাদের কাছেও, এসমস্ত জ্ঞানের কথা বোঝানোর জন্য অনেক যুক্তি চাই। প্রদর্শনীতে যদি আমি দাঁড়িয়ে সকলের বোঝানো শুনি, তখন অনেকের ভুল বেরিয়ে আসবে, কেননা বোঝানোর জন্যও নশ্বরের ক্রম আছে, তাই না। যদি সবাই একরস হতো, তো ব্রাহ্মণী এইরকম কেন লেখে যে, অমুক ব্যক্তি এসে ভাষণ করুক। আরে, তোমরাও তো ব্রাহ্মণ আছো, তাই না। বাবা, অমুক আত্মা আমার থেকেও দক্ষ আছে। দক্ষ আত্মার দ্বারাই মানুষ নিজের অবস্থাকে বুঝতে পারে। নশ্বরের ক্রম তো আছে, তাই না। যখন পরীক্ষার ফলাফল বেরোবে, তখন পুনরায় তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে। তখন উপলব্ধি করবে যে, আমি তো শ্রীমতে চলিনি। বাবা বলেন যে, কোনরূপ বিকর্ম করো না। কোনো দেহধারী সাথে সম্পর্ক রেখো না। এটা তো পঞ্চতত্ত্ব দিয়ে তৈরি শরীর আছে, তাই না। পঞ্চতত্ত্বকে কি পূজা করতে হয়, নাকি স্মরণ করতে হয়। যদিও এই চোখ দিয়ে দেখো কিন্তু স্মরণ বাবাকেই করতে হবে। *আত্মা এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। এখন আমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপর বৈকুণ্ঠে আসতে হবে*। আত্মাকে বোঝা যায়, দেখা যায় না, সেরকমই এটাও বুঝতে হবে। তবে হ্যাঁ, দিব্যদৃষ্টি দিয়ে নিজের ঘর বা স্বর্গকে দেখতে পারো। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, মন্মানা ভব, মধ্যাজী ভব, মানে বাবাকে আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। তোমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যই হল এটা। বাচ্চারা জানে যে, আমাদেরকে এখন স্বর্গে যেতে হবে, আর বাকি অন্যান্য আত্মাদেরকে মুক্তিতে থাকতে হবে। সবাই তো আর সত্যযুগে আসতে পারে না। তোমাদের হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। আর এটাতো হলো মানুষের ধর্ম। মূলবতনে কোন মানুষ থাকতে পারে না। এটাই হলো মনুষ্য সৃষ্টি। মানুষই তমোপ্রধান হয় আবার পুনরায় সতোপ্রধান হয়। *তোমরাই প্রথমে শূদ্রবর্ণ ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ বর্ণ হয়েছে। এই বর্ণ কেবলমাত্র ভারতবাসীদেরই আছে*। অন্য কোনো ধর্মকে এইরকম বলা হয় না যে - ব্রাহ্মণ বংশী, সূর্যবংশী। এই সময় সবাই শূদ্র বর্ণ হয়ে গেছে। জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে গেছে। তোমরা পুরানো হয়ে গেছো, তাই সমগ্র ঝাড় জরাজীর্ণ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তারপর সমগ্র-ঝাড়ের সকল আত্মারা একসাথেই তো আর সতোপ্রধান হয়ে যায় না। সতোপ্রধান নতুন ঝাড়ে কেবলমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই আসে। পুনরায় তোমরাও সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশী হয়ে যাও। পুনর্জন্ম তো নিতেই হয়, তাই না। তারপর ক্রমানুসারে বৈশ্য, শূদ্র বংশী....এই সমস্ত কথা হলো নতুন।

জ্ঞানের সাগর এখন আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতি দাতা। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করি। তোমরা দেবী-দেবতা হয়ে যাও, তখন আর এই জ্ঞান থাকেনা। জ্ঞান দেওয়া হয় অজ্ঞানীদের। প্রত্যেক মানুষই এখন অজ্ঞান অন্ধকারে আছে, আর তোমরা আছো আলোর দুনিয়ায়। এঁনার ৮৪ জন্মের কাহিনীও তোমরা জেনে গেছো। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এখন সমগ্র জ্ঞান আছে। মানুষ তো বলে যে, ভগবান এই সৃষ্টি রচনা করেছেন কেন? কেন মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না! আরে, এটা তো দৈব-নির্ধারিত খেলা। এটাতো হল অনাদি ড্রামা, তাই না! তোমরা জানো যে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। এতে চিন্তা করার কি দরকার আছে? আত্মা গিয়ে নিজের দ্বিতীয় পার্ট অভিনয় করে। কাল্পনা তো তখন আসে, যখন পুরনো জিনিস ফিরে পাওয়ার আশা থাকে। কিন্তু এখানে আত্মা একবার শরীর ছেড়ে দিলে, পুনরায় তো সেই শরীরে ফিরে আসে না, তাহলে কেঁদে কি হবে? এখন তোমাদের সবাইকে মোহজিত হতে হবে। এই কবরস্থানে তোমাদের কি মোহ থাকতে পারে! এখানে তো কেবল দুঃখ-ই দুঃখ। আজ বাচ্চা আছে, কাল বাচ্চাও এইরকম হয়ে যায় যে বাবার পাগড়ী খুলে নিতেও (নিন্দা করতেও) দেরি করে না। বাবার সাথেই লড়াই ঝগড়া করে। এইজন্য একে বলা হয় অনাথের দুনিয়া। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে কোন গুরু বা শিক্ষক নেই। বাবা যখন এইরকম অবস্থাকে দেখেন, তখন সবাইকে জ্ঞানী করতে আসেন। বাবা এসে সবার মধ্যে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করেন। এখানে যেমন প্রধান বিচারক এসে সমস্ত ঝগড়া মিটিয়ে দেয়। সত্যযুগে কোন ঝগড়াঝাটি হয়না। সমগ্র দুনিয়ার ঝগড়া মিটে গেলে তারপর জয়জয়কার হয়। এখানে সিংহভাগ হলো মাতা-রা। এনাদেরকে দাসীও মনে করা হয়। বিবাহের সময় তোমাদের বলে দেওয়া হয় যে, তোমার পতি হল ঈশ্বর, গুরু আদি সবকিছু। প্রথমে মিস্টার তারপর মিসেজ। এখন বাবা এসে মাতাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তোমাদের উপর কেউ জয় পেতে পারে না। বাবা তোমাদের এখন সমস্ত নিয়ম কায়দা শেখাচ্ছেন। মোহজিত রাজার এক কাহিনী আছে, সেইগুলো সব হলো গল্প কথা। সত্যযুগে কখনও অকালে মৃত্যু আদি হয় না। নির্দিষ্ট সময়ে এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে। সাক্ষাৎকার হয় - এখন এই শরীর

বৃদ্ধ হয়ে গেছে, পুনরায় নতুন নিতে হবে, সেখানে গিয়ে ছোটো বাচ্চা হতে হবে। এই খুশিতে শরীর ছেড়ে দেয়। এখানে তো দেখো, যতই বৃদ্ধ হোক, রোগী হোক, আর এটাও বোঝে যে, যদি এই শরীর থেকে মুক্ত হয়ে যাই তো ভালোই হয়, তবুও মৃত্যুর সময় অবশ্যই কাঁদে। বাবা বলেন যে, এখন তোমরা এমন এক জায়গায় যাচ্ছো, যেখানে ক্রন্দন করার কোন নামই নেই। সেখানে তো শুধু খুশি আর খুশি। তোমাদের সর্বদা অসীম জগতের অসীম খুশিতে থাকতে হবে। আরে, আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। ভারত সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল। এখন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তোমরাই পূজ্য দেবতা ছিলে, পুনরায় পূজারী হয়ে গেছো। ভগবান কি আর নিজেই পূজ্য আবার নিজেই পূজারী হতে পারেন? আর যদি তিনি পূজারী হয়ে যান, তাহলে তোমাদেরকে পূজ্য কে বানাবে? ড্রামাতে বাবার পাঁট আলাদা আছে। জ্ঞানের সাগর হলেন এক। সেই একজনেরই মহিমা হয়। যখন তিনি জ্ঞানের সাগর আছেন, তবে কখন এসে জ্ঞান দেবেন যার দ্বারা আমাদের সঙ্গতি হয়। এখানে অবশ্যই আসতে হয়। প্রথমে তো বুদ্ধিতে এটা ধারণ করো যে, আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন?

ত্রিমূর্তি, সৃষ্টি চক্র আর কল্পবৃক্ষের ঝাড় - এই হলো মুখ্য চিত্র। কল্পবৃক্ষকে দেখলেই তাড়াতাড়ি বুঝে যাবে যে, আমরা তো অমুক ধর্মের আছি। আমরা তো সত্যযুগে আসতে পারবো না। এই সৃষ্টিচক্রের চিত্র তো অনেক বড় হওয়া দরকার। সবকিছুই যেন সেখানে লেখা থাকে। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা ধর্ম অর্থাৎ নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। শঙ্করের দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ। পুনরায় বিষ্ণুর দ্বারা নতুন দুনিয়ার পালনা করেন, এটাই সিদ্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা - দুজনেরই কানেকশন আছে, তাই না। ব্রহ্মা-সরস্বতীই সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। উল্লভি কলা এক জন্ম ধরে হয়, আর অবনতি কলা ৮৪ জন্ম সময় লাগে। এখন বাবা বলছেন যে, সেই সকল শাস্ত্র আদি সত্য আছে, নাকি আমি সত্য আছি? সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা তো আমিই শোনাই। এখন তোমাদের নিশ্চয় আছে যে, সত্য বাবার দ্বারা আমরা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি। প্রথম মুখ্য কথা হল যে, একজন মানুষকে একসাথে কখনো বাবা, শিক্ষক এবং গুরু বলা যায় না। গুরুকেও কখনো বাবা, শিক্ষক বলে কি? এখানে তো শিব বাবার কাছে জন্ম নিতেই, শিব বাবা তোমাকে জ্ঞান প্রদান করেন, তারপর সাথে করেও নিয়ে যাবেন। মানুষ তো এইরকম হতে পারে না, যাকে একসাথে বাবা, শিক্ষক এবং গুরু বলা যায়। এখানে তো এক বাবা-ই আছেন, তাকেই বলা হয় সুপ্রিম ফাদার। লৌকিক বাবাকে কখনো সুপ্রিম ফাদার বলা যায় না। সবাই তো তাঁকে স্মরণ করে। তিনি তো বাবা আছেনই। দুঃখ হলেই সবাই তাঁকে স্মরণ করে, সুখের সময় কেউ করে না। তাই সেই বাবা-ই এসে আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পঞ্চতত্ত্ব দিয়ে গঠিত এই শরীরকে দেখেও, স্মরণ করো এক বাবাকে। কোনো দেহধারীর সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন রেখো না। কোনো বিকর্ম করো না।

২) এই দৈব্য-নির্ধারিত ড্রামাতে প্রত্যেক আত্মারই অনাদি পাঁট আছে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর নেয়, এই জন্য কেউ শরীর ত্যাগ করলে, তার জন্য কষ্ট পেও না। তোমাদেরকে মোহজিত হতে হবে।

বরদানঃ:- বাহ্যমুখী চতুরতা থেকে মুক্ত হয়ে বাবার পছন্দের সত্যিকারের সওদাগর ভব*

ব্যখ্যা :- বাপ-দাদা দুনিয়ার বাহ্যমুখী চতুরতা পছন্দ করেন না। বলা হয়ে থাকে যে, ভোলাদের ভগবান। চতুর সুজান বাবার ভোলাভালা বাচ্চাই পছন্দ। পরমাত্মার অভিধানে, ভোলাভালা বাচ্চাই হল বিশেষ ভিআইপি। যার প্রতি এই দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির দৃষ্টি যায় না, সে-ই বাবার সাথে সওদা করে পরমাত্মার নয়নের তারা হয়ে যায়। ভোলাভালা বাচ্চাই হৃদয় থেকে বলে "মেরা বাবা", এই এক সেকেন্ডের একটি কথা থেকে অগণিত সম্পত্তির সওদা করে সত্যিকারের সওদাগর হয়ে যাও।

স্লোগানঃ:- সকলের স্নেহ প্রাপ্ত করতে হলে, মুখ দিয়ে সর্বদা মিষ্টি কথা বলো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বাবার দ্বারা যে অদ্বৈত মত প্রাপ্ত হচ্ছে, সেই মত অনুযায়ী চলে কলিযুগী মানুষদেরকে সত্যযুগী দেবতায় পরিণত করার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করতে হবে"

প্রশ্নঃ - সমস্ত মানুষ মাত্রই কেন দুঃখী হয়ে থাকে, এর মূল কারণ কি ?

উত্তরঃ - রাবণ সবাইকে শাপব্রষ্ট করে দিয়েছে, সেইজন্য সকলে দুঃখী হয়ে পড়েছে। বাবা স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রদান করেন, রাবণ শাপব্রষ্ট করে- দুনিয়া এটাও জানে না। বাবা উত্তরাধিকার দিয়েছেন তাই তো ভারতবাসী এতো সুখী স্বর্গের মালিক হয়েছে, পূজ্য হয়েছে। শাপব্রষ্ট হয়ে আবার পূজারী হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখানে অর্থাৎ মধুবনে আসে বাপদাদার কাছে। প্রথমে যখন আসো তো দেখো ভাই বোন বসে আছে আবার পরে যখন দেখো বাপদাদার অবতরণ হয়েছে, তখন বাবার স্মরণ আসে। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। ওই ব্রাহ্মণরা তো ব্রহ্মা বাবার পরিচয়ই জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো- বাবা যখন আসেন তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু- শঙ্করও অবশ্যই চাই। বলাই হয় *ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ*। এখন তিনি তিন জনের দ্বারা তো বলবেন না। এই ব্যাপারে বুদ্ধিতে ভালো রকম ধারণা করতে হবে। অসীম জগতের পিতার থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে, সেইজন্য সমস্ত ভক্ত ভগবানের কাছে কি চায়? জীবনমুক্তি। এখন হলো জীবন- বন্ধ। সকলে বাবাকে স্মরণ করে যে এসে এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো। বাচ্চারা, এখন তোমরাই জানো যে বাবা এসে গেছেন। কল্প- কল্প বাবা আসেন। ডাকেও- তুমি মাতা পিতা...কিন্তু এর অর্থ তো কেউ বোঝে না। নিরাকার বাবার ক্ষেত্রে বুঝে যায়। গান করে কিন্তু কিছুই প্রাপ্তি নেই। এখন বাচ্চারা, তোমাদের ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় আবার পরের কল্পে প্রাপ্ত হবে। বাচ্চারা জানে বাবা অর্ধ কল্পের জন্য এসে উত্তরাধিকার প্রদান করেন, রাবণ আবার অভিশাপ দেয়। এটাও দুনিয়া জানে না যে আমরা সকলে অভিশপ্ত। রাবণের অভিশাপ লেগেছে সেইজন্য সকলে দুঃখী হয়েছে। ভারতবাসী সুখী ছিলো। কাল এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ভারতে ছিলো। দেবতাদের সামনে মাথা ঠোকে, পূজা করে কিন্তু সত্যযুগ কবে ছিলো, এটা কারোর জানা নেই। এখন দেখো লক্ষ বছরের আয়ু শুধুমাত্র সত্যযুগকে দেখিয়ে দিয়েছে, আবার ত্রেতার, দ্বাপর- কলিযুগ- সেই হিসেবে মানুষ কতো বেশী হয়ে যাবে। শুধুমাত্র সত্যযুগেই অনেক মানুষ হয়ে যাবে। কোনো মানুষের বুদ্ধিতেই বসে না। বাবা বসে বোঝান যে দেখো গাওয়াও হয় ৩৩ কোটি দেবতা হয়। এরকম কি আর কেউ লক্ষ বছরে হতে পারে! তাই এটাও মানুষকে বোঝাতে হয়।

এখন তোমরা বোঝো যে বাবা আমাদের স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন তৈরী করেন। রাবণ স্লেচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন করে। মুখ্য ব্যাপার তো হলো এটাই। সত্যযুগে হলো পবিত্র, এখানে হলো অপবিত্র। এটাও কারোর জানা নেই যে রাম রাজ্য কবে থেকে কবে পর্যন্ত ? রাবণ রাজ্য কবে থেকে কবে ? মনে করে এখানেই রাম রাজ্য আবার রাবণ রাজ্যও। অনেক মত-মতান্তর আছে যে। যতো মানুষ ততই মত। বাচ্চারা, এখন এখানে তোমাদের এক অদ্বৈত মত প্রাপ্ত হয়, যা বাবা প্রদান করেন। তোমরা এখন ব্রহ্মা দ্বারা দেবতা হচ্ছে। দেবতাদের মহিমা গাওয়া হয়- সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ...তারাও যে হলো মানুষ, মানুষের মহিমা কী গাওয়া হয় ? পার্থক্য তো অবশ্যই থাকে। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে মানুষকে দেবতায় পরিণত করার কর্তব্য শিখছে। কলিযুগী মানুষ কে তোমরা সত্যযুগে দেবতায় পরিণত করো অর্থাৎ শান্তিধাম, ব্রহ্মান্ড আর বিশ্বের মালিক করো, এটা তো শান্তিধাম নয় যে। এখানে তো অবশ্যই কর্ম করতে হবে। সেখানে হলো সুইট সাইলেন্স হোম। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো আমরা এই আত্মারা হলাম সুইট হোম, ব্রহ্মান্ডের মালিক। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা যোগ্য হয়ে উঠছে। এম অবজেক্ট অ্যাকুইরেট সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা বাচ্চারা হলে যোগবল সম্পন্ন। তারা হলো বাহুবল সম্পন্ন। তোমরাও আছো যুদ্ধের ময়দানে, কিন্তু তোমরা হলে ডবল অহিংসক। তারা হলো হিংসক। হিংসা কাম কাটারিকে বলা হয়। সন্ন্যাসীরাও মনে করে এটা হলো হিংসা, সেইজন্য পবিত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু তোমরা ব্যতীত বাবার সাথে কারোর প্রীতি-ভালোবাসা হয় না। প্রিয়তম- প্রিয়ার ভালোবাসা যে না! ওই প্রিয়তম- প্রিয়তমাদের তো এক জন্মের গান। তোমরা সকলেই হলে এক আমি, প্রিয়তমের প্রিয়া। ভক্তি মার্গে এই আমি এক প্রিয়তমাকেই স্মরণ করে এসেছো। এখন আমি বলছি এই অন্তিম জন্ম শুধু পবিত্র হও আর যথার্থ ভাবে স্মরণ করলে আবার স্মরণের দ্বারাই তোমরা পরিত্রাণ পাবে। সত্যযুগে স্মরণ করার প্রয়োজনই থাকে না। দুঃখে সবাই জপ করতে থাকে। এটা হলো নরক। একে তো আর স্বর্গ বলবে না। যারা বড়লোক-ধনী, তারা মনে করে আমাদের জন্য তো এখানেই স্বর্গ। বিমান

ইত্যাদি সব কিছু বৈভব আছে, কতো অন্ধশ্রদ্ধাতে থাকে। গানও করে তুমি মাতা পিতা...কিন্তু কিছু বোঝে না। কোন সুখ ঘনরে প্রাপ্ত হয়েছে - এটা কেউ জানে না। বলে তো আত্মা যে না! তোমরা অর্থাৎ আত্মারা মনে করো আমাদের অপরিমেয় সুখ প্রাপ্ত হবে। ওর নামই হলো স্বর্গ, সুখধাম। স্বর্গ সকলের অনেক মধুরও মনে হয়। তোমরা এখন জানো যে স্বর্গে হীরে-জহরতের কতো মহল ছিলো। ভক্তি মার্গেও কতো অগণিত ধন ছিলো, যে সোমনাথের মন্দির তৈরী করেছিলো। এক-একটি চিত্রের লক্ষ মূল্যের ছিলো। সেই সব কোথায় চলে গেল? কতো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে! মুসলমানরা গিয়ে মসজিদ ইত্যাদিতে লাগিয়েছে, এতো অপরিমেয় ধন ছিলো। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা বাবার দ্বারা আবার স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। আমাদের মহল সোনার হবে। দরজার উপরেও জড়ি লাগানো থাকবে। জৈনদের মন্দিরও এরকম তৈরী করা হয়। এখন হীরে ইত্যাদি তো নেই যে না, যা পূর্বে ছিলো! এখন তোমরা জানো আমরা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিষ্ছি। শিববাবা এসেও থাকেন ভারতেই। ভারতেরই শিব ভগবানের থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। খ্রীস্টানও বলে ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন(স্বর্গ) ছিলো। রাজ্য কে করতো? এটা কারোর জানা নেই। এছাড়া এটা বুঝতে পারে যে ভারত হলো অনেক পুরানো। এটাই তো স্বর্গ ছিলো যে না! বাবাকে বলাও হয় হেভেনলী গড ফাদার অর্থাৎ হেভেন স্থাপন করতে সক্ষম ফাদার। অবশ্যই ফাদার এসে থাকবেন, তাই তো তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারছো। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে স্বর্গের মালিক হও, আবার অর্ধ-কল্প পরে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। চিত্রতে এরকম ক্লীয়ার করে দেখাও যেন লক্ষ বছরের ব্যাপার বুদ্ধি থেকেই বের হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ কোনো এক জন না, এদের ডিনায়েস্টি হলে তো আবার তাদের বাচ্চারা রাজা হবে। রাজা তো অনেক হয় যে না। সমস্ত মালা তৈরী করা আছে। মালাই তো জপ করে যে না! যারা বাবার সাহায্যকারী হয়ে বাবার সার্ভিস করে তাদেরই মালা তৈরী হয়। যারা সম্পূর্ণ ভাবে চক্রতে আসে, পূজ্য পূজারী হয় এই স্বরনিক তাদের। তোমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে ওঠো তো আবার নিজেদের মালাকে বসে পূজা করো। প্রথম মালার উপর হাত লাগিয়ে তারপর মাথা ঠোকে। পরে মালা ঘুরিয়ে জপ করা শুরু করে। তোমরাও সমগ্র চক্র আবর্তন করো তারপর শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। এই রহস্য তোমরাই জানো। মানুষ তো কেউ কারোর নামে আবার কেউ আর কারোর নামে মালা জপে। কিছুই জানে না। এখন তোমাদের মালার সমগ্র জ্ঞান আছে, আর কারোর এই জ্ঞান নেই। খ্রীস্টান কি আর বোঝে যে এটা কার মালা ঘুরিয়ে জপ করা হচ্ছে! এই মালা হলো তাদেরই যারা বাবার সাহায্যকারী হয়ে সার্ভিস করে। এই সময় সবাই হলো পতিত, যারা পবিত্র ছিলো তারা সকলে এখানে আসতে আসতে এখন পতিত হয়েছে, আবার নম্বর অনুযায়ী সকলে যাবে। নম্বর অনুযায়ী আসে, নম্বর অনুযায়ী যায়। কতো বুঝতে পারার মতো ব্যাপার। এটা হলো বৃক্ষ। কতো শাখা-প্রশাখা মঠ পন্থা আছে। এখন এই সমগ্র বৃক্ষ নিঃচিহ্ন হবে, আবারও তোমাদের ফাউন্ডেশন লাগবে। তোমরা হলে প্রজাপিতা ঝাড় এর ফাউন্ডেশন। ওর মধ্যে সূর্য-বংশী চন্দ্রবংশী দুই-ই আছে। সত্যযুগ-ত্রৈতাতে যারা রাজত্ব করার মতো ছিলো, তাদের এখন কোনো ধর্মই নেই, শুধুমাত্র চিত্র আছে। যাদের চিত্র আছে তাদের বায়োগ্রাফী তো জানতেই হবে। বলে দেয় অমুক জিনিস লক্ষ বছরের পুরানো। এখন বাস্তবে পুরানো হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। তার পূর্বে তো অন্য কোনো কিছু তো হতে পারে না। বাকি পুরানো বলতে ২৫০০ বছরের পুরানো জিনিস হবে, খনন করে নীচের থেকে যে সব পাওয়া যায়। ভক্তি মার্গে যারা পূজা করে তারা পুরানো চিত্র বের করে, কারণ আর্থকোয়েকে (ভূমিকম্প) সব মন্দির ইত্যাদি ভেঙে পড়ে আবার নতুন তৈরী হয়। হীরে সোনা ইত্যাদির এতো খনি যা এখন খালি হয়ে গেছে সে সমস্ত আবার ভরাট হয়ে যাবে। এই সব কথা এখন তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে না। বাবা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বুঝিয়েছেন। সত্যযুগে কতো অল্প মানুষ থাকে, পরে আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। আত্মারা সকলেই পরমধাম থেকে আসতে থাকে। আসতে-আসতে বৃক্ষ প্রসারিত হতে থাকে। আবার যখন বৃক্ষ জড়জড়িভূত অবস্থায় আসে তখন বলা হয় রাম গেলো-রাবণ গেলো, যাদের অনেক পরিবার আছে। অনেক ধর্ম আছে যে। আমাদের পরিবার কতো ছোটো। এটা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই পরিবার। সেই কতো রকম ধর্ম, জনসংখ্যা বলে যে না। তারা সব হলো রাবণ সম্প্রদায়। এরা সকলে যাবে। খুব অল্পই থাকবে। রাবণ সম্প্রদায় আবার স্বর্গে আসবে না, সব মুক্তিধামেই থাকবে। এছাড়া তোমরা যা পড়াশুনা করছো তারা নম্বর অনুযায়ী স্বর্গে আসবে। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বুঝেছে সেই নিরাকারী বৃক্ষ কি রকম, এটা মানুষ সৃষ্টির বৃক্ষ। এটা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। পড়াশুনায় মনোযোগ না দিলে পরীক্ষায় ফেল করে যাবে। পড়তে আর পড়াতে থাকলে খুশীও থাকবে। যদি বিকারে পতন হয় তো বাকি এই সব ভুলে যাবে। আত্মা যখন পবিত্র সোনা হয় তখন ওতে ভালো ধারণা হয়। সোনার বাসন হলো পবিত্র গোল্ডেন। যদি কেউ পতিত হয় তো জ্ঞান শুনতে পারে না। এখন তোমরা সামনে বসে আছো, জানো যে গড ফাদার শিববাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়াচ্ছেন। আমরা, আত্মারা এই অরগ্যান্স দ্বারা শুনছি। পড়ানো জন্য বাবা আছেন, এরকম পাঠশালা সমগ্র দুনিয়াতে কোথায় আছে! তিনি হলেন গড ফাদার, টিচারও হন, সলুটরও হন, সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এখন তোমরা বাবার সম্মুখে বসে আছো। সম্মুখে বসে মুরলী শোনার কতো পার্থক্য হয়। যেমন এই টেপ মেশিন বেরিয়েছে, সবার কাছেই একদিন এসে যাবে। বাচ্চাদের সুখের জন্য বাবা এরকম জিনিস তৈরী করেন। এটা

কোনো বড় ব্যাপার নয় যে। এই একজন সুন্দর সম্রাট ছিলেন। প্রথমে সুন্দর ছিলো, এখন কুরূপ হয়ে গেছে, তাই তো শ্যাম সুন্দর বলে। তোমরা জানো আমরা সুন্দর ছিলাম, এখন শ্যাম অর্থাৎ কালো হয়েছি, আবার সুন্দর হবো। শুধু এক জন কেন হবে ? এক জনকেই কি সাপে ছোবল মেরেছে ? সাপ তো মায়াকে বলা হয়। বিকারে যাওয়ার জন্য শ্যাম বর্ণ হয়ে যায়। কতো বোঝার ব্যাপার। অসীম জগতের পিতা বলছেন গৃহস্থলীর মধ্যে থেকেও এই অন্তিম জন্ম আমার জন্য পবিত্র হও। বাচ্চাদের থেকে এই ভিক্ষা চাইছি। কমল ফুলের মতো পবিত্র হও আর আমাকে স্মরণ করো তো এই জন্মও পবিত্র থাকবে আর স্মরণে থাকার জন্য পাস্ট এর বিকর্মও বিনাশ হবে। এটা হলো যোগ অগ্নি, যাতে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ দহ্ন হয়। সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমোতে এলে তো কলা কম হয়ে যায়। খাদ পড়তে থাকে। এখন বাবা বলেন শুধুমাত্র মামেকম্ অর্থাৎ একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। এছাড়া নদীর জলে স্নান করলে কি আর পবিত্র হবে! জলও যে তত্ব। ৫ তত্ব বলা হয়ে থাকে। এই সব নদী কীভাবে পতিত-পাবনী হতে পারে। সব নদী তো সাগর থেকে বের হয়। প্রথমে তো সাগর পতিত-পাবন হওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিজয়মালাতে আসার জন্য বাবার সাহায্যকারী হয়ে সার্ভিস করতে হবে। এক প্রিয়তমার সাথে সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে। একের স্মরণেই থাকতে হবে।

২) নিজের অ্যাকুউরেট এইম-অবজেক্টকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। ডবল অহিংসক হয়ে মানুষকে দেবতা করার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করতে হবে।

বরদান:- আমিহ্ন ভাবে বিদায় দিতে সক্ষম ব্রহ্মা বাবার সমান শ্রেষ্ঠ ত্যাগী ভব*
সম্বন্ধের ত্যাগ, বৈভবের ত্যাগ কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রতিটি কাজে, সংকল্পেও আর সকলকে সামনে রাখার ভাবনা রাখা অর্থাৎ আমিহ্ন ভাবে বিদায় দেওয়া, অন্যকে প্রথমে আপনি করা...এটা হলো শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। একেই বলা হয় আমার ভাবে বিদায় দেওয়া। যেমন ব্রহ্মা বাবা সর্বদা বাচ্চাদেরকে সামনে রেখেছেন। "আমি সামনে থাকবো" এর থেকেও সর্বদা ত্যাগী থেকেছেন। এরকম ত্যাগের কারণে সকলের আগে অর্থাৎ নশ্বর ওয়ানে থাকার ফল প্রাপ্ত করেছেন। তাই ফলো ফাদার।

স্লোগান:- মুহূর্তের মধ্যে কারোর খুঁত বের করে দেওয়া - এটাও হলো দুঃখ দেওয়া।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের ভগবান পড়ান, তোমাদের কাছে আছে জ্ঞান রত্ন, তোমাদের এই রত্নের-ই ব্যবসা করতে হবে, তোমরা এখানে জ্ঞানের শিক্ষা প্রাপ্ত করো, ভক্তির নয়"

প্রশ্ন:- মানুষ ড্রামার কোন্ ওয়ান্ডারফুল ভবিষ্যৎকে ভগবানের লীলা মনে করে তাঁর গুণগান করে ?

উত্তর:- যে মানুষ যেই ইষ্টের প্রতি ভক্তি ভাব রাখে, সেই ইষ্টের সাক্ষাৎকার হলে ভাবে এই সাক্ষাৎকার ভগবান করিয়েছেন কিন্তু সবই হয় ড্রামা অনুযায়ী। এক দিকে ভগবানের গুণগান করে, অন্যদিকে সর্বব্যাপী বলে গ্লানি করে দেয়।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ - বাচ্চাদের এই কথা তো বোঝানো হয়েছে যে মানুষকে বা দেবতাকে ভগবান বলা হয় না। গানও গায় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ, শঙ্কর দেবতায় নমঃ, তারপরে বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ। এই কথাও তোমরা জানো শিবের নিজস্ব দেহ নেই। মূলবতনে অর্থাৎ পরমধামে শিববাবা এবং শালিগ্রাম বাস করে। বাচ্চারা জানে যে আমরা আত্মারা, এখন আমাদের বাবা পড়াচ্ছেন এবং অন্য যেসব সংসঙ্গ গুলি আছে বাস্তবে সেসব কোনও সংসঙ্গ নয়। বাবা বলেন সেসব হল মায়ার সঙ্গ। সেখানে কেউ এমন বুঝবেনা যে আমাদের ভগবান পড়ান। গীতাও শুনবে তো কৃষ্ণ ভগবানুবাচ ভাববে। দিন দিন গীতার অভ্যাস কম হয়ে যাচ্ছে কারণ নিজের ধর্মের কোনো জ্ঞান নেই। কৃষ্ণের সঙ্গে সবার প্রেম রয়েছে, কৃষ্ণকে দোলনায় দোলানো হয়। এখন তোমরা ভাবো আমরা কাকে দোলাবো ? বাচ্চাকে দোলানো হয়, পিতাকে নয়। তোমরা শিববাবাকে দোলাবে ? তিনি শিশু রূপে আসেন না, পুনর্জন্মেও আসেন না। তিনি হলেন বিন্দু স্বরূপ, তাঁকে কিভাবে দোলাবে ? অনেকেরই কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়। কৃষ্ণের মুখে তো সম্পূর্ণ বিশ্ব কারণ বিশ্বের মালিক তিনি হন। সুতরাং এই হল বিশ্ব রূপী মাখন। তারা যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে তাও সৃষ্টি রূপী মাখনের জন্য যুদ্ধ করে। ভাবে আমরা বিজয়ী হব। কৃষ্ণের মুখে মাখনের গোলক দেখানো হয়, এও অনেক রকমের সাক্ষাৎকার। কিন্তু অর্থ কিছু বোঝে না। এখানে তোমাদের সাক্ষাৎকারের অর্থ বোঝানো হয়। মানুষ ভাবে ভগবান আমাদের সাক্ষাৎকার করান। এই কথাও বাবা বোঝান - যাকে স্মরণ করা হয়, ধরো কেউ কৃষ্ণের কঠিনতম ভক্তি করে তো অল্পকালের জন্য তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এইসব ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। এমন বলবে না যে ভগবান সাক্ষাৎকার করান। যে যেরকম ভাব-ভাবনা দিয়ে যার পূজা করে, তার সেই রূপের সাক্ষাৎকার হয়। এইসব ড্রামাতে নির্ধারিত আছে। এই কথা বলে তো ভগবানের সুনাম করা হয় যে ভগবান সাক্ষাৎকার করান। এক দিকে এত সুনাম করে, অন্যদিকে বলে দেয় নুড়ি পাথরে কাঁকড়ে ভগবান আছে। কতখানি অন্ধশ্রদ্ধা নিয়ে ভক্তি করে। ভাবে - শুধু কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়েছে, কৃষ্ণপুরীতে আমরা নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু কৃষ্ণপুরী কোথা থেকে আসবে ? এইসব রহস্য বাবা এখন বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাচ্ছেন। কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। কংস, অকাসুর, বকাসুর, কুন্তকর্ণ, রাবণ এইসব হল অসুরদের নাম। শান্ত্রে কি না কি লেখা আছে।

এই কথাও বোঝাতে হবে যে গুরু দুই প্রকারের হয়। এক হল ভক্তি মার্গের গুরু, যিনি ভক্তি শেখান। এই পিতা তো হলেন জ্ঞানের সাগর, যাঁকে সদগুরু বলা হয়। উনি কখনও ভক্তির শিক্ষা দেন না, জ্ঞান-ই প্রদান করেন। মানুষ তো ভক্তিতে খুব আনন্দ প্রাপ্ত করে, খঞ্জর বাজায়, বেনারসে তোমরা দেখবে সব দেবতাদের মন্দির বানিয়ে দিয়েছে। এই সব হল ভক্তি মার্গের দোকানদারি, ভক্তির ব্যবসা। বাচ্চারা তোমাদের ব্যবসা হল জ্ঞান রত্নের, একেও বিজনেস বলা হয়। বাবাও হলেন রত্নের ব্যবসায়ী। তোমরা জানো এই রত্ন গুলি কি ! এইসব কথা তারা-ই বুঝবে যারা কল্প পূর্বেও বুঝেছে, অন্যরা বুঝবে না। যারা বড় লোকেরা আছে তারাও শেষ সময়ে এসে বুঝবে। কনভার্টও হয়েছে তাইনা। এক রাজা জনকের কাহিনী শোনানো হয়। জনক পরে অনুজনক হয়েছিলেন। যেমন কারো নাম কৃষ্ণ হলে বলা হবে তুমি অনু দৈবী (Divine) কৃষ্ণ হবে। কোথায় সর্ব গুণ সম্পন্ন কৃষ্ণ, কোথায় এই কৃষ্ণ ! কারো নাম লক্ষ্মী এবং এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে গিয়ে মহিমা কীর্তন করে। এ কথা তো বোঝে না যে এঁদের ও আমাদের মধ্যে এত তফাৎ কেন হয়েছে ? এখন তোমরা বাচ্চারা নলেজ পেয়েছ, এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে ? তোমরা-ই ৮৪ জন্ম নেবে। এই চক্রটি অনেক বার পরিক্রমা করেছে। কখনও থামে নি। তোমরা হলে এই নাটকের অভিনেতা। মানুষ এই কথা অবশ্যই বোঝে যে আমরা এই নাটকে পার্ট প্লে করতে এসেছি। যদিও ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা আত্মা, আত্মাদের থাকার স্থান তো হল সবচেয়ে উপরে। সেখানে সূর্য চাঁদের কোনো আলো নেই। এইসব কথা যে বাচ্চারা বুঝবে তারা প্রায় গরিব মানুষ হয় কারণ ভারত সবচেয়ে ধনী ছিল, এখন ভারত সবচেয়ে গরিব হয়েছে। সম্পূর্ণ খেলাটি ভারতকে নিয়ে। ভারতের মতন পবিত্র খন্ড আর অন্য নেই। পবিত্র দুনিয়ায় পবিত্র খন্ড থাকে, এবং অন্য কোনো খন্ড থাকে না। বাবা বুঝিয়েছেন এই সম্পূর্ণ দুনিয়াটি হল অসীম জগতের আইল্যান্ড। যেমন শ্রীলঙ্কা ভূখন্ড আছে জলের মাঝে। দেখানো হয় রাবণ শ্রীলঙ্কা বাসী ছিল। এখন তোমরা বুঝেছ রাবণের রাজত্ব তো সম্পূর্ণ অসীম জগতের লঙ্কার উপরে রয়েছে। এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত। এই হল একটি দ্বীপ। এর উপরেই রাবণের রাজত্ব। এই সব সীতা রাবণের জেলে আছে। তারা তো সীমিত জগতের কাহিনী তৈরি করেছে। যদিও কথাটি হল অসীম জগতের। অসীমের নাটক, তাতে আবার ছোট ছোট নাটক বসে বানিয়েছে। এই বাইস্কোপ ইত্যাদি এখনই তৈরি হয়েছে, তাই বাবার বোঝাতে সহজ হয়। অসীমের সম্পূর্ণ ড্রামা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন অন্য কারো বুদ্ধিতে হতে পারে না। তোমরা জানো যে আমরা হলাম মূলবতন বাসী। দেবতারা হলেন সূক্ষ্মবতন বাসী, তাঁদের ফরিস্তাও বলা হয়। সেখানে হাড় মাংসের খাঁচা থাকে না। এই সূক্ষ্মবতনের পার্টও হল অল্পকালের জন্য। এখন তোমরা আসা যাওয়া করো তখন কখনও যাবে না। তোমরা আত্মারা যখন মূল বতন থেকে আসো তখন সূক্ষ্ম বতন হয়ে আসো না, সোজা চলে আসো। এখন ভায়া সূক্ষ্মবতন হয়ে যাও। এখন সূক্ষ্মবতনের পার্ট আছে। এইসব রহস্য বাচ্চাদের বোঝানো হয়। বাবা জানেন আমি আত্মাদের বোঝাচ্ছি। সাধু-সন্ত ইত্যাদি কেউ এইসব কথা জানেনা। তারা কখনও এমন কথা বলবে না। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন। কর্মেন্দ্রিয় ছাড়া তো কথা হবে না। বলেন আমি এই দেহের আধার নিয়ে তোমাদের অর্থাৎ আত্মারূপী বাচ্চাদের পড়াই। তোমরা আত্মা, তোমাদের দৃষ্টিও বাবার দিকেই যায়। এইসব হল নতুন কথা। নিরাকার পিতা, তাঁর নাম হল শিববাবা। তোমাদের নাম তো হল আত্মা। তোমাদের দেহের নাম পরিবর্তন হয়। মানুষ বলে পরমাত্মা নাম-রূপহীন, কিন্তু নাম তো শিব বলা হয় তাইনা। শিবের পূজাও করে। বোঝে এক, করে আরেক। এখন তোমরা বাবার নাম রূপ দেশ কাল সবই বুঝেছ। তোমরা জানো কোনও জিনিস নাম-রূপ বিহীন হতে পারেনা। এই কথাটিও খুবই সূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা। বাবা বোঝান - গায়নও আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অর্থাৎ মানুষ নর থেকে নারায়ণ হতে পারে। বাবা যখন হেভেনলি গড ফাদার, তবে আমরা তাঁর সন্তানরা স্বর্গের মালিক হলাম। কিন্তু এই কথাও বুঝতে পারেনা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের মুখ্য অবজেক্ট হল এই, নর থেকে নারায়ণ হওয়া। এই হল রাজযোগ তাইনা। অনেকের চতুর্ভূজ দর্শন হয় সাক্ষাৎকারে, তাতে প্রমাণিত হয় আমরা-ই বিষ্ণুপুরীর মালিক হব। তোমরা জানো - স্বর্গেও লক্ষ্মী-নারায়ণের তথতের পিছনে বিষ্ণুর চিত্র রাখা হয় অর্থাৎ বিষ্ণুপুরী তে এদের রাজ্য থাকে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিষ্ণুপুরীর মালিক। ওই হল কৃষ্ণপুরী, এই হল কংসপুরী। ড্রামানুয়ালী এই নামও রাখা হয়েছে। বাবা বোঝান আমার স্বরূপ খুবই সূক্ষ্ম। কেউ জানতে পারেনা। তারা বলে আত্মা এক নক্ষত্র স্বরূপ কিন্তু লিঙ্গ রূপ বানিয়ে দেয়। তা নাহলে পূজো করবে কিভাবে। রুদ্র যন্ত্রের আয়োজন করে অঙ্গুষ্ঠ সম শালিগ্রামের রচনা করে। অন্যদিকে আত্মাকে আজব নক্ষত্র বলে দেয়। আত্মাকে চোখে দেখার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কেউ দেখতে চোখে পারে না। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দকেও দেখানো হয়, তাইনা, সে দেখলো আত্মা তার থেকে বেরিয়ে আমার মধ্যে সমাহিত হল। এবারে কার সাক্ষাৎকার হয়েছিল তার ? আত্মা ও পরমাত্মার রূপ তো একই। বিন্দু রূপ দেখেও কিছু বুঝতে পারে না। আত্মার সাক্ষাৎকার তো কেউ চায় না। চাহিদা থাকে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হোক। সে বসেছিল গুরুর কাছে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে। শুধু বলে দিয়েছে জ্যোতি ছিল যা আমার মধ্যে সমাহিত হয়েছে। তাতেই সে খুব খুশী হয়েছিল। সে ভাবলো এইটাই হল পরমাত্মার রূপ। গুরুর প্রতি ভক্তি ভাব থাকে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের আশায়। কিছুই বোঝে না। তাহলে ভক্তি মার্গে কে বোঝাবে ? এখন বাবা বসে বোঝান - যে যেরকম রূপে ভক্তি ভাব রাখে, যা রূপ দেখে থাকে, সেই রূপের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। যেমন গণেশের পূজো যে করে তো তার চৈতন্য রূপের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। তা নাহলে দূট নিশ্চয় হবে কিভাবে ? তেজোময় রূপ দেখে ভাবে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে। তাতেই খুশী হয়। এই সব হল ভক্তি মার্গ, অবরোহন কলা। প্রথম জন্ম ভালো হয় তারপরে কমে কমে অন্ত সময় এসে যায়। বাচ্চারা-ই এই কথা গুলো বুঝতে পারে, যাদের কল্প পূর্বে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল তাদেরকেই আবার বোঝাচ্ছি। কল্প পূর্বের আত্মারাই আসবে, বাকি অন্যদের তো ধর্মই আলাদা। বাবা বোঝান এক একটি চিত্রে ভগবানুবাচ লিখে দাও। খুব যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হয়। ভগবানুবাচ আছে তাইনা - যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডব কি কি করে গেছে, সেসবেরই এই চিত্র। জিজ্ঞাসা করো - তোমরা নিজের পিতাকে কি জানো ? যদি না জানো তাহলে এর অর্থ হল প্রীত নেই, বিপরীত বুদ্ধিধারী। বাবার সঙ্গে প্রীত না থাকলে বিনাশ হবে। প্রীত বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সত্যমেব জয়তে - এর অর্থও সঠিক। বাবার স্মরণ না থাকলে বিজয় লাভ করতে পারবে না।

এখন তোমরা প্রমাণ করে বলো - গীতা শিব ভগবান শুনিয়েছিলেন। তিনি রাজযোগ শিখিয়ে ছিলেন, ব্রহ্মা দ্বারা। তারা তো কৃষ্ণ ভগবানের গীতা নিয়ে শপথ নেয়। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত - কৃষ্ণকে হাজির ভাবা উচিত নাকি ভগবানকে

? বলা হয় ভগবানকে হাজির ভেবে সত্যি কথা বলা। ভুল হয়ে গেল কিনা। অতএব শপথ নেওয়া মিথ্যা হয়ে গেল। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের গুপ্ত নেশা থাকা উচিত। নেশায় মত্ত হয়ে বোঝালে সফল হবে। তোমাদের এই পড়াশোনা হল গুপ্ত, যিনি পড়াচ্ছেন তিনিও গুপ্ত। তোমরা জানো আমরা নতুন দুনিয়ায় গিয়ে এই স্বরূপ ধারণ করবো। নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় মহাভারতের যুদ্ধের পরে। বাচ্চারা এখন নলেজ পেয়েছে। তাও নম্বর অনুসারে ধারণ করে। যোগেও নম্বর অনুযায়ী হয়। এই চেকিং-ও করা উচিত যে আমরা কতক্ষণ স্মরণে থাকি ? বাবা বলেন এখন তোমাদের এই পুরুষার্থ ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য হয়ে যাবে। এখন ফেল হলে কল্প-কল্পান্তর ফেল হতে থাকবে, উঁচু পদ মর্যাদা পাবে না। পুরুষার্থ করা উচিত উঁচু পদ প্রাপ্তির। এমনও অনেক সেন্টার্সে আসে যারা বিকারে যেতে থাকে তবুও সেন্টারে আসতে থাকে। ভাবে ঈশ্বর তো সব কিছু দেখেন, জানেন। বাবার কি প্রয়োজন যে বসে এইসব দেখবেন। তোমরা মিথ্যা কথা বলবে, বিকর্ম করবে তো নিজেরই ক্ষতি করবে। এই কথা তো তোমরাও বুঝতে পারো, বিকারগ্রস্ত হলে উঁচু পদ মর্যাদা লাভ হবে না। অতএব বাবা জানলেও কথা তো একই হল। তাঁর কি বা দরকার পড়েছে ? নিজের অনুশোচনা হওয়া উচিত - আমি এমন কর্ম করলে দুর্গতিতে যাব। বাবা কেন বলবেন ? হ্যাঁ, ড্রামাতে আছে তাই বলে দেন। বাবার থেকে লুকানো অর্থাৎ নিজের সর্বনাশ করা। পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণে করতে হবে, তোমাদের এই চিন্তা থাকা উচিত যে আমরা যেন ভালো রীতি পড়াশোনা করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করি। কে মৃত কে জীবিত, সেসব নিয়ে চিন্তা নয়। চিন্তা যেন থাকে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি কিভাবে ? অতএব কাউকেও খুব ছোট করে বোঝাতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) গুপ্ত নেশায় থেকে সার্ভিস করতে হবে। এমন কোনও কর্ম করবে না যার ফলে অনুশোচনা হয়। নিজের চেকিং করতে হবে আমরা কতক্ষণ স্মরণে থাকি ?

২) সর্বদা এই চিন্তা যেন থাকে আমরা ভালো ভাবে পড়াশোনা করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করব। কোনোরকম বিকর্ম করে, মিথ্যা কথা বলে নিজের ক্ষতি করবে না।

বরদানঃ- বিশেষত্বের দান দ্বারা মহান হয়ে ওঠা মহাদানী ভব*

ব্যাখা: জ্ঞান দান তো সবাই করে, কিন্তু তোমরা হলে বিশেষ আত্মা, তোমাদের নিজের বিশেষত্বের দান করতে হবে। তোমাদের কাছে যারাই আসবে তোমাদের দ্বারা তার যেন বাবার স্নেহ অনুভব হয়, তোমাদের মুখমন্ডল দ্বারা যেন বাবার চিত্র এবং আচার-আচরণে দ্বারা বাবার চরিত্র দর্শন করাতে হবে । তোমাদের বিশেষত্ব দেখে তারা যেন বিশেষ আত্মা হওয়ার প্রেরণা প্রাপ্ত করে, এমন মহাদানী হও, তাহলে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, পূজ্য স্বরূপেও এবং পূজারী স্বরূপেও মহান হয়ে থাকবে।

স্লোগানঃ- সদা আত্ম অভিমানী হয়ে থাকে যে, সে-ই হল সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ।*

পুরানো সংসার এবং পুরানো সংস্কার বিস্মৃত হওয়ার উপায়

বাপদাদা সব *নিশ্চয়বুদ্ধি বাস্তব প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ জীবনের স্বরূপ* দেখছেন। নিশ্চয়বুদ্ধির বিশেষত্ব সবাই শুনেছে। এইরকম বিশেষত্ব সম্পন্ন নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন এই ব্রাহ্মণ জীবনে বা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী জীবনে সদা নিশ্চয়ের উদাহরণ হবে এবং তারা তুরীয় আনন্দে থাকবে। আধ্যাত্ম-নেশা নিশ্চয়ের দর্পণ স্বরূপ। নিশ্চয় শুধু বুদ্ধিতে স্মৃতি রূপে নয়, বরং প্রতি পদে আধ্যাত্মিক নেশারূপে, কর্ম দ্বারা প্রত্যক্ষ স্বরূপে নিজেকে তোমরা অনুভব কর এবং অন্যেরাও করবে, কারণ এটা স্ত্রী আনন্দ যোগী জীবন। এটা শুধুই শোনা বা বলার জন্য নয়, জীবন গঠনের জন্য। জীবনে স্মৃতি অর্থাৎ সঙ্কল্প, বোল, কর্ম, সম্বন্ধ অঙ্গীভূত হয়। নিশ্চয়বুদ্ধি অর্থাৎ তুরীয় আনন্দের জীবন। যে আত্মারা এইরকম আধ্যাত্মিক নেশায় থাকে তাদের প্রতিটা সঙ্কল্প সদা তুরীয় অবস্থায় সম্পন্ন হবে। সঙ্কল্প, কর্ম, বোল এই তিনের মাধ্যমে নিশ্চয়ের নেশা অনুভব হবে। যেমন নেশা ঠিক তেমনই খুশির ঝলক তোমাদের চেহারা এবং আচার-আচরণে প্রত্যক্ষীভূত হবে। নিশ্চয়ের প্রমাণ তুরীয় আনন্দ আর তুরীয় আনন্দের প্রমাণ অপার খুশি। এই তুরীয় অবস্থা কতো রকম হয় সেই পরিসর অনেক বড়। যতই হোক, সার রূপে প্রথম নেশা অশরীরী, আত্মিক স্বরূপ। এই বিষয়ে বিশদে জানো তোমরা? আত্মা তো সবাই কিন্তু তুরীয় অবস্থা তখনই অনুভব হয় যখন তোমার এই স্মৃতি থাকে যে *"আমি কোন্ আত্মা!"* নিজেদের মধ্যে এই তুরীয় অবস্থা বা নেশার বিষয়ে বিস্মৃত আলোচনা করো বা নিজেই তার মনন করো।

দ্বিতীয় নেশার বিশেষ রূপ সঙ্গমযুগের অলৌকিক জীবন। এই জীবনেও তোমাদের জীবন কি ধরনের তার বিশদ বিবরণ সম্বন্ধে ভাবো। সুতরাং, প্রথম নেশা আত্মিক স্বরূপের, দ্বিতীয় নেশা অলৌকিক জীবনের, তৃতীয় ফরিস্তা ভাবের নেশা। তোমাদের ফরিস্তা কেন বলা হবে, সেটাও স্পষ্ট করো। চতুর্থ হল ভবিষ্যতের নেশা। এই চার রকম অলৌকিক নেশার মধ্যে কোনও নেশা যদি জীবনে থাকে স্বতঃই খুশিতে নাচতে থাকবে। তোমার নিশ্চয় আছে অথচ খুশি নেই, এর কারণ কি? এর কারণ তোমার সেই নেশা নেই। নেশা সহজেই পুরানো সংসার আর পুরানো সংস্কার ভুলিয়ে দেয়। এই দুই বিষয়ই পুরুষার্থী জীবনে বিশেষ বিঘ্নরূপ, হয় পুরানো সংসার না হয় পুরানো সংস্কার। সংসারে দেহের সম্বন্ধ আর দেহের পদার্থ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। সেইসঙ্গে সংসারের থেকেও পুরানো সংস্কার অধিক বিঘ্নরূপ। সংসার ভুলে যেতে পারে কিন্তু সংস্কার ভুলতে পারা যায় না। সুতরাং সংস্কার পরিবর্তন করার সাধন এই চার রকম তুরীয় অবস্থার যে কোনও অবস্থা সাকার স্বরূপে থাকা। শুধু সঙ্কল্প স্বরূপে নয়। সাকার স্বরূপে হওয়ায় কখনও বিঘ্নরূপ হবে না। এখনও পর্যন্ত সংস্কার পরিবর্তন না হওয়ার এটাই কারণ। এই নেশাকে সঙ্কল্প রূপে অর্থাৎ নলেজ রূপে বুদ্ধিতে ধারণ করার জন্য কখনও কোনো পুরানো সংস্কার ইমার্জ হলে তোমরা এই ভাষা বোলো - 'আমি সব বুঝি', তোমরা বুঝতে পার যে তোমাদের পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সেটা শুধু বুঝতে পারা অবধি নয়, তা' কর্মে হতে হবে অর্থাৎ তোমাদের বাস্তব জীবনে হতে হবে। জীবনে পরিবর্তন যেন তোমাদের অনুভব হয়। একেই বলে, সাকার স্বরূপে হওয়া। এখন শুধু পয়েন্টস রূপে ভাববার এবং সেই সম্বন্ধে বর্ণন অবধি আছে। যাই হোক, যখন প্রতিটা কর্মে, সম্পর্কে পরিবর্তন প্রতীয়মান হয়, তাকে বলে, সাকার রূপে অলৌকিক নেশা। এখন সব নেশা তোমাদের জীবনে সংযোজন কর। যে কেউই তোমাদের ললাটের দিকে দেখলে তাদের আধ্যাত্মিক নেশার বৃত্তি তোমাদের ললাট থেকে অনুভূত হতে দাও। কেউ তা' বর্ণন করলেও বা না করলেও কিন্তু এই বৃত্তিই বায়ুমন্ডলে এবং ভাইব্রেশনে ছড়িয়ে যায়। তোমাদের বৃত্তি যেন অন্যদেরও খুশির বায়ুমন্ডলে খুশির ভাইব্রেশন অনুভব করায়, একে বলা হয়, তুরীয়ানন্দে স্থিত হওয়া। ঠিক একইভাবে, তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা, মুখের হাসি এবং মুখের বোল দ্বারা আধ্যাত্ম নেশা সাকার রূপে অনুভূত হতে দাও। শুধুমাত্র তখনই বলা হবে যারা তুরীয়ানন্দে থাকে তারা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন। তোমাদের এতে অবশ্যই গুপ্ত থাকা উচিত নয়। এতে কেউ কেউ চাতুরী করে বলে যে তারা গুপ্ত থাকছে। কথায় যেমন বলে, সূর্যকে কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। ঘন মেঘাচ্ছন্ন হলেও সূর্য নিজের আলো দিয়ে যাবে। সূর্য সরে যায় নাকি মেঘ সরে যায়? মেঘ আসে আবার সরেও যায়, কিন্তু সূর্য তার আলোক স্বরূপে স্থিত থাকে। ঠিক একইভাবে যারা আধ্যাত্মিক নেশায় থাকে তারাও তাদের আধ্যাত্মিক ঝলকে লুকিয়ে থাকতে পারে না। তাদের আধ্যাত্মিক নেশার ঝলক প্রত্যক্ষ রূপে অবশ্যই অনুভব হয়। তাদের ভাইব্রেশন নিজে থেকেই অন্যদের আকর্ষণ করে। যারা আধ্যাত্মিক নেশায় থাকে তাদের ভাইব্রেশন তাদের নিজেদের এবং অন্যদের জন্যও সুরক্ষিত ছত্রছায়া কার্য করে। সুতরাং তোমাদের এখন কি করতে হবে? অভ্যাসে পরিণত কর। নলেজের হিসেবে, তোমরা নলেজফুল হয়ে গেছ। কিন্তু নলেজকে তোমাদের সাকার জীবনে রেখে নলেজফুল হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের তোমরা সাকসেসফুল, রিসফুল অনুভব

করবে। আচ্ছা বাবা তোমাদের অন্য কোনও সময় শোনাবেন কারও সাকসেসফুল আর ব্লিসফুল স্বরূপ কী !

আজ তো আধ্যাত্মিক নেশার বিষয়ে শোনাচ্ছেন। এই তুরীয়ানন্দ যেন সকলের অনুভব হয়। এই চার প্রকার তুরীয় অবস্থার মধ্যে থেকে একটা ভাবকে বিভিন্নভাবে ইউজ কর। এই নেশা জীবনে যত অনুভব করবে, ততই সदा সকলে উদ্বিগ্নমুক্ত নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে যাবে। সবাই তোমাদের নিশ্চিন্ত বাদশাহ রূপে দেখবে। সুতরাং, এখন এই ব্যাখ্যান স্পষ্ট কর এবং প্র্যাক্টিসে সংযোজন কর। যেখানে খুশি থাকে সেখানে মায়া কোনও জারিজুরি খাটাতে পারে না। নিশ্চিন্ত বাদশাহর বাদশাহীর গুণীর মধ্যে মায়া আসতে পারে না। সে আসে আর তোমরা তাকে বিভাডন কর, আবার আসে আর আবারও সে বিভাডিত হয়। কখনো দেহের রূপে আসে, কখনো দেহ-সম্বন্ধের রূপে আসে। একেই বলে, মায়া কখনও হাতি হয়ে আসে, কখনো বিড়াল হয়ে আবার কখনো ইঁদুর হয়ে আসে। কখনো ইঁদুর তাড়াও আর কখনো বিড়াল তাড়াও। এই তাড়ানোর কার্যেই তোমাদের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, সেইজন্য সदा তুরীয়ানন্দে থাক। প্রথমে নিজেকে প্রত্যক্ষ কর, তারপরে তোমরা বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে। কারণ তোমাদের মধ্য দিয়েই বাবা প্রত্যক্ষগোচর হতে হবে। আচ্ছা -

যারা সदा নিজের দ্বারা সর্বশক্তিমানকে প্রত্যক্ষ করে, সदा নিজেদের সাকার জীবনের দর্পণে আধ্যাত্মিক নেশার বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ করে, সदा নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে মায়াকে বিদায় জানায়, সदा নলেজকে কার্যকর করে তোলে, এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি যে বাচ্চারা তুরীয়ানন্দে থাকে, সदा খুশির দোলায় দোলে, সেই শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

সেবাধারী (টিচার) বোনেদের সাথে :- সেবাধারী অর্থাৎ যারা নিজেদের শক্তির দ্বারা অন্যদেরও শক্তিশালী তৈরি করে। সেবাধারীর বাস্তবিক বিশেষত্ব এটাই। যারা নির্বল তাদের বল (শক্তি) দ্বারা পূর্ণ করার নিমিত্ত হওয়াই প্রকৃত সেবা। এইরকম সেবার পার্ট প্লে করার অর্থ হিরো পার্ট প্লে করা। তাহলে, হিরো পার্টধারী, তোমরা কতো নেশায় থাক? সেবার পার্ট দ্বারা যত চাও তোমাদের নম্বর বাড়িয়ে নিতে পার, কারণ সেবা অগ্রচালিত হওয়ার সাধন। সেবায় বিজি থাকলে নিজে থেকেই বাদবাকি সব থেকে সরে যায়। প্রতিটা সেবাস্থান একটা স্টেজ, যে স্টেজে প্রত্যেক আত্মা নিজের পার্ট প্লে করছে। সাধন তো অনেক আছে, কিন্তু সাধন সदा শক্তিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। যদি বিনা শক্তির সাধন তোমরা ইউজ কর, তাহলে সেবাতে যে রেজাল্ট বেরনো উচিত তা বের হয় না। পুরানো দিনের যোদ্ধারা সदा তাদের অস্ত্রশস্ত্র দেবতাদের সামনে অর্পণ করে সেগুলো শক্তিপূর্ণ করে তারপরে ইউজ করত। সুতরাং তোমরা সবাইই কোনও সাধন যখন ইউজ কর, তখন ইউজ করার আগে তা বিধিপূর্বক কার্যে ইউজ করো? যে সাধন তোমরা এখন ইউজ কর তার প্রতি লোকজন অল্প সময়ের জন্য আকৃষ্ট হয়। সদাকালের জন্য প্রভাবিত হয় না, কারণ এত শক্তিশালী আত্মারা যে শক্তি দিয়ে পরিবর্তন করে দেখাবে, তারা সবাই নম্বরানুক্রমিক। সেবা তোমরা সবাই কর; তোমরা টিচার নামে অভিহিত। তোমরা সেবাধারী নাকি টিচার, কিন্তু সেবাতে প্রভেদ কি? একই প্রোগ্রাম কর, প্ল্যানও একই রকম কর। তোমাদের রীতি-রেওয়াজও এক রকম। তবুও সফলতার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে যায়, এর কারণ কি? শক্তির অভাব। সুতরাং শক্তি দিয়ে সাধনসমূহ পূর্ণ কর। উদাহরণস্বরূপ, তরোয়ালে যদি তীক্ষ্ণতা না থাকে তাহলে সেই তরোয়াল তরোয়ালের কাজ করবে না। সাধন হলো সেইরকমই তরোয়াল, কিন্তু তাতে শক্তির তীব্রতা প্রয়োজন। যে যত বেশি শক্তিতে নিজে পূর্ণ হবে, সেবাতে নিজে থেকেই ততই সফলতা লাভ করবে। সুতরাং শক্তিশালী সেবাধারী হও। সदा বিধি দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, এটাও কোন বড় বিষয় নয়, কিন্তু যাতে শক্তিশালী আত্মাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় সেইদিকে তোমাদের অবশ্যই বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে। কোয়ালিটি বের কর। আরও বেশি কোয়ালিটি আসবে। কোয়ালিটির প্রতি অ্যাটেনশন দাও। কোয়ালিটি অনুযায়ীই তোমরা নম্বর লাভ করবে, কোয়ালিটি নয়। কোয়ালিটির এক আত্মা একশ কোয়ালিটির সমান।

কুমারদের সাথে:- কুমার, তোমরা কি চমৎকার (কামাল) করো? হট্টগোলের কারণ তোমরা তো হও না, তাই না! চমৎকার দেখানোর জন্য শক্তিশালী হও আর অন্যদের শক্তিশালী বানাও। শক্তিশালী হওয়ার জন্য নিজেদের "মাস্টার সর্বশক্তিমানের" টাইটেল সदा স্মৃতিতে রাখ। যেখানে শক্তি হবে, তোমরা মাযার থেকে মুক্ত হবে। নিজেদের প্রতি তোমরা যতটা অ্যাটেনশন দেবে সেবাতেও ততোটাই অ্যাটেনশন দিতে সমর্থ হবে। যদি নিজের প্রতি অ্যাটেনশন না থাকে তাহলে সেবাতে কোনও শক্তি হবে না। সেইজন্য নিজেকে সदा সফলতা স্বরূপ বানাতে শক্তিশালী অভ্যাসের সাধন বানানো প্রয়োজন। এমন কোনও বিশেষ প্রোগ্রাম বানাও, যার মাধ্যমে প্রোগ্রেস হতে থাকে। যখন প্রথম প্রোগ্রাম স্ব-উন্নতির জন্য হবে, সেবা তখন সহজ আর সফল হবে। কুমার জীবন ভাগ্যবান জীবন, কারণ অনেক বন্ধন থেকে তোমরা রক্ষা পেয়েছ। নয়তো, গার্হস্থ্য জীবনে কতো বন্ধন! তাহলে তোমরা যারা এমন ভাগ্যবান আত্মা, কখনো নিজের ভাগ্যকে ভুলে যাও না তো! সदा নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা মনে করে অন্যদেরও ভাগ্যেরথা টেনে আনো। যারা বন্ধনমুক্ত তারা নিজে থেকেই

উড়তি কলা দ্বারা নিরন্তর এগিয়ে যায়, সেইজন্য কুমার আর কুমারী জীবন বাপদাদার সদা প্রিয়। গার্হস্থ্য জীবন বন্ধনযুক্ত আর কুমারী জীবন বন্ধনমুক্ত। সুতরাং নির্বন্ধন আত্মা হয়ে অন্যদেরও নির্বন্ধন বানাও। কুমার অর্থাৎ যারা সদা সেবা আর স্মরণের ব্যালেন্স বজায় রাখে। যদি তোমাদের এই ব্যালেন্স থাকে, তবে তোমরা সদা উড়তি কলাতে। যারা ব্যালেন্স রাখতে জানে তারা কখনও কোনও পরিস্থিতিতে চঞ্চল হবে না।

অধর কুমারদের সাথে :- সবাই তোমরা নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়ে সেবা কর, তাই না ! সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ প্রমাণ -

তোমাদের জীবনের পরিবর্তন। লোকে অনেক শ্রোতা বক্তা দেখেছে। এখন তারা দেখতে চায়, শুনতে চায় না। সুতরাং তোমরা যখনই কোন কর্ম কর, তখন এই লক্ষ্য রাখ, যে কর্ম আমরা করছি তাতে এমন

পরিবর্তন হোক যা দেখে অন্যদেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। এর থেকে তোমরা নিজেরাও সন্তুষ্ট আর খুশিতে থাকবে এবং অন্যেরও কল্যাণ করবে। অতএব, সব কর্ম সেবার্থে কর। যদি এই স্মৃতি থাকে যে তোমার সব কর্ম সেবার্থে, তখন নিজে থেকেই তোমরা শ্রেষ্ঠ কর্ম করবে। *মনে রাখো - স্ব-পরিবর্তন দ্বারা অন্যদের পরিবর্তন করতে হবে। এই সেবা সহজ আর শ্রেষ্ঠ। মুখে কথায় ভাষণ দেওয়া আর তোমাদের জীবন দ্বারা ভাষণ অর্থাৎ জীবনের গঠন-শৈলী, যাকে বলে সেবাধারী। সদা নিজের দৃষ্টি দ্বারা অন্যদের দৃষ্টি পরিবর্তনের সেবাধারী। দৃষ্টি যত অধিক শক্তিশালী হবে অনেকের পরিবর্তন ততোধিক করতে পারবে। সদা দৃষ্টি আর শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা অন্যের সেবা করার নিমিত্ত হও।

২) কি ছিলে আর কি হয়েছ, এটা সদা তোমাদের স্মৃতিতে থাকে ! এই স্মৃতি থাকলে কখনও কোনও পুরানো সংস্কার ইমার্জ হতে পারে না। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতে তোমরা কি হতে যাচ্ছ সেটাও স্মরণে রাখ, তখন তোমাদের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে তোমরা খুশিতে থাকবে আর খুশিতে থাকায় এগিয়ে যেতে থাকবে। বর্তমান আর ভবিষ্যতের দুনিয়া শ্রেষ্ঠ, সুতরাং শ্রেষ্ঠ দুনিয়ার সামনে দুঃখদায়ী দুনিয়ার অস্তিত্ব স্মরণেই আসবে না। নিজেদের এই অসীম জগতের পরিবার দেখে তোমরা সদা খুশি থাকবে। এমনকি তোমরা স্বপ্নেও ভাবনি যে তোমাদের এমন ভাগ্যবান পরিবার প্রাপ্ত হবে। যেমনই হোক, তোমরা এখন সাকারে দেখছ এবং অনুভব করছ। এমন পরিবার যা একমতে সম্মত, এত বড় পরিবার সারা কল্পে এখনই দৃশ্যগোচর হয়। সত্যযুগেও ছোট পরিবার হবে। সুতরাং বাপদাদা এবং পরিবার দেখে তোমরা খুশি হও, তাই না ! এই পরিবারকে ভালোবাস তোমরা ? কারণ এখানে তো স্বার্থ ভাব নেই ! যারা এমন পরিবারের হয়, ভবিষ্যতেও তারা একে অপরের কাছাকাছি হবে। সদা এই ঈশ্বরীয় পরিবারের বিশেষত্ব দেখতে দেখতে অগ্রচালিত হও।

কুমারীদের সাথে:- কুমারীরা, সবাই তোমরা নিজেদের বিশ্ব কল্যাণকারী মনে করে অগ্রচালিত হচ্ছ ? এই স্মৃতি তোমাদের সদা সমর্থ বানায়।

- কুমারী জীবন শক্তিশালী জীবন।
- কুমারীরা নিজেরা শক্তিশালী হয়ে অন্যদের শক্তিশালী বানায়।
- সদাৰ্দার জন্য তোমরা ব্যর্থকে সমাপ্ত কর।
- কুমারী জীবনের ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে এগিয়ে চলো।
- সঙ্গমে এটাও বড় ভাগ্য, তোমরা কুমারী হয়েছ।
- কুমারী তার নিজের জীবন দ্বারা অন্যদের জীবন তৈরি করে।
- কুমারী সদা বাবার সাথে থাকে।

- কুমারী সদা নিজেকে শক্তিশালী অনুভব করে অন্যকেও শক্তিশালী বানায়।
- কুমারী সদা শ্রেষ্ঠ এক বাবার, দ্বিতীয় কারও নয়।
- কুমারী এমনই তুরীয়ানন্দে প্রতিটা পদক্ষেপ সামনের দিকে বাড়ায়।

সুতরাং, তোমরা এমনই কুমারী, তাই না !

প্রশ্ন:- কোন্ বিশেষত্ব বা গুণ দ্বারা তোমরা সর্বপ্রিয় হতে পার ?

উত্তর:- পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার গুণ এবং নিঃসঙ্কল্প থাকার বিশেষত্ব দ্বারা তোমরা সর্বপ্রিয় হতে পার, স্নেহাৰ্দ্ৰ ভাব দ্বারা সকলের হৃদয়ের ভালোবাসা তোমাদের আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়ে যায়। এই বিশেষত্বের মাধ্যমে তোমরা সফলতা প্রাপ্ত করতে পার।

বরদান:- সমস্ত সমস্যার বিদায় সমারোহ উদযাপন করে সমাধান স্বরূপ ভব*

সমাধান স্বরূপ আত্মাদের মালা তখনই তৈরি হবে যখন তোমরা নিজের সম্পূর্ণ স্থিতিতে স্থিত হবে। সম্পূর্ণ স্থিতিতে সমস্যা গুলোকে শৈশবের খেলা বলে অনুভব হয় অর্থাৎ সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যায়। যেমন ব্রহ্মাবাবার সামনে যদি কোনো বাচ্চা সমস্যা নিয়ে আসত তো সমস্যার বিষয়ে বলার সাহসও হত না, সেই বিষয় সে ভুলে যেত। ঠিক একইভাবে, বাচ্চারা তোমাদের সবাইকে সমাধান স্বরূপ হতে হবে আর তবেই তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য সমস্ত সমস্যার বিদায় সমারোহ উদযাপন করতে পারবে। বিশ্বের সমুদয় সমস্যার সমাধানই পরিবর্তন।

স্লোগান:- যারা সদাসর্বদা জ্ঞান মন্থন করে তারা মায়ার আকর্ষণ থেকে সুরক্ষিত থাকে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে অতি বড় জহরী, তোমাদেরকেই অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন প্রদান করে সকলকে বিওশালী করতে হবে"

প্রশ্ন:- নিজের জীবনকে হীরে-তুল্য বানানোর জন্য কোন্ বিষয়ে (কথায়) অত্যধিক সুরক্ষা চাই?

উত্তর:- সঙ্গের। বাচ্চাদের তাদের সঙ্গ করা উচিত যারা ভালভাবে (জ্ঞান) বর্ষণ করে। যারা বর্ষণ করে না, তাদের সাথে সঙ্গ রেখে লাভ কি? সঙ্গদোষ ভীষণভাবে লেগে যায়। কেউ কারোর সঙ্গে থেকে হীরে-তুল্য হয়ে যায়, কেউ আবার কারোর সঙ্গে থেকে মাটির ঢেলা হয়ে যায়। যে জ্ঞানী হবে সে নিজের মতন অন্যদেরকেও তৈরী করবে। সঙ্গের (দোষ) থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টি, সম্পূর্ণ ড্রামা ভালভাবে স্মরণে রয়েছে। এর পার্থক্যও বুদ্ধিতে রয়েছে। এই সবই বুদ্ধিতে পাকাপাকিভাবে থাকা উচিত যে, সত্যযুগে সকলেই শ্রেষ্ঠাচারী, নির্বিকারী, পবিত্র, সমৃদ্ধশালী ছিল। এখন দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী, বিকারী, অপবিত্র, দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছ। তোমরা এখন ওই পারে(সত্যযুগে) যাচ্ছে। যেমন নদী আর সাগর যেখানে মিলিত হয়, তাকে সঙ্গম বলা হয়। একদিকে মিষ্টি জল, একদিকে নোনতা জল। এখন এও এক সঙ্গম। তোমরা জানো যে, অবশ্যই সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, পুনরায় এভাবেই চক্র আবর্তিত হয়। এখন হলো সঙ্গম। কলিযুগের শেষে সকলেই দুঃখী, একে জঙ্গল বলা হয়। সত্যযুগকে বাগিচা বলা হয়। এখন তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিনত হচ্ছে। বাচ্চারা, এই স্মৃতি তোমাদের থাকা উচিত। আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার (বর্সা) নিচ্ছি। একথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। ৮৪ জন্মের কাহিনী একদমই সাধারণ। তোমরা জানো -- এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধি এই তথ্যে পরিপুষ্ট যে, আমরা এখন সত্যযুগী বাগিচায় যাচ্ছি। এখন আমাদের জন্ম এই মৃত্যুলোকে আর হবে না। আমাদের জন্ম হবে অমরলোকে। শিববাবাকে অমরনাথ বলা হয়। তিনি আমাদের অমর কাহিনী শোনাচ্ছেন। ওখানে আমরা শরীরে থেকেও অমর (দেহ-অভিমানরহিত) থাকবো। আমরা (সেখানে) নিজেদের খুশী অনুযায়ী শরীর পরিত্যাগ করবো, তাকে মৃত্যুলোক বলা হয় না। তোমরা কাউকে বোঝালে তারা বুঝবে যে -- অবশ্যই এদের মধ্যে জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। সৃষ্টির আদি এবং অন্ত তো আছে, তাই না। ছোট বাচ্চাও যুবক এবং বৃদ্ধ হয়, পরে তার মৃত্যু হয়ে যায়, পুনরায় শিশু হিসেবে জন্ম নেয়। সৃষ্টিও নতুন হয়, পরে কোয়ার্টার (পৌনে) পুরানো, অর্ধেক পুরানো, তারপর সম্পূর্ণ পুরানো হয়ে যায়। পুনরায় নতুন হবে। এসব কথা আর কোন (এক-দুজনকে) কাউকে শোনাতে পারবে না। এরকমভাবে চর্চা আর কেউ করতে পারবে না। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা ব্যতীত অন্য আর কেউই আধ্যাত্মিক নলেজ পেতে পারে না। ব্রাহ্মণ বর্ণে(কুলে) যখন আসবে তখন শুনবে। এই জ্ঞান শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরাই জানে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে হয়। কেউ যথার্থভাবে শোনাতে পারে, কেউ শোনাতে পারে না, তাই তাদের কিছু প্রাপ্তি হয় না। দেখবে, জহরীদের মধ্যেও কারোর কাছে কোটি-কোটি সম্পদ থাকে, আবার কারোর কাছে ১০ হাজারের সম্পত্তিও থাকে না। তোমাদের মধ্যেও এমন-এমন রয়েছে। দেখো, ইনি জনক, অতি সুদক্ষ জহরী(রত্নব্যবসায়ী)। এনার কাছে মূল্যবান রত্ন রয়েছে। কাউকে তা দান করে অতি ধনবান করে দিতে পারে। কেউ ক্ষুদ্র রত্ন-ব্যবসায়ী, বেশী কাউকে দিতে পারে না তাই তার পদও কম হয়ে যায়। তোমরাও সকলেই হলে জহরী, এ হলো অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের জহরত। যার কাছে ভালো রত্ন থাকবে সে ধনবান হবে, আর সে অন্যদেরকেও তৈরী করবে। এমনও নয় যে, সকলেই ভালো জহরী হবে। ভালো-ভালো জহরীদের বড়-বড় সেন্টারে পার্টিয়ে দেওয়া হয়। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভাল-ভাল (জ্ঞান) রত্ন দেওয়া হয়। বড়-বড় দোকানে এক্সপার্ট থাকে। বাবাকেও বলা হয় -- সওদাগর-রত্নাকর। (বাবা) রত্নের সওদাগরী করেন, তিনি আবার জাদুকরও কারণ ঔনার কাছেই দিব্য-দৃষ্টির চাবী রয়েছে। কেউ যদি প্রগাঢ়(নৌধা) ভক্তি করে, তবে তার সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। এখানে তেমন কোন কথা নেই। এখানে তো ঘরে বসেও অনায়াসেই অনেকের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। দিনে-দিনে সহজ হতে থাকবে। অনেকেরই ব্রহ্মার আর কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়। তাদেরকে বলা হয় ব্রহ্মার কাছে যাও। (সেখানে) গিয়ে ঔনার কাছে প্রিন্স হওয়ার পড়াশোনা করো। এই পবিত্র রাজকুমার-কুমারীরাই তো চলে আসে, তাই না! প্রিন্স-কে পবিত্রও বলা যেতে পারে। জন্ম তো পবিত্রতার মাধ্যমেই হয়, তাই না। অপবিত্রকে ভ্রষ্টাচারী বলা হবে। পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে, একথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। যা কাউকে বোঝাতেও পারো। মানুষে মনে করে, এ তো অত্যন্ত সেন্সীবেল। তাদের বলো -- আমাদের কাছে কোন শাস্ত্রাদির জ্ঞান নেই। এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যা আধ্যাত্মিক পিতা বোঝান। এ হলো ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। এরাও (বাবার) রচনা।

রচয়িতা একজনই। উনি (লৌকিক পিতা) হলেন পার্থিব জগতের অর্থাৎ পার্থিব শরীরের রচয়িতা, আর ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা, অসীম জগতের রচয়িতা। বাবা বসে পড়ান, পরিশ্রম করতে হয়। বাবা ফুলে পরিনত করেন। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় কুলের, তোমাদের-কেই বাবা পবিত্র বানান। পুনরায় যদি অপবিত্র হও তবে কুলের কলঙ্ক হয়ে যায়। বাবা তো জানে, তাই না! পুনরায় তখন ধর্মরাজের দ্বারা অত্যন্ত শাস্তি দেওয়াবেন। বাবার সঙ্গে ধর্মরাজও তো রয়েছেন। ধর্মরাজের কর্তব্যও এখনই সম্পূর্ণ হয়। সত্যযুগে তো থাকবেই না। পুনরায় শুরু হবে দ্বাপর থেকে। বাবা বসে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি বোঝান। কথিতও রয়েছে যে -- এ পূর্বজন্মে এমন কর্ম করেছে, যারজন্যই এই ভোগান্তি (কর্মভোগ)। সত্যযুগে এমনভাবে বলা হবে না। খারাপ কার্যের কোন নামই সেখানে থাকে না। এখানে মন্দ-ভালো দুই-ই রয়েছে। সুখ-দুঃখ দুই-ই রয়েছে। কিন্তু সুখ অতি অল্পমাত্রায় রয়েছে। ওখানে আবার দুঃখের কোনো নামই নেই। সত্যযুগে দুঃখ কোথা থেকে আসবে! তোমরা বাবার কাছ থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। বাবা-ই দুঃখহরণকারী-সুখপ্রদানকারী। দুঃখ কবে থেকে শুরু হয়, সেও তোমরাই জানো। শাস্ত্রতে তো কল্পের আয়ুই লম্বা-চওড়া করে লিখে দিয়েছে। এখন তোমরা জানো যে, আধাকল্পের জন্য আমাদের দুঃখ দূরীভূত হয়ে যাবে, আর আমরা সুখ প্রাপ্ত করবো। এই সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, এর উপর বোঝান অতি সহজ। এইসব কথা তোমরা ব্যতীত আর কারোর বুদ্ধিতেই থাকতে পারে না। লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেওয়ায় সব কথা বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায়।

এখন তোমরা জানো যে -- এই চক্র ৫ হাজার বছরের। যেন কালকেরই কথা, যখন এই সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয়দের রাজ্য ছিল। বলাও হয় যে, ব্রাহ্মণদের দিন, এমনও নয় যে বলবে, শিববাবার দিন। ব্রাহ্মণদের দিন, পুনরায় ব্রাহ্মণদের রাত। ব্রাহ্মণ পুনরায় ভক্তিমার্গেও চলে আসে। এখন হলো সঙ্গম। না দিন, না রাত। তোমরা জানো যে, আমরাই ব্রাহ্মণ, পুনরায় দেবতা হবো, পরে ত্রেতায় ক্ষত্রিয় হবো। এ কথা বুদ্ধিতে পাকাপাকিভাবে স্মরণ করে নাও। এসমস্ত কথা আর কেউ জানে না। ওরা তো বলবে যে, শাস্ত্রতে এত আয়ু লেখা রয়েছে, তোমরা তবে এই হিসাব কোথা থেকে এনেছো? এই অনাদি ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত, একথা কেউ জানে না। বাচ্চারা, কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই রয়েছে যে -- আধাকল্প হলো সত্যযুগ-ত্রেতা, পুনরায় আধা থেকে ভক্তি শুরু হয়। ওটা হয়ে গেলো ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গম। দ্বাপর থেকেই এই শাস্ত্রাদি ধীরে-ধীরে তৈরি করা হয়। ভক্তিমার্গের সামগ্রী অতি দীর্ঘ। যেমন বৃষ্ণ(ঝাড়) কত বিস্তারিত(লম্বা-চওড়া) হয়। এর বীজ হলেন বাবা। এ হলো উল্টো বৃষ্ণ। সর্বপ্রথমে আসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এসমস্ত কথা যা বাবা শোনান তা সম্পূর্ণ নতুন। এই দেবী-দেবতা ধর্মের (ধর্ম) স্থাপককে কেউই জানে না। কৃষ্ণ তো শিশু। জ্ঞান শোনায় বাবা। বাবার নাম সরিয়ে বাচ্চার(কৃষ্ণ) নাম দিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণেরই চরিত্রাদি দেখানো হয়েছে। বাবা বলেন -- এতে কৃষ্ণের কোন লীলা(মহিমা) নেই। গায়নও করে -- হে প্রভু, তোমার অপার মহিমা। লীলা একজনেরই হয়। শিববাবার মহিমা সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি হলেন সদা পবিত্র, কিন্তু তিনি পবিত্র শরীরে তো আসতে পারেন না। ওঁনাকে আহ্বানও করা হয় -- পতিত দুনিয়ায় এসে পবিত্র বানাও। তাই বাবা বলেন -- আমাকেও পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়। এঁনার (ব্রহ্মার) অনেক জন্মের অন্তিমলগ্নে এসে প্রবেশ করি। তাই বাবা বলেন, মুখ্য কথা হলো বাবাকে(অল্ক) স্মরণ করো, বাকি সবকিছুই হলো সাধারণ। সেইসব তো ধারণ করতে পারবে না। যা ধারণ করতে পারবে, সেসবই তিনি তাদেরকে বোঝান। এছাড়া আমি শুধু বলে দিই -- 'মন্মথানুবব'। বুদ্ধি তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়, তাই না। কোন মেঘ অতিবর্ষণ করে, কোন মেঘ আবার অল্প বর্ষণ করে চলে যায়। তোমরাও তো (জ্ঞানের) মেঘ, তাই না। কেউ আবার একদমই বর্ষণ করে না। জ্ঞানকে আকর্ষণ বা গ্রহণ করার শক্তিই নেই। মাম্মা-বাবা তো ভালো মেঘ, তাই না। যারা ভালভাবে বর্ষণ করে, বাচ্চাদেরও তাদের সঙ্গ-ই করা উচিত। যারা বর্ষণ করেই না, তাদের সাথে সঙ্গ করে কীভাবে? সঙ্গদোষও অনেক হয়। কেউ (কারোর) সঙ্গ করে হীরে-তুল্য হয়ে যায়, কেউ আবার কারোর সঙ্গে থেকে মাটির ঢেলা হয়ে যায়। যে ভালো, তার পিঠ ধরে নেওয়া উচিত অর্থাৎ তাকে ফলো করা উচিত। যে জ্ঞানী হবে সে (অপরকেও) নিজ-সম ফুলে পরিনত করবে। সত্য-পিতার মাধ্যমে যারা জ্ঞানবান আর যোগী হয়েছে, তাদের সঙ্গ করা উচিত। এমন মনে করা উচিত নয় যে, আমরা অমূকের লেজ ধরে পার হয়ে যাবো। এমন অনেকেই বলে। কিন্তু এখানে তো সেরকম কোন কথা নেই। স্টুডেন্ট কারোর লেজ ধরলে পাস হয়ে যাবে কী? পড়তে হবে, তাই না। বাবাও এসে নলেজ দেন। এইসময় তিনি জানেন যে, আমাকে জ্ঞান প্রদান করতে হবে। ভক্তিমার্গে ওদের (লোকেদের) বুদ্ধিতে একথা থাকে না যে, আমাদের জ্ঞান প্রদান করতে হবে। এ সবই ড্রামায় নির্ধারিত আছে। বাবা কিছুই করেন না। ড্রামায় দিব্য-দৃষ্টি প্রাপ্ত করার পাট রয়েছে, তাই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। বাবা বলেন, এমনও নয় যে আমি বসে-বসে সাক্ষাৎকার করাই। এও ড্রামায় পূর্ব-নির্ধারিত। আবার কেউ যদি দেবীর সাক্ষাৎকার করতে চায়, দেবী তো তা করাবে না, তাই না! তারা বলেও যে -- হে ঈশ্বর, আমাদের সাক্ষাৎকার করাও। বাবা বলেন, ড্রামায় যদি নির্ধারিত করা থাকে তাহলে হয়ে যাবে। আমিও ড্রামায় বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছি।

বাবা বলেন, আমি এই সৃষ্টিতে এসেছি। ঐনার মুখ দ্বারা আমি বলছি, ঐনার নেত্র দ্বারা আমি দেখছি। যদি এই শরীর না থাকে তবে কী করে দেখতে পাবো ? পতিত দুনিয়াতেই আমাকে আসতে হয়। স্বর্গে তো আমাকে ডাকাই হয় না। আমাকে ডাকাই হয় সঙ্গমে। যখন সঙ্গমে এসে শরীর ধারণ করি, তখনই দেখি। নিরাকার-রূপে তো কিছু দেখতে পাই না। অরগ্যাম্ ছাড়া আত্মা কিছুই করতে পারে না। বাবা বলেন, শরীর ছাড়া আমি কীভাবে দেখবো, কীভাবে নড়াচড়া করবো। এ তো অন্ধশ্রদ্ধা। যারা বলে, ঈশ্বর সবকিছু দেখে, সবকিছু তিনিই করেন। কিন্তু দেখবে কীভাবে ? যখন কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হবে তখনই তো দেখবে, তাই না। বাবা বলেন -- ড্রামানুসারে ভাল বা খারাপ কার্য প্রত্যেকেই করে। এটাই নির্ধারিত। আমি কী বসে-বসে এত কোটি মানুষের হিসাব রাখবো, না তা রাখবো না, আমার (ব্রহ্মার) শরীর আছে, তাই সবকিছু করি। করন-করাবনহারও (সর্বময়কর্তা) তখনই বলা হয়। তা নাহলে বলতে পারবে না। যখন আমি ঐনার মধ্যে আসবো, তখনই তো এসে পবিত্র বানাবো। উপরে আত্মা কী করবে ? শরীরের সাহায্যেই ভূমিকা পালন করবে, তাই না! আমিও এখানে এসে ভূমিকা পালন করি। সত্যযুগে আমার কোন ভূমিকা থাকে না। ভূমিকা না থাকলে(পার্ট ছাড়া) কেউ কিছু করতে পারে না। শরীর ব্যতীত আত্মা কিছুই করতে পারে না। আত্মাকে আহ্বান করা হয়, সেও তো শরীরে এসেই বলবে, তাই না। কর্মেন্দ্রিয় ব্যতীত কিছুই করতে পারে না। এটাই হলো বিস্তারিতভাবে বোঝানো। প্রধানত একথাই বলা হয় যে, বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। অসীম জগতের পিতা এত বড়(মহিমা), ঐনার থেকে উত্তরাধিকার কখন প্রাপ্ত হবে -- একথা কেউ জানে না। তারা বলে -- এসে দুঃখহরণ করো, সুখ প্রদান করো, কিন্তু কবে ? একথা কেউ জানে না। বাচ্চারা, তোমরা এখনই এই নতুন কথা শুনছো। তোমরা জানো যে, আমরা এখন অমরত্ব লাভ করছি, অমরলোকে যাচ্ছি। তোমরা অমরলোকে কতবার গেছো ? অনেকবার। এর কখনো অন্ত হয় না। অনেকেই বলে মোক্ষ(চির মুক্তি, আর জন্ম নিতে হবে না) কী প্রাপ্ত হবে না ? বলা - না, এ হলো অনাদি অবিনাশী ড্রামা, এর কখনো বিনাশ হতে পারে না। অনাদিকাল থেকে এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এইসময় সত্যিকারের সাহেবকে জেনে গেছো। তোমরা হলে সন্ন্যাসী, তাই না। ওরা ফকির নয়। সন্ন্যাসীদেরও ফকির বলা হয়। তোমরা হলে রাজস্বয়ী, স্বয়ংকেও সন্ন্যাসী বলা হয়। এখন তোমরা পুনরায় ধনবান হচ্ছে। ভারত কত বিত্তশালী ছিল, এখন কেমন ফকির অর্থাৎ কাঙ্গাল হয়ে গেছে। অসীম জগতের পিতা এসে অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেন। গায়নও রয়েছে যে -- বাবা তুমি যা দাও, তা আর কেউ দিতে পারে না। তুমি আমাদের বিশ্বের মালিক করে দাও, যা কেউ লুণ্ঠ করতে পারে না। এমন-এমন গান যারা রচনা করেছে, তারা এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করে না। তোমরা জানো যে, ওখানে পার্টিশন (বিভাজন) ইত্যাদি হয় না, এখানে কত পার্টিশন। ওখানে আকাশ-ধরনী সবকিছু তোমাদেরই থাকে। তাহলে এতটা খুশী বাচ্চাদের তো থাকা উচিত, তাই না। সর্বদা মনে করবে শিববাবা শোনাচ্ছেন কারণ তিনি কখনো কোনদিন ছুটি নেন না, কখনো অসুস্থ হন না। স্মরণ সদা শিববাবারই করা উচিত। ঐনাকে বলা হয় নিরহংকারী। আমি এটা করি, আমি ওটা করি, এমন অহংকার আসা উচিত নয়। সেবা করা আমাদের কর্তব্য, এতে অহংকার আসা উচিত নয়। অহংকার এলেই পতন। সার্ভিস করতে থাকো, এটাই হলো আধ্যাত্মিক সেবা। বাকি সবকিছুই হলো শরীর-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ পার্থিব।*আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যা পড়ান, তার রিটার্নে ফুল পরিণত হয়ে দেখাতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কখনো ঈশ্বরীয় কুলের নাম কলঙ্কিত করা উচিত নয়। যে জ্ঞানী আর যোগী, কেবল তার সঙ্গই করা উচিত।

২) আমিহ্ব-কে পরিত্যাগ করে নিরহংকারী হয়ে ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে, একে নিজের কর্তব্য মনে করা উচিত। অহংকারের বশে আসা উচিত নয়।

বরদানঃ:- নিজের ফরিস্তা-স্বরূপ দ্বারা সর্বজনকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করানো আকর্ষণ-মূর্তি ভব*

ব্যাখ্যা :- ফরিস্তা-স্বরূপের এমন চমকপ্রদ পোশাক ধারণ করো, যা দূর-দূরান্ত থেকে আত্মাদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং সকলের কাঙ্গালীপনা দূর করে সকলকে অধিকারী বানিয়ে দেয়। এর জন্য জ্ঞান-মূর্তি, যোগ-মূর্তি, সর্ব দিব্যগুণ-মূর্তি হয়ে উন্নত কলায় স্থির থাকার অভ্যাস বাড়াতে থাকো। তোমার উদ্ভূত কলা-ই সকলকে চলতে-ফিরতে ফরিস্তা তথা দেবতা-স্বরূপের সাক্ষাৎকার করাবে। এটাই হলো বিধাতা, বরদাতা হওয়ার স্টেজ।

স্লোগান:- অপরের মনের ভাবনাকে জানার জন্য সদা মন্বনাভব-র স্থিতিতে স্থির থাকো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যা, যেমন, তাঁকে যথার্থ ভেবে জেনে স্মরণ করা, এটাই হলো মুখ্য বিষয়, মানুষদেরকে এই কথা অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে"

প্রশ্নঃ - সমগ্র ইউনিভার্সের জন্য কি এমন পড়া আছে যেটা এখানেই তোমরা পড়ো ?

উত্তরঃ - সমগ্র ইউনিভার্সের জন্য এটাই হল পড়া যে, তোমরা সবাই হলে আত্মা। আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তো পবিত্র হয়ে যাবে। সমগ্র বিশ্বের যিনি বাবা, তিনি একবারের জন্যই সবাইকে পবিত্র বানাতে আসেন। তিনি এসে রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান প্রদান করেন, এই জন্য বাস্তবে এটাই হলো একমাত্র বিশ্ব বিদ্যালয়, এই সমস্ত কথা বাচ্চাদেরকে স্পষ্ট করে বোঝাতে হবে।

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ - এখন এটা তো আত্মিক বাচ্চারা বুঝে গেছে যে, ভগবান কে । ভারতের মধ্যে কেউই যথার্থ ভাবে তা জানে না। তিনি বলেন যে - আমি যা, আমি যেমন, আমাকে যথার্থ ভাবে কেউ জানে না। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসার আছে। নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসার জানে। হয়তো এখানেই থাকে, কিন্তু যথার্থীতি দিয়ে জানেনা। যথার্থ রীতি জেনে বাবাকে স্মরণ করা, এটাই হলো খুব পরিশ্রমের কাজ। যদিও বাচ্চারা বলে যে, এটা খুবই সহজ আছে কিন্তু আমি যা আছি, আমাকে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে হবে, বুদ্ধিতে এই যুক্তি থাকতে হবে। আমি আত্মা হলাম খুব সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ। আমার বাবাও হলেন সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ। অর্ধকল্প তো ভগবানের কোন নামই নেওয়া হয় না। দুঃখ হলেই স্মরণ করে - হে ভগবান। এখন ভগবান কে, এটা তো কোনো মানুষ বোঝে না। এখন মানুষকে কিভাবে বোঝাবে - এর উপর বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। নামও লেখা আছে - প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারীস ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এর দ্বারাও বোঝেনা যে, এটা হলো আত্মিক অসীম জগতের বাবার ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এখন কী নাম রাখলে মানুষ খুব শীঘ্রই বুঝে যাবে? কিভাবে মানুষদেরকে বোঝাবে যে, এটা হল বিশ্ববিদ্যালয়? ইউনিভার্স থেকে ইউনিভার্সিটি শব্দ বেরিয়ে এসেছে? ইউনিভার্স অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব, তার নাম রাখা হয়েছে - ইউনিভার্সিটি, যেখানে সমস্ত মানুষ পড়াশোনা করতে পারবে। ইউনিভার্সের পড়াশোনার জন্য ইউনিভার্সিটি আছে। এখন বাস্তবে ইউনিভার্সের জন্য তো এক বাবা-ই আসেন, তাঁর এই একটিই ইউনিভার্সিটি আছে। লক্ষ্য উদ্দেশ্যও হল এক। বাবা-ই এসে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানান, যোগ শেখান। এটাতো সমস্ত ধার্মিক আত্মাদের জন্যে আছে। বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো, ইনি হলেন সমগ্র বিশ্বের পিতা - নিরাকারী গডফাদার, তাহলে কেনই না এর নাম "স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি অফ স্পিরিচুয়াল ইনকর্পোরিয়াল গডফাদার" রাখা যায় না? খেয়াল করা যায়, তাই না। মানুষ তো এইরকমই হয়, যাদের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের একজনও কেউ বাবাকে জানে না। রচয়িতাকে জানলে রচনাকেও জানতে পারবে। রচয়িতার দ্বারাই রচনাকে জানা যায়। বাবা বাচ্চাদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন। আর কেউই এসব কথা জানেনা। ঋষি-মুনিরাও নেতি নেতি বলে গেছেন। তাই বাবা বলেন যে, তোমাদের মধ্যে প্রথমে এই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান ছিল না। এখন রচয়িতা সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবা বলেন যে, আমাকে সবাই আহ্বানও করে যে, এসে আমাদেরকে সুখ-শান্তি দাও, কেননা এখন চারিদিকে কেবলই দুঃখ আর অশান্তি। তার নামই আছে দুঃখ হর্তা সুখকর্তা। তিনি কে? ভগবান। তিনি কিভাবে দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন, এটা কেউ জানে না। তাই এইরকম পরিষ্কার করে লেখো, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, নিরাকার গডফাদারই এই জ্ঞান প্রদান করেন। এইরকম-এইরকম বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। বাবা বুঝিয়ে দেন যে, মানুষ এখন সবাই পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে। এখন তোমাদেরকে পারস বুদ্ধি বানাচ্ছি। বাস্তবে পারস বুদ্ধি তাদেরকে বলা যাবে, যারা ন্যূনতম ৫০ এর অধিক নাস্তার নেবে। যারা অসফল হয়ে যাবে তাদেরকে পারস বুদ্ধি নেই। রামও কম নশ্বর নিয়েছিলেন, তাই তাকে ক্ষত্রিয় দেখানো হয়েছে। এটাও কেউ বোঝেনা যে, রামের হাতে তীর-ধনুক কেন দেখানো হয়েছে ? শ্রীকৃষ্ণের হাতে স্বদর্শন চক্র দেখানো হয়েছে যে, তিনি সবাইকে হত্যা করেছেন আর রামকে বাণ দেখানো হয়েছে। একটা খুব ভালো ম্যাগাজিন বের হতো যেখানে লেখা ছিল যে, কৃষ্ণ কিভাবে স্বদর্শন চক্রের দ্বারা অকাসুর-বকাসুরকে হত্যা করেছিলেন। দু'জনকেই হিংসক বানিয়ে দিয়েছে আবার পুনরায় ডবল হিংসক বানিয়ে দিয়েছে। বলে যে, তাদেরও তো বাচ্চা হয়েছে, তাই না। আরে, তাঁরা তো হলেনই নির্বিকারী দেবী-দেবতা। সেখানে তো রাবন রাজ্যই নেই। এই সময় সবাইকে রাবণ সম্প্রদায়ের বলা হয়।

এখন তোমরা সবাইকে বোঝাও যে, আমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজত্ব গ্রহণ করছি, তাহলে কেন যোগবলের দ্বারা

বাচ্চা হতে পারে না। সেটা তো হলোই নির্বিকারী দুনিয়া। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হচ্ছে। এইরকম ভালো রীতিতে বোঝাতে হবে, যার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে এর কাছে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। অল্প একটুও যদি জ্ঞান বুঝে যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে এই আত্মা ব্রাহ্মণ কুলের আছে। আবার কয়েকজনকে দেখে বোঝাই যায় যে, এ ব্রাহ্মণ কুলের নয়। অনেক রকমের আত্মাই তো আসে, তাইনা। তাই তোমরা "স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি অফ স্পিরিচুয়াল ইনকরপোরিয়াল গডফাদার" লিখে দেখো, কি হয়? বিচার সাগর মন্থন করে শব্দ মিলাতে হয়। লেখার জন্য যথাস্থ যুক্তি চাই। যার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, এখানে এই জ্ঞান গডফাদার বোঝান অথবা রাজযোগ শেখান। এই শব্দ হলো সাধারণ। জীবনমুক্তি হল এক সেকেন্ডে দৈব সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা লাভ। এইরকম-এইরকম শব্দ লেখ, যেটা মানুষদের বুদ্ধিতে ধারণা হয়ে যায়। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয়। মন্মতা ভব - এর অর্থ হল বাবা আর বাবার বরদানকে স্মরণ করো। তোমরা হচ্ছে - ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, স্বদর্শন চক্রধারী। এখন সেই স্বদর্শন চক্র তো বিষ্ণুর হাতে দেখানো হয়। কৃষ্ণকেও চার হাত দেখানো হয়। এখন, তাঁর চার হাত কীভাবে হতে পারে? বাবা কত সুন্দরভাবে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাচ্চাদেরকে বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধি এবং পারস বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। সত্যযুগে যথা রাজা-রানী তথা প্রজা পারস বুদ্ধি বলে, তাই না। সেটা হল পারস দুনিয়া আর এটা হলো পাথরের দুনিয়া। তোমাদের এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। তোমরা শ্রীমতে চলে নিজেদের রাজ্য পুনরায় স্থাপন করছো। বাবা আমাদেরকে যুক্তি বলে দেন যে, রাজা-মহারাজা কিভাবে হওয়া যায়? তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ভরে যায় অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য। সৃষ্টি চক্রের উপর বোঝানোও খুব সহজ আছে। এই সময় জনসংখ্যা দেখো, কত বেশী হয়ে গেছে। সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যাই হয়। এটাতো সঙ্গম আছে তাই না। ব্রাহ্মণ তো খুব কমসংখ্যকই হবে তাই না। ব্রাহ্মণদের যুগই হলো ছোট। ব্রাহ্মণদের পর হল দেবতা, তারপর আস্তে আস্তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ডিগবাজি খেলা হয় তাই না। তাই সিঁড়ির চিত্রের সাথে সাথে বিরাট রূপেরও চিত্র হলে তো বোঝানো পরিষ্কার হয়ে যাবে। যে তোমাদের কুলের হবে তার বুদ্ধিতে রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান সহজেই ধারণা হয়ে যাবে। তার মুখ দেখেই বোঝা যাবে যে, এ আমাদের কুলের আছে বা নেই। যদি না হয়, তাহলে গরম চাটুতে জলের ছিঁটা পড়লে সাথে সাথেই যেমন উবে যায়, তেমন জ্ঞানও তাদের বুদ্ধি থেকে উবে যাবে। যে বুঝদার হবে, সে মন দিয়ে শুনবে। একবার কাউকে সম্পূর্ণভাবে তীর লেগে গেলে সে আসতেই থাকবে। কেউ কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, আবার কেউ ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রতিদিন আসতে থাকবে। চিত্রের দ্বারা যে কেউ তো সহজেই বুঝে যেতে পারে। এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা বাবা করছেন। কেউ না জিজ্ঞাসা করেও নিজে নিজেই বুঝে যেতে পারবে। কেউ কেউ তো আবার অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকে, কিছুই বোঝে না। তবুও তাদেরকে বোঝাতে হবে, রেগে গেলে তো হবে না। আবার বলে যে, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষাও করেন না! এখন, তিনি কিভাবে যে তোমাদের রক্ষা করেন, সেটা তোমরাই জানো। কর্মের হিসেব-নিকেশ তো সবাইকেই সমাপ্ত করতেই হবে। এইরকম অনেক আছে যে, শরীর খারাপ হলেই তো বলে যে, রক্ষা করো। বাবা বলেন যে, আমি তো আসিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাতে। সেই ধাক্কাটা তোমরাও শেখো। বাবা পাঁচ বিকারের উপর জয় করতে শেখান, তাই আরো তীর গতি দিয়ে তারা মোকাবিলা করতে আসে। বিকারের তুফান খুব জোরে আসে। বাবা তো বলেন যে, বাবার হয়ে গেলে এইসব অসুখ-বিসুখ আরো উতাল-পাতাল করবে, তুফান খুব জোরে আসবে। এটাই তো হল বস্ত্রিং। ভালো ভালো শক্তিমান বাচ্চাদেরকেও পরাজিত করে। বলে যে - না চাইতেও কুদৃষ্টি চলে গেছে, রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায়। কুদৃষ্টি আত্মার সঙ্গে কথাই বলা উচিত নয়। বাবা সকল সেন্টারের বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, কুদৃষ্টি সম্পন্ন আত্মা অনেকে আছে, নাম নিলে আরো তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাবে। নিজের সত্যানাশ করে খারাপ কাজ করতে লেগে যাবে। কাম বিকার নাক দিয়ে ধরে নেবে। মায়া ছাড়বেই না, কুর্কম, কুদৃষ্টি, কুবচন বেরিয়ে আসবে, কুচলন হয়ে যাবে, এইজন্য খুব খুব সাবধান থাকতে হবে।

বাচ্চারা, যখন তোমরা প্রদর্শনী আদি করতে থাকো তখন এই রকম যুক্তি বের করো, যে কেউ খুব সহজেই বুঝে যেতে পারে। এই গীতা জ্ঞান স্বয়ং বাবা পড়াচ্ছেন। এতে কোনো শাস্ত্র আদির কথা নেই। এটা তো হলো পড়াশোনা। গীতা বই তো এখানে নেই। বাবা পড়াচ্ছেন। তিনি কি বই হাতে নিয়ে পড়াবেন? তাছাড়া এই গীতা নাম কোথা থেকে এসেছে? এইসব ধর্মশাস্ত্র তৈরিই হয় পরবর্তী সময়ে। কত সব মঠ-পন্থা আছে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ শাস্ত্র আছে। শাখা-প্রশাখা যা কিছু আছে, ছোট ছোট মঠ, পন্থা অনেক আছে, তাদেরও শাস্ত্র আদি নিজ নিজ আছে। সেগুলো হয়ে গেল সব ছোট বাচ্চা। তার থেকে তো কখনো মুক্তি পাওয়া যায়না। সকল শাস্ত্রের শিরোমণী গীতা গাওয়া হয়। গীতারও জ্ঞান শোনানোর জন্য কেউ থাকেন, তাইনা। এই জ্ঞান বাবা এসে প্রদান করেন। তাঁর হাতে কোন শাস্ত্র আদি থাকে না। আমিও শাস্ত্র পড়িনা, তোমাদেরকেও পড়াই না। তিনিও শেখেন এবং শেখান। এখানে শাস্ত্রের কোন কথা নেই। বাবা হলেনই নলেজ ফুল। আমি তোমাদেরকে সমস্ত বেদ-শাস্ত্রের সার-সংক্ষেপ বোঝাই। মুখ্য হলই চার ধর্মের চার ধর্মশাস্ত্র। ব্রাহ্মণ ধর্মের কোন শাস্ত্র আছে কি? এগুলোই হলো বোঝার বিষয়। এইসব কথা বাবা বসে বিস্তারিতভাবে বোঝাচ্ছেন। মানুষ তো সব পাথর বুদ্ধি হয়ে

গেছে তাই তো এত কাঙ্গাল হয়ে গেছে। দেবতারা ছিলেন সুবর্ণ যুগে। সেখানে সোনার মহল তৈরী হয়। সোনার খনি থাকে। এখন তো সত্যিকারের সোনাও নেই। এসমস্ত কথা ভারতের মধ্যেই প্রচলিত আছে। তোমরা দেবী-দেবতারা পারসবুদ্ধি ছিলে, বিশ্বের উপর রাজত্ব করেছিলে। এখন স্মৃতিচারণা হয়েছে, আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম তারপর এখানে এই নরকের মালিক হয়ে গেছি। এখন পুনরায় পারসবুদ্ধি তৈরি হচ্ছে। এই সমস্ত জ্ঞান বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, যেটা পুনরায় অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। ড্রামা অনুসারে পার্ট চলতে থাকে। যে সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় সেটা একদম সঠিক থাকে, তবুও পুরুষার্থ তো করতেই হয়, তাই না। যে বাচ্চাদের নেশা থাকে যে, স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন, তার মুখের ওপর ফাস্ট ক্লাস খুশির প্রভা মন্ডল দেখা যায়। বাবা আসেনই বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করিয়ে প্রারদ্ধ করানোর জন্য। এটাও তোমরা জানো যে, এসমস্ত কথা দুনিয়াতে খুব অল্প সংখ্যাই জানে। স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য ভগবান পুরুষার্থ করাচ্ছেন, তাই খুশি থাকা চাই। মুখমন্ডলে খুব সুন্দর খুশির প্রভা মন্ডল থাকা চাই। বাবার স্মরণেই তোমরা সব সময় হাসিমুখে থাকো। বাবাকে ভুলে গেলেই হতাশা বা নিরাশা এসে যায়। বাবা আর বাবার আশীর্বাদকে স্মরণ করলে খুশিময় চেহারা হয়ে যায়। প্রত্যেকের সেবা দ্বারা বোঝা যায়। বাবার কাছে বাচ্চাদের সুগন্ধ তো আসে, তাইনা। সুপুত্র বাচ্চাদের থেকে সুগন্ধ আছে, কুপুত্রদের থেকে দুর্গন্ধ আসে। বাগান থেকে সুগন্ধী ফুলকেই তোলার জন্য মন চায়। আকন্দ ফুলকে তো কেউ তুলতে চায়না। বাবাকে যথার্থ রীতিতে স্মরণ করলেই, বিকর্ম বিনাশ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মায়ার সাথে যুদ্ধে হেরে যেও না। খেয়াল থাকে যে, কখনো মুখ থেকে কুবচন না বেরিয়ে যায়, কুদৃষ্টি, কুচলন, কুকর্ম না হয়ে যায়।

২) ফাস্ট ক্লাস সুগন্ধি ফুল হতে হবে। নেশা থাকে যে, স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াতে এসেছেন। বাবার স্মরণে থেকে সবসময় হাসিমুখে থাকতে হবে, কখনো হতাশ বা নিরাশ হয়ে পড়ো না।

বরদানঃ:- পুরুষার্থ আর প্রালঙ্কার হিসাবকে জেনে তীব্রগতি দিয়ে উল্লসিত করে নলেজফুল ভব*

ব্যখ্যা :- পুরুষার্থের দ্বারা অনেক সময় ধরে প্রারদ্ধ বানানোর এটাই হলো সঠিক সময়, এইজন্য নলেজফুল হয়ে তীব্রগতি দিয়ে উল্লসিতর দিকে এগিয়ে চলো। এতে এটা ভেবোনা যে আজ নয় তো কাল পরিবর্তন হয়েই যাবে। একেই আলস্যতা বলা হয়। এতদিন পর্যন্ত বাপ-দাদা স্নেহের সাগর হয়ে সকল সম্বন্ধের স্নেহ দিয়ে বাচ্চাদের আলস্য, সাধারণ পুরুষার্থ দেখেশুনেও অতিরিক্ত সাহায্য দিয়ে, অতিরিক্ত নাস্তার দিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন। তাই নলেজ ফুল হয়ে সাহস আর সহায়তার বিশেষ বরদান লাভ করো।

স্লোগানঃ:- যে প্রকৃতির দাস হয়, সে-ই উদাস হয়ে যায়, এইজন্য প্রকৃতি জিত হও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই শ্রীমত প্রাপ্ত হয়েছে যে, আত্ম-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, কোনো ব্যাপারেই তোমাদের বাদানুবাদ (আরগু) করতে নেই"

প্রশ্নঃ - বুদ্ধিযোগ স্বচ্ছ হয়ে বাবার সাথে যুক্ত হতে পারে, তার জন্য কোন্ পদ্ধতি তৈরী করা হয়েছে ?

উত্তরঃ - সাত দিনের ভাড়া। নতুন কেউ এলে তাকে ৭দিনের জন্য ভাড়াতে বসাও, যাতে বুদ্ধির আবর্জনা বের হয়ে যায় আর গুপ্ত বাবা, গুপ্ত অধ্যয়ণ আর গুপ্ত উত্তরাধিকারকে চিনতে পারে। যদি এমনই বসে গেলো তো বিভ্রান্ত হয়ে যাবে, কিছু বুঝবে না।

গীতঃ- জাগো সজনীরা, জাগো.....

(জাগ সজনীয়া জাগ....)

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের জ্ঞানী আত্মা করে তোলার জন্য এই ধরনের যে সকল গান রয়েছে, সে-সমস্ত শুনিয়ে আবার তার অর্থ বের করতে হবে, তবে তো তার বাণী বোধগম্য হবে। জানতে পারবে যে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান কতো দূর পর্যন্ত বুদ্ধিতে আছে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো উপর থেকে নিয়ে মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতনের আদি-মধ্য-অন্তের সমগ্র রহস্য যেন উজ্জ্বল হয়ে আছে। বাবার কাছেও এই জ্ঞান আছে যা তোমাদের শুনিয়ে থাকেন। এটা হলো সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞান। যদিও শাস্ত্র ইত্যাদিতে নাম আছে কিন্তু সেই নাম নিলে পরে আটকে যাবে, ডিবেট করতে লেগে যাবে। এখানে তো একদম সিম্পল নিয়মে বোঝানো হয়- ভগবানুবাচ, আমাকে স্মরণ করো, আমিই হলাম পতিত-পাবন। কখনোই কৃষ্ণকে বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ইত্যাদিকে পতিত পাবন বলা হবে না। সূক্ষ্মবতনবাসীদেরও তোমরা পতিত পাবন বলা না, তো স্থূল বতনের মানুষ কীভাবে পতিত-পাবন হতে পারে ? এই জ্ঞানও তোমাদেরই বুদ্ধিতে আছে। শাস্ত্রের বিষয়ে বেশী রকম আরগু (তর্ক) করা ভালো নয় । অনেক বাদ-বিবাদ হয়ে যায়। একে অপরের প্রতি লাঠিও উদ্যত করে । তোমাদের তো অনেক সহজ করে বোঝানো হয়। শাস্ত্রের কথায় টু মাচ (অতিরিক্ত) যেতে নেই। মূল ব্যাপার হলোই আত্ম-অভিমानी হওয়ার। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে আর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এ হলো মুখ্য শ্রীমত। বাকি সব ডিটেল (বিস্তারিত)। বীজ কতো ছোট, বাকি বৃক্ষের বিস্তার হয়। যেমন ভাবে বীজের মধ্যে সমগ্র জ্ঞান অন্তর্নিহিত হয়ে আছে, সেই রকম এই সমগ্র জ্ঞানও বীজের মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। তোমাদের বুদ্ধিতে বীজ আর বৃক্ষ এসে গেছে। তোমরা যেমন ভাবে জানো আর কেউ বুঝতে পারে না। বৃক্ষের আয়ুই লক্ষা লিখে দিয়েছে। বাবা বসে বীজ আর বৃক্ষ বা ড্রামা চক্রের রহস্য বোঝান। তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী। নূতন কেউ এলে যদি বাবা মহিমা করেন যে স্বদর্শনচক্রধারী বাচ্চারা, তো কেউ বুঝতে পারবে না। তারা তো নিজেদের পরমাত্মার বাচ্চা বলেই মনে করে না। এই বাবাও হলেন গুপ্ত, নলেজও গুপ্ত, উত্তরাধিকারও হলো গুপ্ত। নূতন যে কেউই শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে, সেইজন্য ৭ দিনের ভাড়াতে বসানো হয়। এই যে ৭দিনের ভগবত বা রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ রাখ, বাস্তবে এটা এই সময় ৭দিনের জন্য ভাড়াতে রাখা হলে, তবেই বুদ্ধিতে যে সমস্ত কিছু আবর্জনা আছে সেটা বের হয়ে বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ যুক্ত হবে। এখানে সব হলো রোগী। সত্যযুগে এই রোগ থাকে না। এটা হলো অর্ধ-কল্পের রোগ, ৫ বিকারের রোগ খুব ভারী। সেখানে তো দেহী-অভিমानी থাকে, জানে যে আমি আত্মা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করি। প্রথমেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। অকালে কখনো মৃত্যু হয় না। তোমাদের মৃত্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করানো হয়। কাল-কাল মহাকাল বলা হয়। মহাকালেরও মন্দির হয়। শিখদের আবার অকালতন্ত হয। বাস্তবে এই অকাল তন্ত হলো ভ্রুকুটি, যেখানে আত্মা বিরাজমান হয়। সব আত্মারা এই অকালতন্ত (ভ্রুকুটি সিংহানে) বসে আছে, বাবা বসে এটা বোঝান। বাবার তো নিজের তন্ত বা ভ্রুকুটি সিংহাসন হয় না। তিনি এসে এঁনার এই ভ্রুকুটি সিংহাসন গ্রহণ করেন। এই আসনে বসে বাবা বাচ্চারা, তোমাদের অমর সিংহাসনে বসার সুযোগ্য করে তোলেন। তোমরা জানো সেই মহাসন কীভাবে হয়, যাতে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজমান হবে । ময়ূর সিংহাসনের খ্যাতি আছে, তাই না!

বিচার করতে হবে, তাঁকে কেন ভোলানাথ ভগবান বলা হয় ? ভোলানাথ ভগবান বললে বুদ্ধি উপর দিকে চলে যায়। সাধু-সন্ত ইত্যাদি আঙুল দিয়ে ইশারাও সেরকমই করে - তাঁকে স্মরণ করো। যথার্থ ভাবে তো কেউ জানতে পারে না। এখন পতিত পাবন বাবা সম্মুখে এসে বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। গ্যারান্টি আছে।

গীতাতেও লেখা আছে কিন্তু তোমরা গীতার একটি উদাহরণ বের করলে তারা ১০টা বের করবে, সেইজন্য দরকার নেই। যারা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছে তারা বুঝবে আমরা লড়তে পারি। বাচ্চারা, তোমরা যা এই শাস্ত্র ইত্যাদি জানোই না, তোমাদের ওই সবার নামও কখনো নেওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু বলা ভগবান বলেন আমাকে অর্থাৎ নিজের পিতাকে স্মরণ করো, ওঁনাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। গানও গায় - পতিত পাবন সীতারাম...সল্ল্যসীরাও যেখানে-সেখানে সুর তুলতে থাকে। এরকম যে অনেক মত-মতান্তর আছে। এই গান কতো সুন্দর, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে কল্প-কল্প এরকম গীত তৈরী হতে থাকে, যেন মনে হয় বাচ্চারা তোমাদের জন্যই তৈরী হয়েছে। এরকম ধরনের ভালো-ভালো গান আছে। যেমন "নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু"। প্রভু কোনো কৃষ্ণকে কি আর বলে ! প্রভু বা ঈশ্বর নিরাকারকেই বলবে। এখানে তোমরা বলা - বাবা, পরমপিতা পরমাত্মা। তিনিও যে হলেন আত্মা। ভক্তি মার্গে বড়ো বেশী টু মাচ চলে গেছে। এখানে তো একদম সিম্পল ব্যাপার। অল্ফ আর বে। অল্ফ আল্লাহ, বে বাদশাহী- এতোটা তো হলো সিম্পল ব্যাপার। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। প্রথম থেকেই এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। সুতরাং বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা এরকম সম্পূর্ণ হবে। যে যতো স্মরণ করে আর সার্ভিস করে সে ওই রকমই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। সেটা বুঝতেও পারা যায়, স্কুলে স্টুডেন্ট বুঝতে পারে না তবে কি আমরা কম পড়াশুনা করি! যারা সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দেয় না তো তারা পিছনে বসে থাকে, তাই অবশ্যই ফেল করে যায়।

নিজেকে রিফ্রেস করার জন্য জ্ঞান বিষয়ক যে ভালো-ভালো গান তৈরী হয়েছে, সেই সব শোনা উচিত। এরকম ধরনের গান নিজের ঘরে রাখা উচিত। কাউকে এর উপরে বোঝাতেও পারো। কীভাবে আবার মায়ার ছায়া পরে। শাস্ত্রে তো এই কথা নেই যে কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছর। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত হলো অর্ধেক-অর্ধেক। এই গান তো কেউ না কেউ রচনা করেছে। *বাবা হলেন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি*, তাই কারোর তো বুদ্ধিতে এসেছে যে বসে এই গান তৈরী করেছে। এই সব গান ইত্যাদির উপরও(শুনে) তোমাদের মধ্যে কতো জন ধ্যানে যেতো। একদিন আসবে যে এই জ্ঞান সমৃদ্ধ গান যারা করে তারাও তোমাদের কাছে আসবে। বাবার মহিমার সুখ্যাতি করতে গিয়ে এমন গান গাইবে যা ঘায়েল করে দেবে। এমন ধরনের আসবে। টিউনের উপরও নির্ভর করে। সঙ্গীত বিদ্যারও অনেক নাম আছে। এখন তো এরকম কেউ নেই। শুধু একটি গান তৈরী হয়ছিলো কতো মধুর কতো প্রিয়...বাবা খুবই মধুর খুবই প্রিয়, তাই তো সকলে ওঁনাকে স্মরণ করে। এরকম নয় যে দেবতারা ওঁনাকে স্মরণ করে। চিত্রতে রামের সামনেও শিব দেখানো হয়েছে, রাম পূজা করছে। এটা ভুল। দেবতারা কি আর কাউকে স্মরণ করে! স্মরণ মানুষ করে। তোমরাও এখন হলে মানুষ আবার দেবতা হবে। দেবতা আর মানুষের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। সেই দেবতারাই আবার মানুষ হয়। চক্র কীভাবে আবর্তিত হতে থাকে, কারোর জানাও নেই। তোমাদের এখন জানা হয়েছে যে আমরা সত্যি-সত্যি দেবতা হচ্ছি। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, নূতন দুনিয়াতে দেবতা বলা হবে। তোমরা এখন অবাক হয়ে যাও ! এই ব্রহ্মা নিজেই যিনি এই জন্মে প্রথম দিকে পূজারী ছিলেন, শ্রী নারায়ণের মহিমার সুখ্যাতি করতেন, নারায়ণের প্রতি খুব প্রেম ছিলো। এখন ওয়াল্ডার(বিস্ময়) লাগে, আমরা সেই হতে চলেছি। তাই খুশীর পারদ কতো ওঠা উচিত। তোমরা হলে আননোন ওয়ারিয়র্স (গুপ্ত যোদ্ধা), ননভায়োলেন্স(অহিংসক)। সত্যি-সত্যি তোমরা হলে ডবল অহিংসক। না কাম কাটারি, না সেই লড়াই। কাম হলো আলাদা, ক্রোধ হলো আলাদা জিনিস। তোমরা হলে ডবল অহিংসক। ননভায়োলেন্স(অহিংসক) সেনা। সেনা শব্দতে তারা আবার সেনা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মহাভারত লড়াইতে মেলের নাম দেখিয়েছে। ফিমেলের নেই। বাস্তবে তোমরা হলে শিবশক্তি। মেজরিটি (বেশীর ভাগ) তোমাদের হওয়ার কারণে শিব শক্তি সেনা বলা হয়। এই কথা এক বাবা বসে বুঝিয়েছেন।

এখন বাচ্চারা, তোমরা নব যুগকে স্মরণ করো। দুনিয়ায় কারোরই নবযুগ সম্বন্ধে জানা নেই। তারা তো মনে করে নবযুগ ৪০ হাজার বছর পরে আসবে। সত্যযুগ হলো নবযুগ, এটা তো বড় রকম ক্লিয়ার। তো বাবা রায় দেন, এরকম এরকম ভালো গান শুনেও রিফ্রেস হবে আর কাউকে বোঝাবেও। এই সমস্ত হলো যুক্তি। এই সবার অর্থও শুধু তোমরাই বুঝতে পারো। অনেক ভালো-ভালো গান আছে নিজেকে রিফ্রেস করার জন্য। এই গান খুব সাহায্য করে। অর্থ করতে চাইলে তো মুখও খুলে যাবে, খুশীও হবে। এছাড়া যারা বেশী ধারণা করতে পারবে না তাদের জন্য বাবা বলেন - ঘরে বসে বাবাকে স্মরণ করো। গার্হস্থ্য জীবনে থেকে শুধু এই মন্ত্র স্মরণে রাখো- বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও। পূর্বে, পুরুষরা পত্নীকে বলতো ভগবানকে তো ঘরেও স্মরণ করতে পারো আবার মন্দির ইত্যাদিতে দিশে হারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর দরকার কি ? আমি তোমাকে ঘরে মূর্তি দিয়ে দিচ্ছি, এখানে বসে স্মরণ করো, ধাক্কা খেতে কেন যাবে ? এরকম অনেক পুরুষ স্ত্রীদের যেতে দিত না। জিনিস তো একই হলো, পূজা করতে হবে আর স্মরণ করতে হবে। যখন একবার দেখে নিয়েছে তো এরকমও স্মরণ করতে পারো। কৃষ্ণের চিত্র তো হলো কমন- ময়ূর মুকুটধারী। বাচ্চারা, তোমরা সাক্ষাৎকার করেছে-

ওখানে কীভাবে জন্ম হয়, সেটাও সাফাংকার করেছে, কিন্তু তোমরা কি তার ফটো বের করতে পারো ? কেউ অ্যাকুউরেট বের করতে পারে না। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা শুধু দেখতেই পারে, তৈরী করতে পারে না, হ্যাঁ- দেখে বর্ণনা করতে পারে, তাছাড়া সেই চিত্র আঁকতেও পারবে না। যত ভালো পেইন্টারই হোক না কেন, সাফাংকার করলেও অ্যাকুউরেট ফিচার্স বের করতে পারে না। তাই বাবা বুঝিয়েছেন, কারোর সাথে অতিরিক্ত আরগু করতে নেই। বলো, তোমাদের কাজ পবিত্র হওয়া। আর শান্তি চাইলে বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও। পবিত্র আত্মা এখানে থাকতে পারে না। তারা ফিরে যাবে (সত্য - ত্রেতা শেষ হলে)। আত্মাদের পবিত্র করার শক্তি এক বাবার মধ্যেই আছে, আর কেউ পবিত্র করতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো এই সমস্ত হলো স্টেজ, এর উপর নাটক হয়। এই সময়ে সমস্ত স্টেজে হলো রাবণের রাজ্য। সমগ্র সমুদ্রের উপর সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। এটা অসীম জগতের পুষ্করিণী। সেটা হলো জাগতিক। এটা হলো অসীম জগতের ব্যাপার। যার উপর অর্ধ-কল্প দেবী রাজ্য, অর্ধ-কল্প আসুরী রাজ্য হয়। এই ভূমি তো হলো পৃথক-পৃথক, কিন্তু এটা হলো সমস্ত অসীম জগতের ব্যাপার। তোমরা জানো যে আমরা গঙ্গা যমুনা নদীর মিষ্টি জলের তটে থাকবো। সমুদ্র ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার থাকে না। এই যে দ্বারকা, সেটার অস্তিত্ব কোনো সমুদ্রের মাঝে নয়। দ্বারকা হল অন্য জিনিস। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা সব সাফাংকার করেছে। শুরুতে এই সন্দেহী আর গুলজার খুবই সাফাংকার করতো। এনারা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছেন, কারণ ভাঙিতে বাচ্চাদের বলতে হতো। আর সাফাংকারের ফলে অনেক বলা যেতো। বাবা বলেন আবার শেষের দিকে অনেকে বলবে। সেই ভূমিকা আবার অন্য রকম। গান আছে না- আমি যা দেখেছি সেটা তুমি দেখোনি। তোমরা তাড়াতাড়ি সাফাংকার করতে থাকবে। যেমন পরীক্ষার দিন কাছে এলে বুঝতে পারা যায় যে আমি কতো মার্কসে পাশ করবো। তোমাদেরও এটা হলো পড়াশুনা। এখন তোমরা নলেজফুল হয়ে বসে আছো। সকলে তো ফুল হয় না। স্কুলে প্রায়ই নম্বর অনুযায়ী হয়। এটাও হলো নলেজ- মূলবতন, সূক্ষ্মবতন - তোমাদের তিন লোকের জ্ঞান আছে। এই সৃষ্টির চক্রকে তোমরা জানো, এটা আবর্তিত হতে থাকে। বাবা বলেন তোমাদের যে নলেজ দিয়েছি, এটা আর কেউ বুঝতে পারে না। তোমাদের উপর হলো অসীম জগতের দশা। কারোর উপর বৃহস্পতির দশা, কারোর উপর রাহুর দশা হলে, তবে গিয়ে চন্দ্রাল ইত্যাদি হবে। এটা হলো অসীম জগতের দশা, ওটা হলো পার্থিব জগতের দশা। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের কথা শোনান, অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাচ্চারা, তোমাদের কতো খুশী হওয়া উচিত। তোমরা অনেক বার বাদশাহী নিয়েছো আর হারিয়েছো, এটা তো একদম নিশ্চিত ব্যাপার। নাথিং নিউ, তাই তো তোমরা সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে পারো। নয়তো মায়া শ্বাসরোধ করে দেয়।

তোমরা সবাই হলে প্রিয়তমা, এক প্রিয়তমর। সকল প্রিয়তমারা সেই এক প্রিয়তমকেই স্মরণ করে। তিনি এসে সকলকে সুখ প্রদান করেন। অর্ধ- কল্প তাঁকে স্মরণ করেছে, এখন তাঁকে পাওয়া গেছে, তাই কতো খুশী হওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা প্রফুল্ল থাকার জন্য নাথিং নিউ এর পার্ট সুনিশ্চিত করতে হবে। অসীম জগতের পিতা আমাদের অসীম জগতের বাদশাহী দিচ্ছেন- এই খুশীতে থাকতে হবে।

২) জ্ঞান সম্পর্কিত ভালো-ভালো গান শুনে নিজেকে রিফ্রেশ করতে হবে। তার অর্থ বের করে অপরকে শোনাতে হবে।

বরদান:- অনেক রকমের প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হতে সক্ষম নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ ভব*
 স্ব(নিজের) প্রবৃত্তি, দৈবী পরিবারের প্রবৃত্তি, সেবার প্রবৃত্তি, পার্থিব জগতের প্রাপ্তির প্রবৃত্তি, এই সবের থেকে নষ্টমোহ অর্থাৎ পৃথক থাকার জন্য বাপদাদার স্নেহের রূপ সামনে রেখে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে ওঠে। স্মৃতি স্বরূপ হলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই নষ্টমোহ হয়ে যাবে। প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি হওয়া অর্থাৎ আমিস্বকে সমাপ্ত করে নষ্টমোহ হয়ে ওঠা। এরকম নষ্টমোহ হতে সক্ষম বাচ্চারা দীর্ঘ সময়ের পুরুষার্থ থেকে দীর্ঘ সময়ের প্রালঙ্কার প্রাপ্তির অধিকারী হবে।

স্লোগান:- কমল ফুলের মতো পৃথক থাকলে প্রভু প্রেম প্রাপ্ত হতে থাকবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের দিব্য ধর্ম ও শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাচ্ছেন। তাই তোমাদের দ্বারা কোনো অসুরী কর্ম যেন না হয়, বুদ্ধি খুব শুদ্ধ থাকা চাই"

প্রশ্নঃ - দেহ-অভিमानে এলে কোন্ প্রথম পাপ কর্মটি করা হয় ?

উত্তরঃ - যদি দেহ-অভিমান থাকে তাহলে বাবার স্মরণের পরিবর্তে দেহধারী স্মরণে আসবে, কু-দৃষ্টি যাবে, খারাপ চিন্তা আসবে। এই হল খুব বড় পাপ। বোঝা উচিত মায়া আক্রমণ করছে। অবিলম্বে সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। আত্মিক পিতা এলেন কোথা থেকে ? আত্মাদের দুনিয়া থেকে। যাকে নির্বাণধাম বা শান্তিধামও বলা হয়। এই হল গীতার কথা। তোমাদের জিজ্ঞাসা করে - এই জ্ঞান কোথা থেকে এসেছে ? বলা, এই জ্ঞান তো হল সেই গীতার জ্ঞান। গীতার পাঠ চলছে এবং বাবা পড়াচ্ছেন। ভগবানুবাচ আছে না, আর ভগবান তো হলেন একজন-ই। তিনি হলেন শান্তির সাগর। থাকেনও শান্তিধামে, যেখানে আমরাও থাকি। বাবা বোঝান যে, এ হল পতিত দুনিয়া, পাপ আত্মাদের তমোপ্রধান দুনিয়া। তোমরাও জানো যথাস্থি ভাবে আমরা আত্মারাও এইসময় তমোপ্রধান হয়েছি। ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান স্টেজে এসেছি। এ হল পুরানো অথবা কলিযুগী দুনিয়া তাইনা। এই নাম সবই এই সময়ের-ই। পুরানো দুনিয়ার পরে আবার নতুন দুনিয়া হয়। ভারত বাসী এই কথাও জানে যে মহাভারতের যুদ্ধও তখন হয়েছিল যখন দুনিয়া পরিবর্তন হওয়ার ছিল, সেইসময়েই বাবা এসে রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। শুধু ভুল কি হয়েছিল ? এক তো কল্পের আয়ু স্মরণে না থাকায় ভুল হয়েছে এবং দ্বিতীয় গীতার ভগবানকেও ভুলে গেছে। কৃষ্ণকে তো গড ফাদার বলা যাবে না। আত্মা বলে গড ফাদার, তো তিনি তো হলেন নিরাকার। নিরাকার পিতা আত্মাদের বলেন আমাকে স্মরণ করো। আমি-ই হলাম পতিত-পাবন, আমাকেই সম্বোধন করা হয় - হে পতিত-পাবন। কৃষ্ণ তো হলেন দেহধারী তাইনা। আমার তো কোনও শরীর নেই। আমি হলাম নিরাকার, মানুষের পিতা নই, আমি হলাম আত্মাদের পিতা। এই কথা তো বুদ্ধিতে পাকা করে নেওয়া উচিত। ক্ষণে ক্ষণে আমরা আত্মারা আত্মিক পিতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, বাবা এসেছেন। বাবা-বাবা করতে থাকতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সম্পূর্ণ কল্প দেহের পিতাকে স্মরণ করেছে। এখন আত্মিক পিতা এসেছেন এবং মনুষ্য সৃষ্টি থেকে সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান কারণ রাবণ রাজ্যে মানুষের দুর্গতি হয়েছে তাই এখন রুহানী পিতাকে অর্থাৎ শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই কথাও কোনো মানুষ বোঝে না যে এখন হল রাবণ রাজ্য। রাবণের অর্থও বোঝে না। শুধু একটি প্রচলন হয়ে গেছে বিজয়া দশমী উৎসব পালনের। তোমরা কি অর্থ বুঝতে নাকি। এখন বোধ এসেছে অন্যদের বোঝানো র জন্য। যদি অন্যদের বোঝাতে না পারো তার অর্থ হল নিজেও কিছুই বুঝতে পারো নি। বাবার মধ্যে সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে। আমার তাঁরই সন্তান অতএব বাচ্চাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকা উচিত।

এ হল তোমাদের গীতা পাঠশালা। উদ্দেশ্য কি ? এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া। এই হল রাজযোগ তাইনা। নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার এই হল নলেজ। তারা তো বসে কাহিনী শোনায়। এখানে তো তোমরা পড়া করো, আমাদের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি রাজযোগের শিক্ষা দেন কেবল কল্পের সঙ্গমযুগে। বাবা বলেন আমি পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া বানাতে এসেছি। নতুন দুনিয়ায় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, পুরানো দুনিয়ায় নেই, পুনরায় অবশ্যই হওয়া উচিত। চক্রের বিষয়ে তো জেনেছো। মুখ্য ধর্ম হল চারটি। এখন দেবতা ধর্ম নেই। দৈবী ধর্ম ব্রহ্ম এবং দৈবী কর্ম ব্রহ্ম হয়েছে। এখন আবার তোমাদের দৈবী ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম শ্রেষ্ঠ শেখাচ্ছি। তাই নিজের উপরে নজর রাখতে হবে, আমাদের দ্বারা কোনও অসুরী কর্ম হচ্ছে না তো ? মায়ার বশে কোনও খারাপ চিন্তা বুদ্ধিতে আসে না তো ? কুদৃষ্টি থাকেনা তো ? যদি দেখো, কারো কুদৃষ্টি থাকছে বা খারাপ চিন্তা আসছে তো তাকে অবিলম্বে সতর্ক করা উচিত। তার সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়। বরং তাকে সতর্ক করা উচিত - তোমার মধ্যে মায়ার প্রবেশ হয়েছে তাই খারাপ চিন্তা আসছে। যোগে বসে বাবার স্মরণের পরিবর্তে কোনও দেহধারীর স্মরণ এলে বুঝতে হবে মায়ার আক্রমণ হয়েছে, আমি পাপ কর্ম করছি। এতে বুদ্ধি খুব শুদ্ধ থাকা উচিত। হাসি ঠাট্টা করলেও অনেক ক্ষতি হয় তাই তোমাদের মুখে সর্বদা শুদ্ধ বচন থাকা উচিত, কুবচন নয়। হাসি ঠাট্টাও নয়। এমন নয় শুধু ঠাট্টা-ই তো করেছে সেসবও খুব ক্ষতিকর হয়ে যায়। এমন ঠাট্টাও করা উচিত নয় যাতে বিকারের সুবাস থাকে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। তোমরা জানো নাগা সাধুদের বিকারের

দিকে চিন্তা যাবে না। তারা পৃথকভাবে বাসও করে। কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের গতিশীলতা যোগ ব্যতীত থামানো সম্ভব নয়। যোগে সম্পূর্ণ স্থির না হলে কাম শত্রু এমনই যে কাউকে দেখলেই গতিশীল হবে। নিজেকে পরীক্ষা করা উচিত। বাবার স্মরণে থাকলে একরকমের কোনও রোগ থাকবে না। যোগে স্থির থাকলে এইসব হয় না। সত্যযুগে কোনও রকমের অশুদ্ধতা থাকে না। সেখানে রাবণের চঞ্চলতা নেই যে গতিশীল হবে। সেখানে তো যোগী জীবন থাকে। এখানেও অবস্থা খুব মজবুত চাই। যোগবলের দ্বারা এইসব রোগ শেষ হয়ে যায়। এতেই খুব পরিশ্রম আছে। রাজ্য প্রাপ্ত করা কোনও মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো নয়। পুরুষার্থ তো করতেই হবে, তাইনা। এমন নয় যা ভাগ্যে আছে তাই প্রাপ্ত হবে। ধারণ-ই করে না অর্থাৎ পাই- পয়সার পদ প্রাপ্ত করার যোগ্য। সাবজেক্ট তো অনেক হয় তাইনা। কেউ ড্রইংয়ে, কেউ খেলায় মার্জ নেয়। সেসব হল কমন সাবজেক্ট। তেমনই এখানেও সাবজেক্ট আছে। কিছু তো পারে। যদিও বাদশাহী প্রাপ্ত হবে না। সে তো সার্ভিস করলে বাদশাহী প্রাপ্ত হবে। তার জন্য অনেক পরিশ্রম চাই। অনেকের বুদ্ধিতে বসে না। এমন যেন খাবার হজম হয় না। উঁচু পদ প্রাপ্তির সাহস নেই, একেও অসুখ বলা হবে তাইনা। তোমরা কোনও কথা দেখেও দেখো না। আত্মিক পিতার স্মরণে থেকে অন্যদের পথ বলে দিতে হবে, অন্ধের লার্লি হতে হবে। তোমরা তো পথ জানো। রচয়িতা ও রচনার জ্ঞান মুক্তি ও জীবনমুক্তি তোমাদের বুদ্ধিতে ঘুরপাক খায়, যারা যারা মহারথী আছে। বাচ্চাদের অবস্থায় রাত-দিনের তফাৎ থাকে। কখনও বিত্তবান, কখনও দরিদ্র হয়ে যায়। রাজত্বের পদ মর্যাদায় তফাৎ হয় তাইনা। তবু হ্যাঁ, সেখানে রাবণ না থাকার দরুন দুঃখ থাকে না। যদিও সম্পত্তি তে তফাৎ থাকে। সম্পত্তি দ্বারা সুখ থাকে।

যত যোগে থাকবে ততই স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পরিশ্রম করতে হবে। অনেকের আচরণ এমন থাকে যেন অজ্ঞানী মানুষের হয়। তারা কারো কল্যাণ করতে পারবে না। যখন পরীক্ষা হয় তখন জানা যায় কে কত মার্জ নিয়ে পাস করবে, তখন সেই সময় হয় হয় করতে হবে। বাপদাদা দুইজনেই কত বোঝাতে থাকেন। বাবা এসেছেন কল্যাণ করতে। নিজেদের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। বাবাকে আহ্বানও করা হয়েছে আমরা পতিত, এসে আমাদের পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিন। তাই বাবা শ্রীমৎ দেন - তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে দেহ-অভিমান ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো। কত সহজ এই ওষুধ। বলা, আমরা কেবল একমাত্র ভগবান পিতাকে স্মরণ করি। তিনি বলেন তোমরা আমাকে আহ্বান করো যে এসে পতিতকে পবিত্র করো তাই আমরা আসতে হয়। ব্রহ্মার কাছে তোমরা কিছুই প্রাপ্ত করো না। তিনি তো হলেন দাদু, বাবাও নন। বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার কাছে নয়। নিরাকার পিতা ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের অ্যাডপ্ট করে আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের পড়ান। ব্রহ্মাকেও পড়ান। ব্রহ্মার কাছে কিছু প্রাপ্তি হয় না। অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার কাছে প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মা বাবার দ্বারা। প্রদান করেন একজন-ই। তাঁরই হল মহিমা। তিনি হলেন সর্বের সদগতি দাতা। ব্রহ্মা বাবা তো পূজ্য থেকে পূজারী হন। সত্যযুগে ছিলেন, তারপরে ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন পতিত হয়েছেন, পুনরায় পূজ্য পবিত্র স্বরূপে পরিণত হচ্ছেন। আমরা পিতার কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত করি। মানুষদের হল ভক্তি মার্গ। এইটি হল আত্মিক জ্ঞান মার্গ। জ্ঞান শুধুমাত্র এক জ্ঞান সাগরের কাছেই আছে। বাকি এই শাস্ত্র ইত্যাদি হল সব ভক্তির। শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া - এইসবই হল ভক্তি মার্গ। জ্ঞান সাগর তো হলেন একমাত্র বাবা, আমরা জ্ঞান নদী, আমাদের উৎস হল জ্ঞান সাগর। যদিও ওই সব হল জলের সাগর ও নদী। বাচ্চাদের এইসব কথা স্মরণে থাকা উচিত। অন্তর্মুখী হয়ে বুদ্ধি চালানো উচিত। নিজেকে সঠিকভাবে শোধরানোর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে পরীক্ষা করো। যদি মুখে কু বচন থাকে বা কারো প্রতি কুদৃষ্টি যায় তো নিজেকে ধমক দেওয়া উচিত - আমাদের মুখে কুবচন কেন, আমাদের দৃষ্টি কুদৃষ্টি কেন হয়েছে? নিজেকে চড় মারা উচিত, ক্ষণে ক্ষণে সতর্ক করা উচিত তবেই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারবে। মুখে যেন কটু বচন না থাকে। বাবাকে তো সব রকমের শিক্ষা-ই প্রদান করতে হয়। কাউকে পাগল বলাও হল কুবচন।

মানুষ তো যাকে যা ইচ্ছা তাই বলে দেয়। কিছুই জানে না আমার কার মহিমা গায়ন করি। মহিমা তো একমাত্র পতিত-পাবন বাবার হওয়া উচিত। অন্য কেউ তো নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও পতিত-পাবন বলা হয় না। তারা তো কাউকে পবিত্র করেন না। পতিত থেকে পবিত্র একমাত্র বাবা করেন। পবিত্র সৃষ্টি হলে নতুন দুনিয়া। সেই দুনিয়া তো এখন নেই। পবিত্রতা আছে স্বর্গে। পবিত্রতার সাগরও আছেন। এই হল রাবণের রাজ্য। এখন বাচ্চাদের আত্ম - অভিমানী হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করা উচিত। মুখ থেকে কোনো রকম পাথর বা কুবচন যেন বের না হয়। খুব ভালোবেসে চলতে হবে। কুদৃষ্টি খুব ক্ষতি করে। কঠিন পরিশ্রম চাই। আত্ম-অভিমান হল অবিনাশী অভিমান। দেহ তো হল বিনাশী। আত্মাকে কেউ জানে না। আত্মার পিতাও থাকবে নিশ্চয়ই। বলাও হয় সবাই হল ভাই-ভাই। তাহলে সবার মধ্যে পরমাত্মা পিতা কীভাবে বিরাজিত থাকবেন? সকলেই পিতা হবে কীভাবে? এতটুকু বোধ নেই। সবার পিতা তো একজন-ই, তাঁর কাছেই বর্ষা বা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তাঁর নাম হল শিব। শিবরাত্রিও পালন হয়। রুদ্র রাত্রি বা কৃষ্ণ রাত্রি বলা হয় না। মানুষ

তো কিছুই বোঝেনা, বলবে এই সবই হল তাঁর রূপ, এইসব হল তাঁরই লীলা।

তোমরা এখন বুঝেছ অসীমের পিতার কাছে তো অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাই অসীমের পিতার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। শ্রমিকদেরও এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তাদেরও কল্যাণ হয়। কিন্তু নিজেই স্মরণ না করলে অন্যদের স্মরণ করাবে কীভাবে। রাবণ সম্পূর্ণ পতিত করে দেয় তারপরে বাবা এসে পরীক্ষান বানান। ওয়ান্ডার তাইনা। এইসব কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কত উচ্চ পরীক্ষান বাসী থেকে কতখানি পতিতে পরিণত হন তাই গায়ন আছে ব্রহ্মার রাত, ব্রহ্মার দিন। শিবের মন্দিরে তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো। বাবা বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো। দোরে দোরে ঘোরা বন্ধ করো। এই জ্ঞান হল-ই শান্তির। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। শুধুমাত্র এই মন্ত্র দিতে থাকো। কারো কাছে টাকা নেওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ না পাকা হচ্ছে। বলো শপথ করো আমরা পবিত্র থাকব, তবে আমরা তোমাদের হাতের ভোজন গ্রহণ করতে পারবো, কিছু নিতে পারবো। ভারতে মন্দির তো অসংখ্য আছে। বিদেশিরা যারা আসবে তাদের এই সংবাদ তোমরা দিতে পারো যে বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কখনও এমন হাসি ঠাট্টা করবে না যাতে বিকারের সুবাস থাকে। নিজেকে খুব সাবধানে রাখতে হবে, মুখে কটু বচন যেন না আসে।

২) আত্মা - অভিমানী হওয়ার খুব প্র্যাক্টিস করতে হবে। সবার সঙ্গে খুব ভালোবেসে চলতে হবে। কু-দৃষ্টি রাখবে না। কুদৃষ্টি গেলে নিজেকে নিজেই দন্ড দিতে হবে।

বরদান:- মান চাইবার পরিবর্তে সবাইকে মান দিতে সক্ষম, সদা নিষ্কাম যোগী ভব*
ব্যথা: তোমাকে কেউ মান দিক বা না দিক কিন্তু তুমি তাকে মিষ্টি ভাই, মিষ্টি বোন ভেবে সদা স্বমানে থেকে, স্নেহ দৃষ্টি দ্বারা, স্নেহের বৃত্তি দ্বারা আত্মিক মান দিয়ে চলো। সে মান দিলে আমি মান দেব - এও একপ্রকার রম্যাল ভিক্ষুক স্থিতি, এতেও নিষ্কাম যোগী হও। আত্মিক স্নেহের বর্ষা দ্বারা শত্রুকেও বন্ধু বানিয়ে নাও। তোমার সামনে কেউ যদি পাথর ছুঁড়ে দেয় তবুও তুমি তাকে রক্ত দাও, কারণ তুমি হলে রক্তাক্ত পিতার সন্তান।

স্লোগান:- বিশ্বের নব নির্মাণ করার জন্য দুটি শব্দ স্মরণে রাখো - নিমিত্ত ও নির্মাণ ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা- বাবা তোমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন, সুতরাং তাঁকে তোমাদের আদর সম্মান করতে হবে। যেমন ভালোবেসে তাঁকে আহ্বান করেছ তেমনই তাঁকে আদর দিতে হবে, নিরাদর যেন না হয়"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ নেশা সবসময় উদ্ধর্গামী হওয়া উচিত ? যদি নেশা (ঈশ্বরীয় নেশা) উদ্ধর্গামী না হয়ে থাকে, তাহলে কি করবে ?

*উত্তর:- উচ্চ থেকে উচ্চতর ভাড়াটে (আসামী) এই পতিত দুনিয়াতে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন, এই নেশা সবসময় উদ্ধর্গামী থাকা উচিত । কিন্তু নম্বরানুসারে এই নেশা উর্ধ্বে থাকে। কেউ তো বাবার হয়েও সংশয় বুদ্ধির কারণে হাত ছেড়ে চলে যায় একেই বলে ভাগ্য ।

ওম্ শান্তি , ওম্ শান্তি, দুই বারই বলতে হয়। বাচ্চারা তো জানে এক হলেন বাবা, দ্বিতীয় জন দাদা। দুজনে একত্রিত তাইনা । ভগবানের কত উচ্চ মহিমা করা হয় কিন্তু শব্দ কত সাধারণ — গড ফাদার । শুধু ফাদার নয় , গড ফাদার হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর। ওঁনার মহিমাও উচ্চ । ওঁনাকে আহ্বানও করা হয় পতিত দুনিয়াতেই। তিনি স্বয়ং এসে বলেন যে সত্যযুগ —এতাতো কার রাজ্য ছিল, কিভাবে হয়েছিল, এসব কারো জানা নেই । পতিত-পাবন বাবা আসেন , কেউ তাঁকে পতিত-পাবন বলে,কেউ বলে মুক্তিদাতা। তাঁকে আহ্বান করে বলে স্বর্গে নিয়ে চল। উচ্চ থেকে উচ্চতর তিনি তাইনা । পতিত দুনিয়াতেই আহ্বান করে বলা হয় আমরা ভারতবাসীদের শ্রেষ্ঠ করে তোলা। ওঁনার পদমর্যাদা কত বিশাল । হাইয়েস্ট অথরিটি তিনি। এই রাবণ রাজ্যের দুনিয়াতেই তাঁকে আহ্বান করা হয় । তিনি ছাড়া এই রাবণ রাজ্য থেকে কে মুক্তি দেবে ? এইসব কথা যখন তোমরা বাচ্চারা শোন তখন নেশাও উর্ধ্বে থাকা উচিত । কিন্তু এই নেশা উদ্ধর্গামী হয়না। মদের নেশা চড়ে যায়, এই নেশা অপূর্ণ থেকে যায় । এখানে ধারণ করার বিষয়, ভাগ্যের ব্যাপার । বাবা হলেন অনেক বড় আসামী । তোমাদের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস কারও কারও থাকে। দৃঢ়তা যদি সবার থাকতো তবে সংশয়ে এসে চলে যেত কেন ? বাবাকে ভুলে যায় । বাবার হয়ে তাঁর প্রতি কোনও সংশয় থাকা উচিত নয় । বাবা হলেন ওয়ান্ডারফুল । গাওয়াও হয়ে থাকে আশ্চর্য চকিত হয়ে বাবাকে জানে, বাবা বলে ডাকে, জ্ঞান শোনে, অন্যদেরও শোনায় তারপর মায়া এসে সংশয় বুদ্ধি করে তোলে। বাবা বুদ্ধিতে বলেন ভক্তি মার্গের শাস্ত্রে কোনও সার নেই । বাচ্চারা তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ মুশকিলের সাথে স্মরণে স্থায়ী হয়ে থাক। তোমরা অনুভবও করতে পার স্মরণ স্থায়ীভাবে স্থিত হয় না। আমরা আত্মা বিন্দু বাবাও বিন্দু , তিনি আমাদের পিতা, ওঁনার নিজের শরীর নেই । উনি বলেন আমি এই শরীরের (ব্রহ্মা তন) আধার নিয়ে থাকি। আমার নাম শিব । আমি পরমাত্মার নাম কখনও পরিবর্তিত হয় না । তোমাদের শরীরের নামের বদল হয় । শরীরের প্রতিই নামকরণ করা হয়। বিবাহ হয়ে গেলে নাম বদলে যায়, তারপর সেই নামটাই স্থায়ী হয়ে যায় । বাবা বলেন তোমরাও এটা নিশ্চিত করে নাও যে আমরা আত্মা । বাবা নিজ পরিচয় দিয়ে বলেছেন যখন দুনিয়াতে অত্যাচার আর গ্লানি শুরু হয় তখনই আমি আসি। তোমাদের কোনও শব্দকে ধরে রাখার প্রয়োজন নেই । বাবা স্বয়ং বলেন আমাকে নুড়ি পাথরের ভিতরেও আছি বলে কত গ্লানি করে থাকে, এটাও নতুন বিষয় নয়। কল্পে-কল্পে পতিত হয়ে গ্লানি করে, আর তখনই আমি আসি।

কল্পে -কল্পে এটাই আমার ভূমিকা (পার্ট)। এর মধ্যে কিছুই অদলবদল হতে পারে না । ড্রামায় নির্ধারিত না ! তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করে তিনি কি শুধু ভারতেই আসেন ! শুধু কি ভারতই স্বর্গ হবে ? হ্যাঁ । এ হলো অনাদি -অবিনাশী ড্রামা । বাবা কত উচ্চ থেকে উচ্চতর । পতিতদের পাবন প্রদানকারী বাবা বলেন আমাকে আহ্বান করাই হয় এই পতিত দুনিয়াতে । আমি তো চির পবিত্র । আমাকে তো পবিত্র দুনিয়াতেই ডাকা উচিত তাইনা! কিন্তু না, পাবন দুনিয়াতে আমাকে ডাকার প্রয়োজনই নেই । পতিত দুনিয়াতেই আহ্বান করে বলা হয় তুমি এসে পাবন করে তোলা । আমি কত বড় অতিথি । অর্ধকল্প ধরে আমাকে স্মরণ করে আসছ। এখানে কোনও বড়ো (বিখ্যাত, নামীদামি) মানুষকে আহ্বান করতে হলে এক -দুই বছর ডাকবে। অমুক এই বছর না হলেও পরের বছর তো আসবে। ওনাকে তো অর্ধকল্প ধরে স্মরণ করে আসছ , ওঁনার আসার সময় তো ফিক্সড হয়ে আছে । এটা কারও জানা নেই । উচ্চ থেকে উচ্চতর এই বাবা । একদিকে তো মানুষ ভালোবেসে বাবাকে আহ্বান করে, অপরদিকে তাঁর মহিমাকে কালিমালিপ্ত করে । বাস্তবে ইনি হলেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গেস্ট অফ অনার (বিশাল মহিমান্বিত অতিথি) যাঁর মহিমাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে, বলা হয় ঈশ্বর নুড়ি ,পাথর সর্বত্র বিরাজমান । কত হাইয়েস্ট অথরিটি তিনি, আহ্বানও করা হয় ভালোবাসার সাথে, কিন্তু সম্পূর্ণ বুদ্ধি (বোকা,

অন্তঃসারশূন্য)। আমিই এসে নিজ পরিচয় দিয়ে বলি, আমিই তোমাদের ফাদার। আমাকে গড ফাদারও বলা হয়।

যখন সবাই রাবণের কয়েদখানায় চলে যায় তখনই বাবাকে আসতে হয় কেননা সব ভক্ত অথবা ব্রাইডস —সীতাদের উদ্ধার করতে। বাবা হলেন ব্রাইড গ্রুম — রাম। এখানে কোনও একজন সীতার বিষয় নয়, সব সীতাদের রাবণের কয়েদখানা থেকে মুক্ত করেন। এ হলো অনন্ত জগতের বিষয়। এখানে হলো পুরানো পতিত দুনিয়া। এর পুরানো হওয়া তারপর আবার নতুন করে শুরু হওয়া এ হলো অ্যাকুরেট। এই শরীর ইত্যাদি শীঘ্রই পুরানো হয়ে যায়, কিছু বেশী সময় ধরে চলে। এসবই ড্রামায় অ্যাকুরেট। সম্পূর্ণ ৫ হাজার বছর পরে আমাকে আসতে হয়। আমিই এসে নিজ পরিচয় দিয়ে থাকি আর সৃষ্টি চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলি। কেউ আমার পরিচয় জানে না। না ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের, না লক্ষ্মী-নারায়ণের, না রাম-সীতার পরিচয় সম্পর্কে জানে। ড্রামায় উচ্চ থেকে উচ্চতর একটর ইনি। বিষয়বস্তু তো মানুষকে ঘিরে। কখনও ৮-১০ ভূজাধারী মানুষ হয়না। বিষ্ণুর ৪ ভূজা কেন দেখানো হয়েছে? রাবণের ১০ মাথা কেন? কেউ-ই জানেনা। বাবাই এসে সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের আদি-মধ্য অন্তের নলেজ সম্পর্কে অবগত করান। উনি বলেন আমিই হলাম সর্বোত্তম বড়ো গেষ্ট কিন্তু গুপ্ত রূপে। এটাও শুধুমাত্র তোমরাই জান। কিন্তু জেনেও তারপর ভুলে যাও। ওঁনাকে কতটা রিগার্ড করা উচিত, স্মরণ করা উচিত। আত্মা নিরাকার, পরমাত্মাও নিরাকার এখানে ফটোর কোনও ব্যাপার নেই। তোমাদের তো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। তোমাদের সবসময় অবিনাশী বস্তুকে দেখা উচিত, তোমরা বিনাশী দেহকে কেন দেখ? দেহী-অভিমानी হও, এতেই পরিশ্রম আছে। যত স্মরণে থাকবে ততই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করে উচ্চ পদ পাবে। বাবা খুব সহজ যোগ অর্থাৎ স্মরণ শিখিয়ে থাকেন। যোগ তো অনেক রকমের আছে। স্মরণ শব্দটি যথার্থ। পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করার মধ্যেই পরিশ্রম আছে। খুব কম সংখ্যকই আছে যে সত্যি বলবে আমি এতো সময় স্মরণে থেকেছি। স্মরণ করেই না সুতরাং বলতেও দ্বিধা বোধ করে। লিখে থাকে সারাদিন এক ঘন্টা স্মরণে ছিলাম, সুতরাং লজ্জা তো আসাই উচিত তাইনা।

এমন বাবা যাঁকে দিবা-রাত্র স্মরণ করা উচিত তাঁকে মাত্র একঘন্টা স্মরণ করি, লজ্জা তো আসাই উচিত তাইনা! এতেই বড় গুপ্ত পরিশ্রম। বাবাকে আহ্বান করা হয়, কতদূর থেকে আসেন উনি তিনি তো গেষ্ট তাইনা। বাবা বলেন আমি নতুন দুনিয়ার গেষ্ট হইনা। আসি পুরানো দুনিয়াতে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে। এ হলো পুরানো দুনিয়া, এটাও কেউ যথার্থ ভাবে জানে না। নতুন দুনিয়ার আয়ুই জানেনা। বাবা বলেন এই নলেজ আমিই এসে দিয়ে থাকি তারপর ড্রামানুসারে এই নলেজ লুপ্ত হয়ে যায়। আবার কল্প পরে এই ভূমিকার পুনরাবৃত্তি হবে। আমাকে আহ্বান করে প্রতি বছর শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। যা হয়ে চলে যায় তার বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিববারও ১২ মাস পর জয়ন্তী পালন করা হয় কিন্তু কবে থেকে পালন করা হচ্ছে এটা কারও জানা নেই। শুধু বলে থাকে লক্ষ বছর হয়ে গেছে। কলিযুগের আয়ুও লক্ষ বছর লিখেছে। বাবা বলেন এটা ৫ হাজার বছরের বিষয়। সর্বপ্রথম এই দেবতাদেরই ভারতে রাজ্য ছিল। সুতরাং বাবা বলেন — আমি ভারতের অনেক বড় অতিথি, আমাকে অর্ধকল্প ধরে অনেক নিমন্ত্রণ দিয়ে আসছে, যখন খুব দুঃখী হয়ে ওঠে, তখন বলে হে পতিত-পাবন এসো আমি এসেছি পতিত দুনিয়াতে। আমার তো রথ চাই না! আত্মা অকাল মূর্তি, তার আসন এটা। (ব্রহ্মা শরীর)। বাবাও অকালমূর্তি, এই আসনে এসে বিরাজ করেন। কেউ শুনলে চমকে যাবে। এ বড়োই রমণীয় বিষয়। যখন বাবা বলেন — বাচ্চারা, আমার মতে চল। মনে কর শিববাবা মত প্রদান করেন, মুরলী পড়েন। ইনিও বলেন (ব্রহ্মা বাবা) আমিও মুরলী শুনে তারপর শোনাব। শোনাও তো তিনি। ইনি নম্বর ওয়ান পূজ্য তারপর নম্বর ওয়ান পূজারী হন (ব্রহ্মা বাবা)। এখন ইনি পুরুষার্থী। বাচ্চাদের সবসময় বোঝানো উচিত — আমি শিববারার শ্রীমত পেয়েছি। যদি কেউ উল্টো কথা বলে তাকে ঠিক করে দেবে। এই অটুট দৃঢ়তা থাকলে তার রেসপনসিবিলাটি শিববারার। এটাই ড্রামায় নির্ধারিত। বিঘ্ন তো আসবেই, অনেক কঠিন কঠিন বিঘ্ন আসে। নিজের সন্তানদের উপরেও বিঘ্ন আসে। অতএব সবসময় মনে কর শিববাবা বোঝাচ্ছেন, তবেই স্মরণ থাকবে। কিছু বাচ্চারা ভাবে ব্রহ্মা বাবা মত প্রদান করেন, কিন্তু তা নয়। শিববাবাই রেসপনসিবল। দেহ-অভিমান থাকার কারণে প্রতিটি মুহূর্তে ব্রহ্মাকেই দেখে। শিববাবা কত মহান অতিথি রেলওয়ের কর্মিরাও জানেনা, নিরাকারকে কিভাবে জানবে বা চিনবে। তাঁর কখনও অসুখ হয়না কিন্তু অসুখের কারণ বলে দেন। ওরা কি করে জানবে এর মধ্যে কি আছে? তোমরা বাচ্চারাও নম্বরানুসারে জান। তিনি সব আত্মাদের পিতা আর ইনি (ব্রহ্মা বাবা) প্রজাপিতা মানুষের পিতা। সুতরাং এনারা দুজন (বাপদাদা) কত বড়ো অতিথি।

বাবা বলেন যা কিছু হচ্ছে ড্রামায় নির্ধারিত, আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। নির্ধারণ ছাড়া কিছুই করতে পারিনা। মায়াও ভীষণ প্রবল। রাম আর রাবণ দুজনেরই ভূমিকা রয়েছে। ড্রামায় যদি রাবণ চৈতন্য হতো তবে বলত— আমিও

ড্রামানুসারে আসি। এ হলো সুখ দুঃখের খেলা। সুখ হলো নতুন দুনিয়াতে, দুঃখ পুরানো দুনিয়াতে। নতুন দুনিয়াতে কত অল্প সংখ্যক মানুষ, পুরানো দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষ। পতিত-পাবন বাবাকেই ডেকে বলা হয় পাবন দুনিয়া বানাও কেননা পাবন দুনিয়াতে কত সুখ ছিল সেইজন্যই কল্প-কল্প আহ্বান করে। বাবা সবাইকে সুখ প্রদান করে যান। এখন আবার তাঁর ভূমিকার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। সৃষ্টি কখনোই বিনাশ হয়না। বিনাশ হওয়া ইমপসিবল। সমুদ্র এই পৃথিবীতেই আছে। এটা বিশ্বের তৃতীয় তল। বলে থাকে বন্যায় পরিণত হয়েছে সর্বত্র শুধু জল আর জল। তা সত্ত্বেও পৃথিবী তো মেঝে তাইনা, সেখানে জলও আছে। পৃথিবীর মেঝে কখনোই ধ্বংস হতে পারে না। জলও এই মেঝের উপরেই রয়েছে। সেকেন্ড এবং ফার্স্ট ফ্লোর (দ্বিতীয়, তৃতীয় তল) যা পৃথিবীর সূক্ষ্ম বতন (ধাম) আর পরমধাম যেখানে কোনও জল নেই। অনন্ত জগতের তিনটি তল আছে, যা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানেনা। এই খুশির খবর সবাইকে খুশির সাথে শোনাতে হবে। এই অতীন্দ্রিয় সুখের স্মৃতিচিহ্ন কেবল তাদেরই স্মরণীয় করে রাখে যারা সম্পূর্ণ রূপে উত্তীর্ণ হবে। যারা দিব্যাত্ম সার্ভিসে তত্পর থাকে, সার্ভিস করতেই থাকে তারাই অতিব খুশিতে থাকে। কখনো কখনো এমন দিনও আসে যখন মানুষ রাতেও জেগে থাকে কিন্তু আত্মা ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঘুমোতে হয়। আত্মা ঘুমোলে শরীরও শুয়ে পড়ে। আত্মা না শুলে শরীরও শোয়না। আত্মাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আজ আমি বড় ক্লান্ত — কে বলে? আত্মা বলে। বাচ্চারা তোমাদের আত্মা অভিমানী হতে হবে, এতেই পরিশ্রম। বাবাকে স্মরণ না করলে, দেহী-অভিমানী না হলে দেহ সম্বন্ধের স্মরণ এসে যায়। বাবা বলেন তোমরা বস্তুহীন হয়ে এসেছিলে বস্তুহীন হয়েই যেতে হবে। এই দেহের সম্বন্ধ ইত্যাদি ভুলে যাও। এই শরীরে থেকে আমাকে স্মরণ করলে সতোপ্রধান হতে পারবে। বাবা কত বড় অথরিটি। বাচ্চারা ছাড়া কেউ জানেনা। বাবা বলেন আমি দীনবন্ধু, সবাই সাধারণ। পতিত-পাবন বাবা এসেছেন, এটা জানলে জানা নেই কত ভীড় হবে। বড় বড় (বিখ্যাত, নামীদামি) মানুষ এলে কত ভীড় হয়ে যায়। ড্রামাতে এনার ভূমিকা হলো গুপ্তাধীরা ধীরে ধীরে তোমরা যত অগ্রসর হবে তোমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং বিনাশ সংঘটিত হবে। এমনই তো কিছু পাওয়া যায় না। স্মরণ করলে বাবার পরিচয় পেয়ে যাবে। সবাই পৌছতে পারবে না। যেমন যেসব কন্যা/মাতা পরিবারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে তারা বাবার সাথে মিলিত হতে পারেনা, কত অত্যাচার সহন করতে হয়। বিকার ত্যাগ করতে পারেনা। বলে সৃষ্টি তবে কিভাবে চলবে? বাবা বলেন সৃষ্টির বোঝা কি বাবার উপর নাকি তোমাদের উপর? বাবাকে জেনে গেলে এরকম প্রশ্ন করবেনা। তাদের বল, প্রথমে বাবাকে তো জান তারপর সবকিছু জানতে পারবে। বোঝানোর জন্য যুক্তি চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর গুডমরনিং। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সবসময় হাইয়েস্ট অথরিটি বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বিনাশী দেহকে না দেখে দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। স্মরণের প্রকৃত চার্ট রাখতে হবে।

২) দিব্যাত্ম সার্ভিসে তত্পর থেকে অপার খুশিতে থাকতে হবে। তিন লোকের রহস্য সবাইকে উৎফুল্লতার সাথে বোঝাতে হবে। শিববাবা যে শ্রীমত দেন তার প্রতি অটুট দৃঢ়তা রেখে চলতে হবে, কোনও বিঘ্ন এলে ঘাবড়ানো উচিত নয়, রেসপনসিবল শিববাবা, সেইজন্য সংশয় যেন না আসে।

বরদানঃ:- বরদান:- সময় আর সংকল্পের সেবায় অর্পণ করতে সমর্থ মাস্টার বিধাতা, বরদাতা ভব এখন নিজের ছোট-ছোট কথার পিছনে, শরীরের পিছনে, মনের পিছনে, সাধনের পিছনে, সম্বন্ধের পিছনে সময় আর সংকল্পের পরিবর্তে একে সেবা কার্যে অর্পণ কর, এই সমর্পণ সমারোহের সাথে পালন কর। প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে সেবা করার জন্য ভালোবাসা, নিবিষ্টতা থাকুক। সেবাতে একাত্ম হলে স্ব-উল্লতির গিন্ট সততই প্রাপ্ত হবে। বিশ্ব কল্যাণের মধ্যেই স্ব-কল্যাণ নিহিত আছে সুতরাং নিরন্তর মহাদানী, মাস্টার বিধাতা আর বরদাতা হও।

স্লোগানঃ:- স্লোগান:- নিজের ইচ্ছাকে দমন করতে পারলে অনেক সমস্যা কম হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - শত্রু মায়া তোমাদের সামনে উপস্থিত, তাই নিজের খুবই সুরক্ষা করতে হবে, চলতে - ফিরতে যদি মায়ায় আটকে গেছো তাহলে নিজের সৌভাগ্যে গণ্ডি টেনে দেবে"

প্রশ্নঃ - তোমাদের মতো রাজযোগী বাচ্চাদের মূখ্য কর্তব্য কি ?

উত্তরঃ - পড়া আর পড়ানো, এই হলো তোমাদের মূখ্য কর্তব্য । তোমরা ঈশ্বরীয় মতে আছো । তোমাদের কখনোই জঙ্গলে যেতে হবে না । ঘর - গৃহস্থে থেকে, শান্তিতে বসে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । অল্ক (আল্লাহ) আর বে (বাদশাহী), এই দুই শব্দেই তোমাদের সমস্ত পড়া এসে যায় ।

ওম্ শান্তি । বাবাও ব্রহ্মার দ্বারা বলতে পারেন যে - বাচ্চারা, সুপ্রভাত কিন্তু বাচ্চাদেরও তো উত্তর দিতে হবে । এখানে হলো বাবা আর বাচ্চাদের সম্পর্ক । নতুন যারা আছে, তারা যতক্ষণ না পাকা হয়, ততক্ষণ কিছু না কিছু জিঞ্জেস করতেই থাকবে । এ তো হলো পড়া, ভগবান উবাচঃও লেখা আছে । ভগবান হলেন নিরাকার । এই বাবা কাউকে খুব ভালোভাবে কাউকে বুঝিয়ে পাকাপোক্ত করেন, কারণ ওইদিকে হলো মায়ার জোর । এখানে তো সেই মায়া নেই । বাবা তো বুঝতে পারেন, যে পূর্ব কল্পে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছে, সে নিজে থেকেই এসে যাবে । এমন নয় যে, অমুকে যেন চলে না যায়, তাকে ধরবো । যদি চলে যেতে চায় তাহলে চলে যাক । এখানে তো জীবন্মুত হয়ে থাকার কথা । বাবা তোমাদের দত্তক নেন । এই দত্তক নেওয়াও হয় অবিনাশী আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য । বাচ্চারা মা - বাবার কাছে আসেই উত্তরাধিকারের লোভে । বিত্তবানের সন্তান গরীবরা কি কখনো দত্তক নেবে ? এতো ধন দৌলত আদি ছেড়ে কিভাবে যাবে ? বিত্তবানরাই দত্তক নেয় । তোমরা এখন জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেন । কেন আমরা তাঁর হবো না । প্রতিটা জিনিসেই তো লোভ থাকে । তোমরা যতো বেশী পড়বে, তোমাদের লোভ তত বেশী হবে । তোমরাও জানো যে, বাবা আমাদের দত্তক নিয়েছেন অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য । বাবাও বলেন, আমি তোমাদের আবারও পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো দত্তক নিই । তোমরাও বলো যে, বাবা আমি তোমার । আমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও তোমারই হয়েছিলাম । তোমরা প্রত্যক্ষভাবে কতজন ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । প্রজাপিতাও তো কতো নামীদামি । যতক্ষণ না তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হচ্ছে ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই চক্র ঘুরতে থাকে -- আমরা শূদ্র ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি, এরপরে আমাদের দেবতা হতে হবে আমরাই সত্যযুগে রাজত্ব করবো । তাই অবশ্যই এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে । সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না এলে তখন অনেকেই চলে যায় । কেই কাঁচা থাকলে তাদের অবনতি হয়, এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । শত্রু মায়া তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেই তোমাদের আকর্ষণ করে নেয় । বাবা প্রতি মুহূর্তে তোমাদের এই কথা পাকা করান, তোমরা মায়াতে আটকে যেও না, না হলে নিজের ভাগ্যে গণ্ডি টেনে দেবে । বাবাই এ কথা জিঞ্জেস করতে পারেন, তোমরা আগে কখন মিলিত হয়েছো ? আর কারোরই এ কথা জিঞ্জেস করার মতো বুদ্ধি আসবে না । বাবা বলেন, আমাকেও আবার গীতা শোনাতে আসতে হয় । আমাকে এসে তোমাদের রাবণের জেল থেকে উদ্ধার করতে হয় । অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের কথা বুঝিয়ে বলেন । এখন হলো রাবণের রাজ্য, এই পতিত রাজ্য অর্ধেক কল্প ধরে শুরু হয়েছে । রাবণকে দশ মাথা দেখানো হয়, বিষ্ণুর চার ভুজা দেখানো হয় । এমন কোনো মানুষই হয় না । এ তো প্রবৃত্তি মার্গকে দেখানো হয় । এই হলো এইম অবজেক্ট - বিষ্ণুর দ্বারা পালনা । বিষ্ণুপূরীকে কৃষ্ণপূরীও বলা হয় । কৃষ্ণের তো দুই হাতই দেখানো হবে, তাই না । মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারে না । বাবা তোমাদের প্রতিটি কথা বুঝিয়ে বলেন । ও সব হলো ভক্তিমার্গ । এখন তোমাদের এই জ্ঞান হয়েছে, তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্যই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়া । এই গীতা পাঠশালা হলো জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার জন্য । ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই প্রয়োজন । এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু । শিবকে রুদ্রও বলা হয় । বাবা এখন জিঞ্জেস করছেন, এই জ্ঞান যন্তু কৃষ্ণের, নাকি শিবের ? শিবকে পরমাত্মা বলা হয়, আর শঙ্করকে বলা হয় দেবতা । ওরা আবার শিব আর শঙ্করকে এক করে দিয়েছে । বাবা এখন বলছেন, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি । বাচ্চারা, তোমরা বলো বাপদাদা । ওরা বলে শিবশঙ্কর । জ্ঞানের সাগর তো একজনই ।

এখন তোমরা জানো যে, ব্রহ্মাই জ্ঞানের দ্বারা বিষ্ণু হন । বরাবর চিত্রও বানানো হয় । বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়েছে । এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না । ব্রহ্মার হাতে শান্ত্র দেখানো হয়েছে । এখন এই শান্ত্রের সার বাবা বসে শোনান, নাকি ব্রহ্মা ? ইনিও তো মাস্টার জ্ঞানের সাগর হন । বাকি এতো চিত্র বানানো হয়েছে, তা সব যথার্থ নয় । সে সব হলো

ভক্তি মার্গের। মানুষ কখনোই আট বা দশ হাতের হতে পারে না। এ তো কেবল প্রবৃত্তি মার্গ দেখানো হয়েছে। রাবণের অর্থও বলা হয়েছে --- অর্ধেক কল্প হলো রাবণ রাজ্য, অর্থাৎ রাত। অর্ধেক কল্প হলো রাম রাজ্য অর্থাৎ দিন। বাবা প্রতিটি কথাই বুঝিয়ে বলেন। তোমরা সকলেই হলে এক বাবার সন্তান। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুত্রী স্বাপনা করেন, আর তোমাদের রাজযোগ শেখান। তিনি অবশ্যই এই সঙ্গম যুগেই তোমাদের রাজযোগ শেখাবেন। দ্বাপরে গীতা শুনিয়েছিলেন, এ তো ভুল তথ্য হয়ে যায়। বাবা সত্য কথা বলেন। অনেকেরই ব্রহ্মার, কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্মাকে সাদা পোশাকে দেখে। শিববাবা তো হলেন বিন্দু। বিন্দুর সাক্ষাৎকার হলে কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা বলো যে, আমরা আত্মা, এখন আত্মাকে কে দেখেছে, কেউই না। সে তো হলো বিন্দু। তোমরা তো বুঝতে পারছো। যে যেই ভাবনায় যাঁর পূজা করে, তার তাঁরই সাক্ষাৎকার হবে। অন্য কোনো রূপ দেখলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। হনুমানের পূজা করলে তাঁকেই দেখতে পাবে। গণেশের পূজারী গণেশকেই দেখতে পাবে। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের এতো ধনবান বানিয়েছি, তোমাদের হীরে - জহরতের মহল ছিলো, তোমাদের ধন ছিলো অগুণ্টি, তোমরা এখন সেই সব কোথায় হারিয়ে ফেলেছো? এখন তোমরা কাঙ্গাল হয়ে গেছো, তোমরা এখন ভিক্ষা চাইছো। বাবা তো এ কথা বলতেই পারেন, তাই না। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো, বাবা এসেছেন, আমরা আবার এই বিশ্বের মালিক হচ্ছি। এই অনাদি ড্রামা বানানোই আছে। প্রত্যেকেই এই ড্রামাতে নিজের অভিনয় করে যাচ্ছে। কেউ যদি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে, এতে কাল্পার কিসের দরকার। সত্যযুগে কেউই কাল্পাকটি করে না। তোমরা এখন মোহজিৎ হচ্ছো। লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদিরাই হলেন মোহজিৎ রাজা। ওখানে মোহ থাকে না। বাবা অনেক প্রকারের কথা বোঝাতে থাকেন। বাবা হলেন নিরাকার। মানুষ তো তাঁকে নাম - রূপ থেকে পৃথক বলে দেয় কিন্তু নাম - রূপ থেকে পৃথক কোনো জিনিস হতেই পারে না। হে ভগবান, ও গড ফাদার -- এমন বলে না। তো নাম - রূপ তো আছেই। লিঙ্গকে শিব পরমাত্মা, শিববাবা তো বলেই। বাবা তো বরাবরই আছেন। বাবার অবশ্যই বাচ্চারাও থাকবেন। নিরাকারকে নিরাকার আত্মাই বাবা বলে ডাকে। মন্দিরে গেলে তখন তাঁকে শিববাবা বলবে, আবার ঘরে ফিরে এসে বাবাকেও বলে বাবা। অর্থ তো ওরা কিছুই বোঝে না, আমরা তাঁকে শিববাবা কেন বলি। বাবা বড়র থেকেও বড় পড়া দুটি অক্ষরেই পড়ান -- অক্ষ (আত্মা) আর বাদশাহী। অক্ষকে স্মরণ করলেই বে অর্থাৎ বাদশাহী তোমাদের। এ হলো অনেক বড় পরীক্ষা। মানুষ যখন বড় পরীক্ষায় পাস করে তখন প্রথম দিকের পড়া স্মরণেই থাকে না। পড়তে পড়তে অবশেষে সার বুদ্ধিতে এসে যায়। এও ঠিক এমনই। তোমরা এখানে পড়তে এসেছো। অন্তিম সময়ে বাবা যখন বলবেন - মনমনাভব, তখন দেহের ভাব সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাবে। এই মনমনাভবের অভ্যাস হয়ে গেলে পরের দিকে বাবা আর তাঁর অবিদ্যাত্মক আশীর্বাদ স্মরণে থাকবে। মূখ্য হলো এটাই, এ কতো সহজ। ওই পড়াতেও তো এখন না জানি কতোকিছু পড়তে হয়। রাজা যেমন হয়, নিয়মও তেমনই চালায়। পূর্বে মণ, সের, পাও - এই হিসেব চলতো। এখন তো কিলো আদি কতোকিছুই বেরিয়েছে। পৃথক - পৃথক প্রান্তে পৃথক - পৃথক হয়ে গেছে। দিল্লীতে কোনো জিনিস এক টাকা সের, বোম্বেতে তা পাওয়া যাবে দু টাকা সেরে, কেননা প্রান্ত আলাদা। প্রত্যেকেই মনে করে আমাদের জায়গার অভাব রাখবো না। এতে কতো ঝগড়া হয়, কতো দ্বিধা তৈরী হয়।

ভারত কতো সমর্থ ছিলো, তারপর ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ করতে করতে অসমর্থ হয়ে গেছে। বলা হয় --- অমূল্য যে জীবন মিলেছিল, কিন্তু তাকে কড়ি তুল্য বানিয়ে হারিয়ে ফেলেছে। বাবা বলেন - তোমরা কড়ির পিছনে কেন ছুটতে থাকো। এখন তো তোমরা বাবার থেকে অবিদ্যাত্মক উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ নাও, তোমরা পবিত্র হও। মানুষ ডাকতেও থাকে - হে পতিত পাবন, এসো, আমাদের পবিত্র বানাও। এতেই সিদ্ধ হয়, তোমরা পবিত্র ছিলে, এখন আর তা নেই। এখন তো হলো কলিমুগ। বাবা বলেন যে, আমি পবিত্র দুনিয়া বানাবো, তখন পতিত দুনিয়ার অবশ্যই বিনাশ হবে, তাই এই হলো মহাভারতের লড়াই যা এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত থেকে প্রস্ফলিত হয়েছে। ড্রামাতে তো এই বিনাশও লিপিবদ্ধ আছে। প্রথমদিকে তো বাবার সাক্ষাৎকার হয়েছিলো। তিনি দেখেছিলেন যে, এতো বড় রাজস্ব পাওয়া যায়, তাই খুব খুশী ছিলেন, তখন বিনাশের সাক্ষাৎকারও করিয়েছিলেন। মনমনাভব, মধ্যাজী ভব। এ হলো গীতার অক্ষর। গীতার কোনো কোনো অক্ষর ঠিক। বাবাও বলেন, আমি তোমাদের এই জ্ঞান শোনাই, এ আবার প্রায় লোপ হয়ে যায়। কেউই জানে না যে, যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। সেইসময় জনসংখ্যা কতো কম ছিলো, এখন কতো বেশী। তাই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন। বিনাশ তো অবশ্যই প্রয়োজন। মহাভারতের যুদ্ধও তো আছে। তাহলে অবশ্যই ভগবানও আছেন। মানুষ যখন শিব জয়ন্তী পালন করে তাহলে শিববাবা এসে কি করেছিলেন? এও তারা জানে না। বাবা এখন বোঝান, গীতার থেকে কৃষ্ণের আত্মা রাজস্ব পেয়েছিলো। গীতাকে মাতা - পিতা বলা হবে, যার থেকে তোমরা আবার দেবতা হও, তাই চিত্রে দেখানো হয় -- কৃষ্ণ গীতা শোনান নি। কৃষ্ণ গীতার জ্ঞানের দ্বারা রাজযোগ শিখে এমন হয়েছিলেন, কাল আবার তিনিই কৃষ্ণ হবেন। ওরা আবার শিববাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তাই বাবা বোঝান, এ কথা নিজের অন্তরে পাক্ষা নিশ্চিত করে নাও, কেউ যেন উল্টোপাল্টা কথা শুনিয়ে তোমাদের নামিয়ে না দেয়।

মানুষ অনেক কথা জিজ্ঞেস করে --বিকার ছাড়া সৃষ্টি কিভাবে চলবে ? এ কিভাবে হবে ? আরে, তোমরা তো নিজেরাই বলো -- সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলো তোমরা, তাহলে বিকারের কথা কিভাবে আসতে পারে ? তোমরা এখন জানো যে, অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের বাদশাহী পাওয়া যায়, তাহলে এমন বাবাকে কেন স্মরণ করবে না ? এ হলো পতিত দুনিয়া । কুস্ত্র মেলায় কতো লাখ মানুষ যায় । এখন বলে যে ওখানে এক গুপ্ত নদী আছে । এখন কি নদী গুপ্ত হতে পারে ? এখানেও গুপ্ত মুখ বানানো হয়েছে । বলা হয়, গঙ্গা এখানে আসে, আরে, গঙ্গা নিজের রাস্তা করে সমুদ্রে যাবে, নাকি তোমাদের কাছে এই পাহাড়ে আসবে । ভক্তিমার্গে এমন কতো ধাক্কা আছে । গুস্তান, ভক্তি তারপর বৈরাগ্য । এক হলো লৌকিক জগতের বৈরাগ্য, দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য । সন্ন্যাসীরা বাড়ীঘর ছেড়ে জঙ্গলে থাকে, এখানে তো সেসব কথা নেই । তোমরা বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়ার সন্ন্যাস করো । তোমাদের মতো রাজযোগী বাচ্চাদের মুখ্য কর্তব্য হলো পড়া আর পড়ানো । এখন এই রাজযোগ জঙ্গলে তো শেখানো হয়ই না । এ হলো স্কুল । এর শাখাপ্রশাখা নির্গত হতেই থাকে । তোমরা বাচ্চারা এখন রাজযোগ শিখছো । শিববাবার থেকে পড়েছে এমন ব্রাহ্মণ - ব্রহ্মাণীরা রাজযোগ শেখান । এক শিববাবা বসে সবাইকে একা শেখাতেই পারেন না । তাহলে এ হলো পাণ্ডব গভর্নমেন্ট । তোমরা ঈশ্বরীয় মতে আছো । এখানে তো তোমরা কতো শান্তিতে বসে আছো, বাইরে তো অনেক হাস্যামা । বাবা বলেন যে, তোমরা যদি পাঁচ বিকারের দান করে দিতে পারো, তাহলে তোমাদের গ্রহণ কেটে যাবে । তোমরা আমার হও, তাহলে আমি তোমাদের সব কামনা পূরণ করে দেবো । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা এখন সুখধামে যাচ্ছি, এই দুঃখধামে আগুন লেগে যাবে । বাচ্চারা বিনাশের সাক্ষাৎকারও করেছে । এখন সময় অনেক কম, তাই তোমরা যদি স্মরণের যাত্রায় লেগে যাও তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর উঁচু পদও পাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য জীবন্মুত হতে হবে । তোমাদের বাবার দওক সন্তান হতে হবে । কখনোই নিজের উঁচু ভাগ্যে গণ্ডি লাগাবে না ।

২) কোনো উল্টোপাল্টা কথা শুনে যেন সংশয় উৎপন্ন না হয় । নিশ্চয়তায় যেন দোলা না লাগে । এই দুঃখধামে আগুন লাগবে, তাই এর থেকে নিজের বুদ্ধিযোগ দূর করে নিতে হবে ।

বরদান:- সমস্যাকে সমাধান রূপে পরিবর্তিত করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব*
আমি বিশ্ব কল্যাণী আত্মা ---এখন এই শ্রেষ্ঠ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনার সংস্কার হাজির করো । এই শ্রেষ্ঠ সংস্কারের সামনে জাগতিক সব সংস্কার শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যাবে । সমস্যা সমাধানের রূপে পরিবর্তন হয়ে যাবে । এখন যুদ্ধে সময় নষ্ট করো না, বিজয়ীভাবের সংস্কার হাজির করো এখন সবকিছুই সেবাতে লাগিয়ে দাও তাহলে পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । সমস্যায় যাওয়ার পূর্বে দান দাও, বরদান দাও, তাহলে নিজের গ্রহণ শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- কারোর দুর্বলতার বর্ণনা করার পরিবর্তে গুণ স্বরূপ হও, গুণের বর্ণনা করো ।*